জলপাইগুড়ি জেলায় বসবাসকারী টোটো সম্প্রদায়ের মৌখিক সাহিত্য ও সংস্কৃতি (Oral Literature and Culture)

ঝরনা বসু

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে পি.এইচ.ডি.
ডিগ্রীর জন্য প্রদত্ত গবেষণা গ্রন্থ
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
জানুয়ারী, ২০০০

145868

P 2 JAN 2002

145868

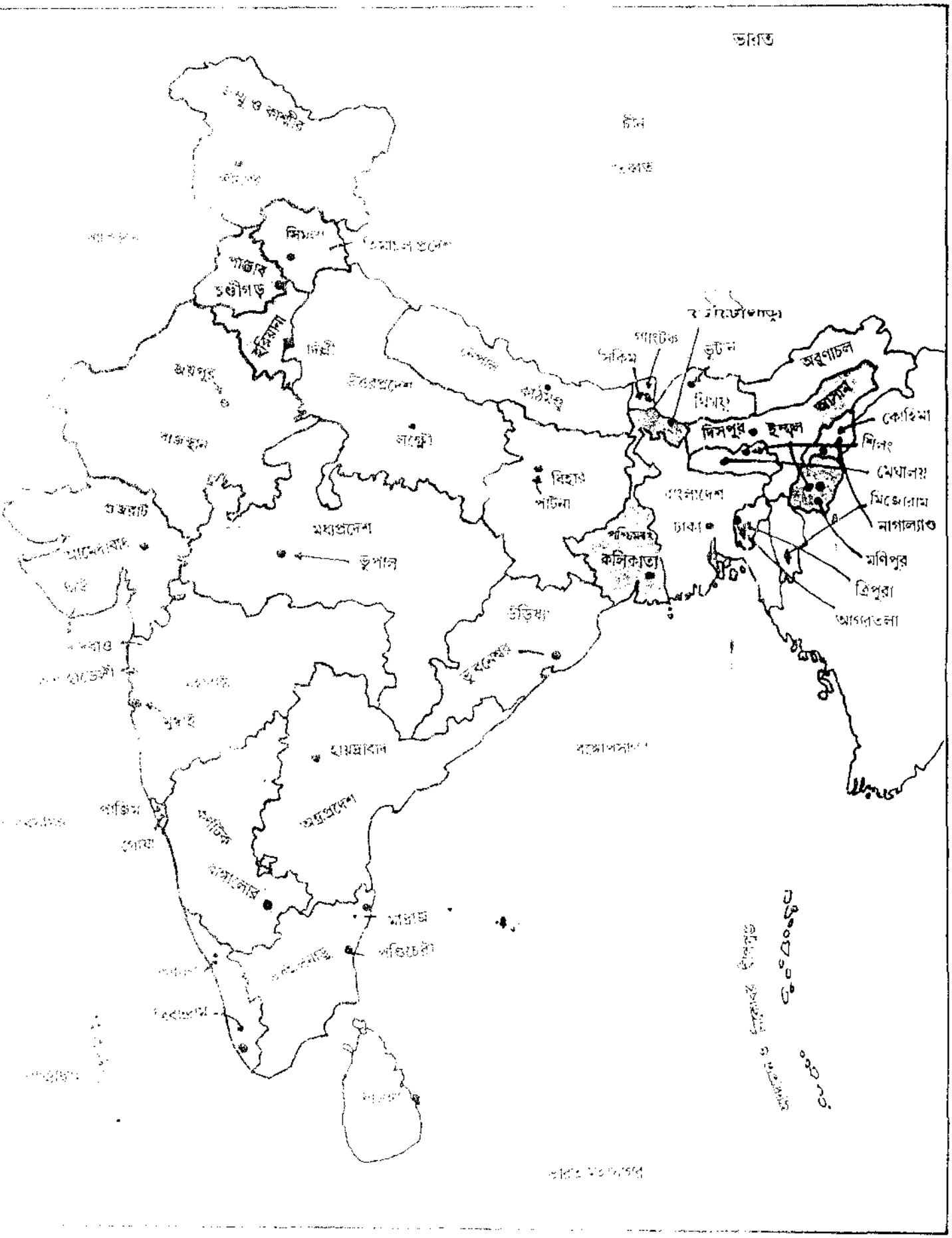
ভারত
চীন
পাকিস্তান
চণ্ডীগড়
হরিয়ানা
দিল্লী
অযোধ্যা
উত্তরপ্রদেশ
লক্ষ্ণৌ
রাজস্থান
বিহার
পাটনা
গুজরাট
মধ্যপ্রদেশ
ভূপাল
উড়িষ্যা
পশ্চিমবঙ্গ
কলিকাতা
নেপাল
সিকিম
ভুটান
অরুণাচল
আসাম
দিসপুর
ইম্ফল
কোহিমা
শিলং
মেঘালয়
মিজোরাম
নাগাল্যাণ্ড
মণিপুর
ত্রিপুরা
আগরতলা
বাংলাদেশ
ঢাকা
অন্ধ্রপ্রদেশ
মাদ্রাজ
পণ্ডিচেরী

-: সূচীপত্র :-

বিষয়	পৃষ্ঠা সংখ্যা
১। মুখ বন্ধ	১-২
২। প্রস্তাবনা	৩-৪৩
(ক) প্রথম অধ্যায় — টোটো সম্প্রদায়ের ঐতিহাসিক ও সামাজিক বিবরণ।	৪৪-১১৩
(খ) দ্বিতীয় অধ্যায়— টোটোদের বিভিন্ন ধর্মীয় - অনুষ্ঠান ও সংস্কৃতি।	১১৪-১১৫
(গ) তৃতীয় অধ্যায় — দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত টোটোদের বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও সংস্কৃতি এবং মৌখিক সাহিত্যের টোটোভাষায় রূপান্তর।	১১৬-১৬২
(ঘ) চতুর্থ অধ্যায় — লোকসংস্কৃতির তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে টোটো সম্প্রদায়ের মৌখিক সাহিত্যের পর্য্যালোচনা।	১৬৩-১৭৮
(ঙ) পঞ্চম অধ্যায়— টোটো সম্প্রদায়ের কথ্যভাষা ও মৌখিক সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত আঞ্চলিক বাংলা কথ্যভাষা ও মৌখিক সাহিত্যের তুলনা।	১৭৯-২০১
(চ) উপসংহার — টোটোদের মৌখিক সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের সংস্কৃতির স্বরূপ।	২১০-২২৩

সূচীপত্র :—

বিষয়	পৃষ্ঠা সংখ্যা
৪। নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী ও তথ্যসূত্র ।	২২৪
৫। পরিশিষ্ট -	২২৫ - ২৮৪
(ক) টোটোদের মৌখিক লোক কাহিনী, (টোটোভাষায় রূপান্তরিত সহ),	২২৬ - ২২৮
(খ) টোটোদের হাতের লেখার প্রতিলিপি	২২৯ - ২৩০
(গ) টোটোদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানের গান এবং টোটোদের লেখা কবিতা ।	২৩১ - ২৩৩
(ঘ) টোটোদের মৌখিক ভাষার নির্বাচিত শব্দগুচ্ছ ।	২৩৪ - ২৮১
(ঙ) টোটোভাষায় রূপান্তরিত বাংলা কবিতা ও গান ।	২৮২ - ২৮৪

মুখবন্ধ

জলপাই গুড়ি জেলার [illegible] মহকুমার বাসিন্দা হিসেবে শিশুকাল থেকেই আমি এই জেলার [illegible] লোকদের বিভিন্ন জীবনধারার সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত [illegible]। জলপাই গুড়ি জেলার বিভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহবোধ শৈশবকাল থেকেই শুরু হয়। এ কারণেই টোটোদের প্রতি আমার [illegible] উল্লেখ্য যে অনেকেরই আগ্রহ জেগেছে টোটোদের [illegible] টোটোদের নিয়ে বিভিন্ন সময় লিখেছেন, কিন্তু [illegible] বিভিন্ন দিক যেমন ভাষা বা সংস্কৃতি [illegible] এসমস্ত তুলে ধরেছেন।

টোটোদের [illegible]

[illegible] সংস্কৃতির [illegible]

একমাত্র [illegible]

[illegible] অসম্পূর্ণতা [illegible]

সম্পন্ন করেছি। আমার এই গবেষণা [illegible] নির্দেশক উত্তরবংগ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রফেসর মাননীয় শ্রীপ্রণয় কুমার কুণ্ডু মহাশয়, যিনি ইতিমধ্যে উত্তরবংগের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে গবেষণার কাজ করিয়েছেন। আমার এই গবেষণা-কাজের নির্দেশক প্রফেসর মহোদয়ের নির্দেশমতো প্রণালীতত্ত্ব অনুসরণে টোটোদের যৌথিক সাহায্য ও সংস্কৃতি বিষয়ের স্বরূপ বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করেছি।

অরুণাবসু

(অরুণা বসু)

প্রস্তাবনা

উত্তরবঙ্গের উপজাতিদের মধ্যে কতগুলি সাধারন লক্ষন দেখা যায়। সেগুলি হোলো:-

(ক) এরা প্রায় সব সময়ই একটা নির্দিষ্ট এলাকায় গোষ্ঠীবদ্ধভাবে বাস করে এবং আশেপাশের সমাজের লোকেদের সংগে মেলামেলা করে। কিন্তু নিজেদের প্রচলিত নিয়মকানুন মেনে চলে। প্রতিবেশীদের সংগে এদের ব্যবহার বন্ধুত্বপূর্ন।

(খ) এই উপজাতিদের প্রত্যেকেরই নিজেদের আলাদা ভাষা রয়েছে। কিন্তু কাগজেকলমে লিখবার মতো তাদের নিজস্ব কোনও অক্ষর নেই। সেই কারনে এদের সাহিত্য, গান, গল্প প্রভৃতি মুখে মুখে রচিত।

'কথ্যভাষা' রূপেই এদের ভাষা স্বীকৃত।

(গ) এই উপজাতিদের বিয়ের বিষয়টা নিজেদের জাত বা সমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এরা সাধারণতঃ নিজের জাতের বাইরে বিয়ে করেনা। নিজেদের জাতের মধ্যে বিবাহরীতি প্রচলিত।

(ঘ) এই সব উপজাতির মানুষেরা পুরানো চিরাচরিত রীতিকে অনুসরন করে জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে বজায় রাখতে চায়। পূর্ব পুরুষদের বেঁধে দেওয়া নিয়মে চলতেই এরা অভ্যস্ত। খুব কম উপজাতিই অন্য সমাজের আদব-কায়দা, নিয়ম-কানুন গ্রহন করেছে।

এদের জীবনযাত্রা এদের নিজস্ব রীতিতেই চলে। বিভিন্ন সময়ে কৃত আদমসুমারী অনুযায়ী জানা যায় যে, উত্তরবঙ্গের মোট জনসংখ্যার বেশীর ভাগ জনসংখ্যাই রাজবংশী সম্প্রদায়ের। এরা ছাড়া আর যে সব সম্প্রদায়ের মানুষ উত্তরবঙ্গের জেলাগুলির বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাস করছে তারা হোলো:-

ক) জলপাই গুড়ি, পশ্চিম দিনাজপুর এবং মালদহ জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসকারী 'পলিয়া' সম্প্রদায়,

খ) মালদহ ও পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় বসবাসকারী 'বেলদার' সম্প্রদায়ের মানুষ,

গ) মালদহ ও পশ্চিম দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসকারী 'ভুঁইমালি' সম্প্রদায়ের এবং 'বিন্দ' সম্প্রদায়ের মানুষ,

ঘ) জলপাই গুড়ি, কোচবিহার এবং দার্জিলিং জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসকারী 'দোসাদ' সম্প্রদায়ের মানুষ,

ঙ) দার্জিলিং ও মালদহ জেলায় বসবাসকারী 'তিয়র' সম্প্রদায়ের মানুষ।

চ) মালদহ ও পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় বসবাসকারী 'রুশাখার' এবং 'নুনিয়া' সম্প্রদায়ের জনগোষ্ঠী । নৃতাত্ত্বিক বিচারে এরা তফশিলী জাতি বা উপজাতি হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে । কিন্তু খোঁজ নিলে জানা যায় যে, এরা প্রায় সকলেই হিন্দু ধর্মে বিশ্বাসী । তাছাড়া বহুকাল ধরে বাঙালীদের পাশাপাশি থাকবার ফলে এরা প্রায় সব সম্প্রদায়ই বাঙালী সংস্কৃতি, আচার-আচরন, ভাষার সংগে পরিচিত হওয়ার ফলে এসবের সংগে গভীরভাবে যুক্ত হয়ে উঠেছে ।

এছাড়াও রয়েছে পৌড়া হিন্দু এবং শক্তির উপাসক 'খেন' সম্প্রদায়ের মানুষ । কোচবিহার জেলার সীমান্তবর্তী এলাকায় বাংলাদেশের রংপুর জেলার অন্তর্গত 'কুড়ি গ্রাম' নামে একটি অঞ্চল রয়েছে । কথিত আছে যে, কোচবিহারের মহারাজা বিশ্বসিংহের মায়ের পরিবারের দিক থেকে মেচদের কুড়িটি পরিবার হিন্দু ধর্ম গ্রহন করে এবং কুড়ি গ্রামে বসবাস আরম্ভ করে । এরা 'কুড়ি ঠাকুর' বলে পরিচিতি লাভ করে ।

উনিশশো একাশি সালের আদমসুমারী অনুযায়ী উত্তরবঙ্গের জাতিগত জনসংখ্যার একটি সারনি এখানে উল্লেখ করা হোলো :-

আরনি — ১

জেলা	রাজবংশী	কোচ	পালিয়া	টিয়র
দার্জিলিং	১৫, ৮৯৪	—	১	—
জলপাই গুড়ি	১৭২, ৭১০	১২৪	—	৩
কোচবিহার	২৫২, ৩৬৯	১	—	৬
পশ্চিম দিনাজপুর	৬৭, ৪৩৯	৩৩১	১০, ০৪৪	১৪২১

১৯৭১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী আদিবাসীদের সংখ্যার একটি আরনি তুলে ধরা হোলো :-

আরনি:— ২

জেলা	মোট জনসংখ্যা	মোট আদিবাসীর - সংখ্যা
দার্জিলিং	৭, ৮১, ৭৭৭	১, ০৮, ৫৮৬
জলপাই গুড়ি	১৭, ৫০, ১৪১	৪, ২৮, ৫৯৫
কোচবিহার	১৪, ১৪, ১৩০	১০, ৬১১
পশ্চিম দিনাজপুর	১৮, ৫৯, ৮৮৭	২, ২১, ৩১৭

বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের মানুষ বাস করে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে। কিন্তু পারস্পরিক সহাবস্থান এবং সম্প্রদায় ও জাতিগত সংমিশ্রনের ফলে এদের মধ্যে নিজস্ব স্বাতন্ত্র সম্পূর্নভাবে রক্ষা পায়নি। বিভিন্ন সম্প্রদায়, ভাষা ও গোষ্ঠীর বিশাল জনসংখ্যা যেমন কোচ, মেচ, রাভা, গারো, পলিয়া, তিয়র, টোটো, কুড়িসর্জন প্রভৃতি সম্প্রদায়ের সংগে মেলবন্ধনের ফলে মনে হয় সব এক পরিবার।

তবে একথা বলা যায় যে, বর্তমানে উত্তরবঙ্গে দুটি জনগোষ্ঠীরই প্রাধান্য বেশী। এদের মধ্যে একটি হোলো ভারত বিভাগের ফলে তৎকালীন পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তু বাঙালী সম্প্রদায়ের মানুষ এবং রাজবংশী জনজাতির মানুষ।

উত্তরবঙ্গের বেশীর ভাগ নদীই ভূটান, সিকিম, ও তিব্বত-এর পাহাড় অঞ্চল থেকে নেমে এসে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলির বিভিন্ন অঞ্চল দিয়ে বয়ে চলেছে। ফলে খরস্রোতা এই নদীগুলি বর্ষার সময় ভীষন আকার ধারন করলেও শীতকালে জলের পরিমান একেবারেই কমে যায়। উত্তরবঙ্গের 'দোলা' অঞ্চল অর্থাৎ নীচু অঞ্চলে আগাছা, ঘাস ইত্যাদি জন্মানোর ফলে গোরু মোষ চরাবার অনুকূল স্থান। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলির বিভিন্ন অঞ্চল দিয়ে বয়ে চলেছে মহানন্দা, করতোয়া, জলঢাকা, তিস্তা, তোরষা, মেচি, বালাসন, রায়ডাক, ধরলা, ট্যাংগান, পুনর্ভবা, সংকোশ, আত্রেয়ী, কালিন্দী, কানজানী নামের নদীগুলি।

পৃথিবীর প্রানীকুল গাছপালা, কীটপতঙ্গ প্রত্যেকেরই বেঁচে থাকবার জন্য প্রয়োজন জলের । জলবাহী নদীগুলি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের প্রত্যেক জাতের মানুষের কাছে বিভিন্নভাবে পূজিত হয়ে থাকে । যেমন তিস্তানদীর পূজাকে তিস্তাবুড়ী পূজা 'মেচেনী খেলা' বা 'ভেদেই খেলা' বলে । এই পূজায় নৃত্য ও গীতের প্রচলন রয়েছে । তিস্তানদী মেচ সম্প্রদায়ের কাছে খুব পবিত্র নদী । মেচ সম্প্রদায়ের বিশ্বাস অনুযায়ী তিস্তানদী পার্বতী ও গঙ্গার মিলিত রূপ, এখানে সংগৃহীত তিস্তাবুড়ী পূজার একটি গান লিপিবদ্ধ করা হোলো :-

নাহি জল নাহি থল নাহি তারা আকাশ
এই ছিরি মন্তর না হয় ছিরিকো বিনাস ।
বায় হাতে চম্পা কেলা ডাহিনে শঙ্ক জল
তাহার উপর আসন কৈল ধর্ম নিরঞ্জন ।
পূর্বে না বন্দিব পীর পাকাম্বর দক্ষিনে বন্দিব মা কালীর চরন,
পশ্চিমে বন্দিব সমুদ্র সাগর উত্তরে বন্দিবপানলবাহিনী বুড়ি ।
আকাশে পান্নায় করি আকাশের কামিনী
পাতালে পন্নায় করি পাতাল বাসুকী ।।
শূন্যের মইদ্যে পন্নায় করি বুড়াবুড়ী
পাটের মইদ্যে পন্নায় করি মহামায়ী তিস্তাবুড়ী ।

(চারু চন্দ্র সান্যাল|জলপাই গুড়ি)

—গানটিতে ছিরি মন্তর অর্থে — শ্রীমন্ত্র

শঙ্ক অর্থে -- শঙ্খ,

পচিমে অর্থে - পশ্চিমে

সমুদ্র অর্থে - সমুদ্র,

পানপরাহিনী -- প্রান প্রবাহিনী,

পন্নাম - প্রনাম,

মইদ্যে - মধ্যে

পাটের - পটের, ছবির ।

সৃষ্টির প্রথমে অজ্ঞতা প্রসূত ভয় থেকে মানুষ পাহাড়, নদী, গাছপালা, ভূত, প্রেত, দানো প্রভৃতির পূজা করা শুরু করে তাদের সন্তুষ্টিবিধানের জন্য । পরবর্তী সময়ে ধীরেধীরে এগুলো ধর্মের ভিত্তিতে মিলেমিশে ধর্মীয় অঙ্গ হিসেবে প্রাধান্য লাভ করে । পরে লোকায়ত সংস্কার আর ধর্মাচরন মিলেমিশে এক হয়ে এক গম্ভীর রূপ - ধারন করে । এখানে উল্লিখিত বিষয়গুলো এই যে, ---

ক) আর্যরা মূর্তি পূজা না করে দেবতার সন্তুষ্টিবিধানের জন্য 'হোমাগ্নি' প্রজ্বলন করে ।

খ) মহেঞ্জোদরোর দ্রাবিড়রা শিব মূর্তির - পূজা করে ।

গ) অস্ট্রিকরা পাথর, গাছের পূজা করে পান, সিঁদুর সহযোগে । এথেকে লক্ষ্য করা যায় যে, উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন

ধরনের প্রতিক্রিয়া থেকে গাছ, পাথর, গুহা, নদী, বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা করা বা স্তুতি করবার ধরনধারন গ্রহন করেছে। ফলে উত্তরবঙ্গ বিভিন্ন ধর্মমত আর লোকাচার বিষয়ে প্রাধান্য লাভ করেছে। তার এইসব গৃহীত ধর্মাচরন, সংস্কৃতি বুক পেয়েছে মুখে মুখে প্রচলিত বিভিন্ন ঘটনা বা কাহিনী নিয়ে(যা পরবর্তী সময়ে ঘটনা বা কাহিনী নিয়ে) যা পরবর্তী সময়ে মৌখিক সাহিত্য হিসেবে বিশেষ পরিচিতি পেয়েছে।

শিবকে কেন্দ্র করে হয় 'শালেশ্বরী' বা 'শাল-শিরি' পূজা। শিবকে কৃষির দেবতা হিসেবে গণ্য করা হয়। তাই অরন্যে প্রবেশের অনুমোদন এবং বিপদ আপদ থেকে রক্ষা পাবার জন্য অরন্যের এক প্রাচীন বৃক্ষকে পূজা করা হয়। ক্ষেতের ফসল ইত্যাদির শুভ কামনায় গোরুনাথের পূজা করা হয়। আবার গালদহের গম্ভীরা গানের মাধ্যমে শিবের কাছে গাওয়া হয়,—

৫

শিব কি করিবো হে এবার বাঁইচবে না পরান
ট্যাহা স্যারের চাউল হয়্যা লাইগ্যা গেইল্ টান।।
যোগো দ্যাশের আত্র ফলটি স্যেও হইল মাটি
পলু পুশা মাছি দিশা দর হইল খাঁটি।।
দর হইল কুড়ি পঁচিশ পলু পুশা লাগছে মে দিস
এ ক্যাথোনে হইল দ্যাশের ধারা বল বাঁইচবো ক্যামনে।।
কিষকেরা ভাইবুছে বস্যা উপায় কিবা করিবে
ধান কলাই হইল্ না ভাই হইল না অলকারি হে

[illegible] বিনা সব হইল গরু বকরী ।

এ কি হইল বিষম জ্বালা [illegible] বাঁইচ্‌রে ছেইলে পিলা হে ।।

(বাংলার পল্লীগীতি — চিত্তরঞ্জন দেব)

রাজবংশী সমাজের 'গারাম' পূজায় 'তিস্তাবুড়ী' মাদার ও সত্যপীর, হরিবোলা, খানকালী, হাওয়াকালীরা ভদ্রা কালীর পূজা হয় । 'গারাম ঠাকুরের' কোনও নির্দিষ্ট মূর্তি নেই । গ্রামের একপ্রান্তে কোনও বাঁশ বাগানে এই পূজা হয়ে থাকে ।

বৃষ্টির কামনায় রাজবংশী সমাজে 'হুদুম দ্যাও' বা ব্যাঙের বিয়ে প্রচলিত । 'হুদুম' শব্দটির অর্থ উলঙ্গ । অমাবস্যা তিথিতে বাড়ী থেকে দূরে সধবা মহিলারা উলঙ্গ হয়ে সমবেতভাবে

এই অনুষ্ঠানে করে। দুজন স্ত্রীলোক লাঙল টানে এবং একজন হাল ঠেলে। অন্যান্যমহিলারা সমবেত হয়ে নৃত্যের তালে তালে গান, গায়, -----

"হিলহিলাইছে- কথরটা মোর শিরশির্যাছে গাও।
কোন্ঠে কোনা গেইলে এলা মুদুমার দ্যাকা পাও।"----

ধান কাটবার পর বৈশাখ মাসে বাঁশ খেলা বা, 'মদনকাম পূজা' নামে একটি ধর্মানুষ্ঠান পালন করবার প্রথা রয়েছে, উত্তরবঙ্গের আদিবাসী সমাজে। সাতটি বাঁশের মাথায় রঙিন কাপড় জড়িয়ে পুরুষরা বাড়ী বাড়ী নাচগান করে। এই সাতটি বাঁশ 'শালশিরি', 'তিস্তাবুড়ী,' 'মদনপীর,' 'বিষহরি,' 'কালী,' 'গারার' 'সন্যাসী' নামে পরিচিত সাতটি লোকাচার এবং ধর্মের প্রতীক বলে চিহ্নিত। এছাড়া ওঝাদের কাড়ফুক, মারন উচাটন ইত্যাদি উত্তরবঙ্গের সার্বিক জীবনযাত্রার নির্ভরশীল ক্রিয়াকর্ম।

শুধুমাত্র প্রাকৃতিক সৌন্দর্যেই নয়, বাইরে থেকে আসা নানাজাতির, নানাগোষ্ঠীর মানুষের মিশ্রনে জলপাই গুড়ি জেলার জনজীবন বিন্যস্ত। তাত্ত্বিকদের মতানুসারে তিব্বত থেকে আসা মোঙ্গলীয় গোষ্ঠীর একটি শাখা টোটো উপজাতি। এই উপজাতির অস্তিত্ব রয়েছে শুধুমাত্র জলপাই গুড়ি জেলার মাদারীহাট

থেকে প্রায় তেইশ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বায় অঞ্চল পেরিয়ে ভুটান সীমান্তবর্তী এলাকা 'টোটোপাড়ায়'। ধরস্রোতা নদী তোরষা, দুর্গম তি-তি অরণ্যের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যবেষ্টনীর মধ্যে দীর্ঘদিন লোকচক্ষুর আড়ালে ছিলো টোটোরা। এদের নামানুসারেই এদের বর্তমান বসতির নাম 'টোটো পাড়া'।

টোটোদের নিয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের তুলনামূলক কাজ হয়েছে। ইংরেজরা এদেশে তাদের শাসনব্যবস্থা কায়েম ও বলবৎ করবার জন্য তৎপর ছিলো। বিশেষতঃ ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থাকে দৃঢ় করবার জন্য তারা উত্তর পূর্ব ভারতের বিভিন্ন সমাজ, সংস্কৃতি সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছিল।

। ভূমিজরীপ, জনগণনা ব্যবস্থার মাধ্যমে ইংরেজরা এইসব তথ্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে সংগ্রহ করে। টি, সুন্দর তাঁর জরীপের কাজের রিপোর্টে অন্যান্য ভাষার সঙ্গে টোটো ভাষারও একটি তালিকা দেন। গ্রীয়ার্সন তাঁর লিঙগুইসটিক সার্ভে অব ইন্ডিয়া বইতে টোটোদের ভাষার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন।

শ্রীবিমলেন্দু মজুমদার তাঁর প্রকাশিত 'দি টোটোস্' বইটিতে টোটো সমাজের অনেক তথ্য সংকলিত করেছেন। সুস্মিতা বসুও তার গবেষনা পত্রে টোটো ভাষার রূপরেখা তুলে ধরেছেন।

জলপাই গুড়ি জেলার টোটো উপজাতিদের সম্পর্কে ঐতিহাসিক ও সামাজিক বিষয় নিয়ে কিছু আলোচনা হয়েছে। কিন্তু টোটোদের মৌখিক সাহিত্য ও সংস্কৃতি নিয়ে বিশেষ আলোচনা হয়নি। প্রত্যেক জনগোষ্ঠীই তাদের নিজস্ব ভাষার ধারক ও বাহক। যে ভাষা কথ্য ভাষা বা মৌখিক ভাষাই হোক বা লিখিত ভাষাই হোক। টোটোদের নিজস্ব ভাষা টোটো ভাষা। কিন্তু টোটোদের কোনও লিপি নেই বলে (অন্য অর্থে লিখিত বলি নেই) তাদের ভাষা মৌখিক।

টোটোদের মৌখিক সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আলোচনা খুব কম। এই কারনেই টোটোদের মৌখিক সাহিত্য ও সংস্কৃতির রূপরেখা তুলে ধরবার জন্যই এই গবেষনা প্রকল্পের পরিকল্পনা করা হোলো। গত প্রায় নয় বৎসর যাবত বারবার টোটোপাড়ায় গিয়ে টোটোদের সংগে পরিচিত হবার চেষ্টা করে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করেছি।

প্রসংগত উল্লেখ্য যে,

ইতি পূর্বে টোটোদের মৌখিক সাহিত্য ও সংস্কৃতি নিয়ে যারা কাজ করেছেন, তা স্বল্পসংখ্যক । আমি টোটোদের মৌখিক সাহিত্য ও সংস্কৃতির একটি সামগ্রিক পরিচয় তুলে ধরবার চেষ্টা করেছি । আশাকরি আমার এই গবেষনাকাজে তার পরিচয় পাওয়া যাবে । আমার এই গবেষনা সম্পূর্নভাবে ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে সম্পন্ন করেছি । পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে আলোচনার ধারা যথাযথভাবে বিন্যস্ত করবার চেষ্টা করেছি ।

প্রথম অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় হোলো টোটো সম্প্রদায়ের ঐতিহাসিক ও সামাজিক বিবরন । কিভাবে এই সম্প্রদায় এই টোটোপাড়ায় এসে তাদের বসবাস শুরু করেছে এবং কিভাবে তারা একটি বিশিষ্ট সমাজ গড়ে তুলেছে, এই আলোচনায় তা স্থান পাবে । একই সংগে বর্তমানে তারা কিভাবে জীবনযাপন করছে, তাদের জীবিকা কি ধরনের, তাদের জনসংখ্যা, বাসগৃহ ইত্যাদি প্রসংগগুলি এ অধ্যায়ে আলোচিত হবে ।

দ্বিতীয় অধ্যায়টির আলোচ্য বিষয় টোটো সম্প্রদায়ের উপর ক্ষেত্র-সমীক্ষার মাধ্যমে তাদের বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান, সংস্কৃতি সম্পর্কে যেসব তথ্য পাওয়া সম্ভব, তার ভিত্তিতে সেগুলির বিবরন দেওয়া । টোটোদের বিভিন্ন পরিচিতি নিয়ে লিখিত কোনও তথ্য নেই বলে ক্ষেত্র সমীক্ষায় মৌখিক তথ্য সংগ্রহ করে

15886
07 JAN 2002

লিপিবদ্ধ করা হবে।

তৃতীয় অধ্যায়ে টোটোদের সংস্কৃতি এবং মৌখিক সাহিত্যের (দ্বিতীয় বিভাগের অধ্যায়ে বর্ণিত) রূপান্তর সংকলিত হবে টোটোভাষায়।

চতুর্থ অধ্যায়ের উদ্দেশ্য হবে লোকসংস্কৃতির আত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে টোটো সম্প্রদায়ের উল্লিখিত মৌখিক সাহিত্যের পর্য্যালোচনা করা।

পঞ্চম অধ্যায়টিতে থাকবে টোটো সম্প্রদায়ের কথ্যভাষা ও মৌখিক সাহিত্যের সঙ্গে আঞ্চলিক বাংলা কথ্য ভাষা ও মৌখিক সাহিত্যের তুলনা।

উপসংহার বিভাগটিতে টোটোদের মৌখিক সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের স্বরূপ তুলে ধরা হবে।

টোটোভাষা বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। [illegible] টোটো [illegible] [illegible] [illegible] সংস্কৃতির

টিকিয়ে রাখবার জন্য চেষ্টা করে।

টোটোদের কিছু লিপিবদ্ধ করবার

আগে পাই গুড়ি জেলার টোটোপাড়ার পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলিতে বসবাসকারী কয়েকটি বিভিন্ন সম্প্রদায় নিয়ে কিছু বিবরণ তুলে ধরা হোলো। ইতিপূর্বে টোটোদের [illegible] সংস্কৃতি নিয়ে যারা কাজ করেছেন, [illegible] টোটোদের মৌখিক সাহিত্য ও সংস্কৃতির একটি [illegible] পরিচয় তুলে ধরবার চেষ্টা করেছি। [illegible] তার পরিচয় পাওয়া যাবে।

(ক) মেচ

এরা মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর একটি জনজাতি বলে মনে করা হয়। এরা শতকরা সাতানব্বই ভাগ পাহাড়-সান্নিধ্য এলাকায় বাস করে। 'মেচ' বা 'মিচ' শব্দটির অর্থ হোলো, 'মি' অর্থে মানুষ এবং 'চ' অর্থে সন্তান। মেচ অসমের বোড়ো সম্প্রদায়ভুক্ত। 'কোচ' শব্দটি 'কুবাচ' থেকে আর্যসংস্কৃতি বললেও ক: পি: সি: বাগচীর মতে 'Kam-Po-Yona' ([illegible]) বা 'কামোচা' থেকে এসেছে।

বোড়োদের মধ্যে যারা হিন্দু ধর্ম গ্রহন করে তারাই 'কোচ' নামে পরিচিতি লাভ করে। অসমের ভাষাচার্য শ্রীবানী কান্ত কাকোতি-র মতে, এই কোচ বংশের আদি পুরুষ 'হাঁড়িয়া মন্ডল' বোড়ো-মেচদের মন্ডল বা দলপতি ছিলেন। 'হাঁড়িয়া কোনে' অর্থাৎ উত্তর পশ্চিম-সীমান্তে তাঁর বসবাস ছিলো এবং সেজন্যই তিনি 'হাঁড়িয়া মন্ডল' নাম পেয়েছিলেন।

উত্তরবঙ্গের আদি উপজাতিদের মধ্যে জনসংখ্যার দিক থেকে মেচ উপজাতিই সংখ্যাগরিষ্ঠ। এদের গায়ের রং হলুদ আভাযুক্ত ফরসা। চোখ ছোট। নাক, ঠোঁট ও চোয়ালের গঠনে মঙ্গোলীয় ছাপ প্রকট। গোঁফ-দাঁড়ি কম। চুলের রং কালো। এদের দেহ সুঠাম, উচ্চতা মাঝারী।

প্রাচীনকালে যাযাবর-চাষী-জীবনই ছিলো মেচদের জাতীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। 'ঝুম' চাষ ছিলো তাদের অন্যতম জীবিকা।

এদেশে ইংরেজ আসবার পর জমিজমা জরিপ হওয়ার ফলে তাদের অবাধ - বিচরনে বাধা পড়ে। তার ফলে তাদের স্থায়ী কৃষি নির্ভর জীবনযাত্রা - শুরু হয়।

ধান মেচদের প্রধান শস্য। মেচদের ভাষার নাম - 'বোড়ো ভাষা'। তাদের কোনও বর্নমালা নেই। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় - সরকারের চেষ্টায়'দেবনাগরী' লিপিকে নিজেদের লিপি হিসেবে - গ্রহন করেছে। তবে 'বঙ্গ-অহোম' লিপির উপর মেচদের আস্থা বেশী।

মেচদের লোকসংগীত এবং লোকসাহিত্য খুবই - সমৃদ্ধ।'বোড়ো' শব্দের অর্থ 'জ্ঞান স্থূল' অর্থে মানুষ।'বোড়োবিচা,' বোড়োদের সন্তান। অনুমান করা হয় যে, জলপাই গুড়ি জেলার সংকোশ- নদীর পাশে 'বারোবিশা' নামের অঞ্চলটি 'বোড়োবিচা'-র অপভ্রংশ।

কোচবিহার-এর মহারাজ বিশ্বসিংহের দুই ছেলে - নারায়ন ও সংগ্রাম সিংহ ওরফে চিলা রায়-কে কোচদের মধ্যে প্রথম সংস্কৃত ভাষাজ্ঞানী বলে মনে করা হয়।

মেচদের উদ্ভব এবং জন্ম সম্বন্ধে একটি লোককথা প্রচলিত আছে। কথিত যে, মেচদের আদি পিতা 'গুরুংগো' আর মিসমিমা, এদের মেচরা, মেচ আর ডিমদার নামে তিন সন্তান ছিল। এই সন্তানদের বংশধরদের নামেই তারা পরিচিতি পায়।

উত্তরবঙ্গের উপজাতিদের মধ্যে শিক্ষার দিক থেকে - মেচরা সবচেয়ে বেশী এগিয়ে।

মেচ-রা বাড়ীতে 'এন্ডি' পোকা পোষে। 'টাকুয়া' নামে হস্তচালিত - যন্ত্রে সূতা কাটে। এরা শাল গাছের যে, পূজা করে তার নাম 'শালশিরি'। পূজায় এরা পায়রা, শুয়োর বলি দিয়ে পূজা শেষে সেই সব বলির মাংস খায়। 'সীর্জ' গাছ এদের বড়ো দেবতা এবং 'বাথৌ' নামে পরিচিত। মেচরা - দোতরা, একতারা এবং বড় ঢোল বাজিয়ে নাচ, গান করে। এখানে - মেচদের 'বাগরুমবা' গানটি তুলে ধরা হোলো—

"বা হায় বাগুরুমবা
হায় বাগুরুমবা।
জাত নতাবালা,
খুল নতাবালা,
থাবৌরাম হমনাঙৈ বামানঙৈ
লাগৌমানখা হায়
লাগৌমানখা। —
খুরিবারিনি দাওসেন
জাংনি লাগৌয়া দাজেন
গামা হাসার হাসার মাসাদে
কগুরুম বাগুরুম মাসাদে।
দৈ জিরি জিরি মোখিংখিরি
সোনানি জিন্জিরি
হায় জিন্জিরি হায় জিন্জিরি।"

-মেচভাষায় প্রচলিত এই গানটি,

বিভিন্ন ধরনের বাজনার সংগে নৃত্যগীতে অতুলনীয়। এখানে এই গানটির ভাবানুবাদ লিপিবদ্ধ করা হোলো, —

'বাগরুমবা নাচো,
প্রিয় বাগরুমবা নাচো।
আমার জাত, আমার স্বগোত্র নাহলে
তোমায় আমি বাঁধিতাম প্রেমের বাঁধনে
তোমায় নিতাম আপন কোরে,
আপন কোরে।
কাশবনের পাখি যেওনা
আমাদের ছেড়ে,
বাগরুমবা নাচো আপন মনে।
শামুকের সারি
যেন সোনার হার
নদীর জলে, সোনার হার।
প্রিয়,
সাজালো সোনার হার।'

(কবিতায় ভাবানুবাদ— ঝরনা বসু)

—যেচভামায় কয়েকটি পরিচিত,

শব্দ এখানে উল্লেখ করা হোলো,—

মেচ	বাংলা
ক) দৈ-না ——→	ডায়না, (যা পরবর্তী সময়ে রূপান্তরিত)
খ) দৈ—মা—নি ——→	দোমহনী, — ঐ —
গ)' ডি' বা দৈ ——→	জল বা নদী অর্থে ব্যবহৃত,

(খ) রাভা —

নৃতাত্ত্বিক দিক থেকে রাভা জনজাতিও - মঙ্গোলয়েড জনগোষ্ঠীর একটি শাখা বলে মনে করা হয়। মেচ, গারো জনজাতির সংগে রাভাদের চেহারার যথেষ্ট মিল রয়েছে। গায়ের রং তামাটে, উচ্চতা মাঝারী। শরীরের গঠন সুঠাম।

রাভাদের বিশ্বাস যে, মহাদেবতা - 'খাম্মি' মানব সমাজকে মেচ, কোচ, লিম্বু ও নেপচা নামে চারভাগে - পৃথিবীতে আনেন। এদেরই বংশধরদের মিশ্রনের ফলে পরবর্তীকালে - 'রাভাচাম্বু' নামে নতুন গোষ্ঠীর জন্ম হয়। এরাই বর্তমানে 'রাভা' উপজাতি নামে পরিচিতি।

রাভাদের নিজস্ব ভাষা আছে। রাভা-ভাষা বৃহত্তর বোড়ো ভাষাগোষ্ঠীর একটি শাখা বলে মনে করা হয়। রাভা ভাষাতেও লোকসাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে।

রাভাদের কোনও লিপি নেই। এরা - বাংলা মাধ্যমেই লেখাপড়া করে। ভোট— চীন ভাষাগোষ্ঠীর ভোট -

এক শাখার অন্তর্গত বলেও অনেকে মনে করেন ।

রাভারা বাঁশ দিয়ে ব্যবহারযোগ্য দ্রব্য - তৈরীতে নিপুন। বাঁশের সূক্ষ্ম কাজে এরা দক্ষ। রাভা মেয়েরা তাঁতের - কাজে খুবই দক্ষ।

রাভাদের মধ্যে শিক্ষার হার খুব কম ।

অনেকে রাভাদের 'কোচ' বলে উল্লেখ করেন । অনেকে মনে করেন 'পানিকোচ' এবং রাভা জনজাতি একই জনজাতি ।

রাভাদের সংস্কৃতি খুবই ঐতিহ্যময় । এরা - নৃত্য গীতে পটু । দলবেঁধে নৃত্যগীত করে ।

ধান রাভাদের প্রধান খাদ্যশষ্য । কৃষিকাজ - এদের প্রধান জীবিকা । রাভারা মূলত: মাতৃতান্ত্রিক উপজাতি । জন্মসূত্রে এরা মাতৃকুলের 'নুমুক' বা 'গোত্র' দ্বারা পরিচিত হয়ে থাকে । তবে বর্তমানে অনেক ক্ষেত্রে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা প্রাধান্যলাভ - করেছে ।

ভাত, মাংস এবং 'চাকৎ' বা মদ এদের যে, কোনও উৎসবের প্রধান উপকরন । এরা পান-সুপারী খেতে ভালোবাসে ।

রাভা-দের ভয়ংকরের দেবতা 'খোরমোঙ্' । 'চোরিহাচু' নামে পাহাড়ের মাথায় এই দেবতা আধিপত্য করেন । রাভা এবং গারো এই দুই উপজাতিই এই দেবতার পূজা করে ।

রাভা-রা মৃতদেহ দাহ করে। এদের এই অনুষ্ঠানটিতে হিন্দু প্রভাব বেশী লক্ষ্য করা যায়। রাভা-রা পরজন্মে বিশ্বাসী।

রাভা-রা জলপাই গুড়ি ও কোচবিহার-অসম সীমান্তে বেশী বসবাস করে। রাভাদের সমাজে রাজবংশী সমাজ দ্বারা বর্তমানে বেশী প্রভাবিত। রাভা যুবকরা বর্তমানে রাজবংশী ভাষায় কথা বলছে। শহরে শিক্ষিতরা আবার বর্ণহিন্দু বাঙালীদের দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে।

রাভা ভাষায় অনেক ধরনের গান রচিত হয়েছে। এখানে রাভা সমাজে মৃতের সৎকারের একটি প্রচলিত গান লিপিবদ্ধ করা হোলো, —

" হামাং ও বাকা ই মইন
নৈয়া নিগা নিলাযায়
হে মা নিগা চিকা হামাগায়।
চাং হৈ চাং চৈহ সে
উয়ান নাওয়া বুঙন সে
কা চাবান নৈং নুং খুং
ঈশারাওয়া খুঙ খুঙ লঙো
চিকা দোয়াই নেকি মনন
ফেন ফৈ নেয়ই
নিঙন মুঙো গাতায় রইমন
কালাঙ বুন উরন। "

বাংলায় ভাবানুবাদ :—

এই সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে চলে যাব আমি
নশ্বর দেহ নিয়ে যাবে শ্মশান ঘাটে
হায় কে আমার আপন,
কে আমার পর ।
কোথায় আমার ঘর, কোথায় আমার ঠাঁই ।
ঐ নদীর নির্জন পারে রেখে যাবে আমাকে
হায় আমি একা, সাথী কেউ নেই
নেই কোনো দিশারী
কি করে পার হব তরঙ্গ উত্তাল বৈতরনী
হে ঈশ্বর, তুমি ছাড়া কে আর আছে আমার ?

রাঙা সমাজে 'মাছ ধরা'র গান

খুব সুন্দর ভাবে পরিবেশিত হয় নৃত্যগীতের মাধ্যমে ।
এখানে সেই 'মাছ ধরা'র গানটি লিপিবদ্ধ করা হোলো —

ফালাকাটাঙি পালাউ আনাও
ফালাকাটাঙি পালাউ ।
শিঙি মারিঙি দুকু আনাও
শিঙি মারিঙি দুকু ।
উ দুকু বইন, উ পালাউ বইন
চিনা জোরা হাসাঅয় নাকচেৎ রেতিয়া
আনাও না রেতিয়া ।
নাং পালাউ নো আনাও

আং দুকু নৌয়া ।

চিকা জোরা হাসা আয় নাক চোং রেতিয়া

আনাও না রেতিয়া ।

উনাক চেং রেতি অইন বাজারাং নৌইয়া

ভৌগ ভৌগ কানে অইন ।

ভাগা গসা তানা আনাও

ভাগা গসা তানা

উ ভগা কানে অইন

গয় গিনি সাজা আনাও

গয় গিনি সাজা ।

রাসান বা দুনাংতা বুগিনা বা পুনাংতা

নায় আনাও নগুয়াং নৌয়া সৌ ই

গয় আনাও ।

বাংলায় ভাবানুবাদ :—

ফানাকাটার জাকৈ নিয়ে

শিউমারির খানুই নিয়ে

মাছ ধরতে চলরে দিদি যাই ।

ঝরনার জলে

আর কোরার জলে

চিংড়ি মাছ ধরব

আর বেচব হাটে গিয়ে ।

এক ভাগা তার বিক্রী করে
একখিনি পান মিষ্টি খাব
মাছ ধরা তো আজ হোলো
দিদি এবার বাড়ী যাবো ।

ঐ যে দেখ বকের সারি
যাচ্ছে ফিরে যে যার বাড়ি ।"

_____ রাভা সম্প্রদায়ের নাচে গানে
তাদের জীবনের ও জীবিকার ছন্দ এসেছে ।
এখানে রাভাদের নৃত্যগীতের কয়েকটি শব্দ
উল্লেখ করা হোলো, ——

ক) হাংগায় আনি — বীজ বপনের নৃত্য
খ) নাকচেং রেনি — চিংড়ি মাছ ধরার নৃত্য
গ) হানুদা বারু — যুদ্ধ নৃত্য । (হানুদা-তরবারি, বারু — ঢাল)
(রাভা মেয়েরাও যুদ্ধে যেত ।)
ঘ) বাসর পিদান — নববর্ষ বরনের নৃত্য
ঙ) সরু কান তুলি — অতিথি-বরন নৃত্য
চ) হা-পাঙি — নতুন জমি আবাদের নৃত্য ।

গ) — গারো —

উত্তরবঙ্গের এক প্রাচীন উপজাতি গারো । নৃতত্ত্বের - দিক থেকে এদের মঙ্গোলয়েড গোষ্ঠীর একটি শাখা হিসেবে মনে করা হয় । এরা গারো পাহাড়েই অধিকাংশ থাকে । তাছাড়া উত্তরবঙ্গের জলপাই গুড়ি জেলায় এবং অসম- বাংলা সীমান্তেও ওদের বসবাস । ইদানীংকালে গারোদের কোচবিহার জেলায় নাটুয়ার পার, কালিকাতা, দিনহাটা ও পুঁটিমারীতে দেখা যায় । তাছাড়া এদের জলপাই গুড়ি জেলার আলিপুর দুয়ার মহকুমার নিকটবর্তী দয়নপুর ফরেস্ট, বলাবস্তি, পোরোবস্তিতেও দেখতে - পাওয়া যায় ।

গারোদের দেহের গঠন সুঠাম ।
উচ্চতা মাঝারী । গারো পুরুষ ও মহিলা দেখতে সুন্দর । এদের ভাষা তিব্বত-বর্মী গোষ্ঠীর বোড়ো শাখার অন্তর্গত । এরা বাংলা - ভাষার মাধ্যমেই লেখাপড়া শিখছে ।

গারো ভাষায় লোকসাহিত্যের ভান্ডার মোটামুটি । এরা নৃত্যগীতে পটু । বাদ্যযন্ত্র হিসেবে বাঁশি, মাদল ব্যবহার করে । চাল থেকে এরা একধরনের সুরা তৈরী করে । এদের উৎসবে সুরা পান করবার রেওয়াজ আছে ।

গারোদের মধ্যে শতকরা প্রায় নব্বই ভাগই খৃষ্টান হবার আগে এদের মৃতদেহ চারদিন রেখে দেওয়ার প্রথা ছিল। দাহ করবার পর মৃত ব্যক্তির হাড় একটি মাটির পাত্রে রেখে দেওয়া হোতো। তবে অপঘাতে মৃত্যু হলে এরা সেই সব মৃতদেহকে কবর দেয়।

গারোরা বাঁশ দিয়ে বাড়ী ঘর তৈরী করে। মাটি থেকে অনেকটা উঁচুতে ওরা বাড়ী তৈরী করে। বাড়ীর বা গৃহের মেঝে তৈরী করে বাঁশের ফালি দিয়ে। টোটোদের ঘরের সংগে গারোদের ঘরের অনেকটা মিল পাওয়া যায়।

গারোদের গায়ের রঙ ফরসা। এদের চেহারায় মোঙ্গলীয় বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। চাষবাস প্রধান জীবিকা। ভাত এদের প্রিয় খাদ্য। কচি বাঁশের অঙ্কুর, মাছ, মাংস, আলু, কচু এদের প্রিয় খাদ্য। পান-সুপারী সব অনুষ্ঠানেই ব্যবহৃত হয়। এদের গৃহজাত মদকে 'চু' বলা হয়।

গারোদের প্রধান গোত্র দুটি।
এই গোত্র দুটির আবার অনেক শাখা আছে। এদের বলে 'বাচ্চি'।

গারো ভাষাই এদের নিজস্ব ভাষা। তবে - উত্তরবঙ্গের গারোরা অনেকে বহুভাষায় কথা বলতে পারে। তবে - গারো ভাষায় লিখিত কোনও সাহিত্য নেই। গারোদের মধ্যে - বিবাহবিচ্ছেদ, বিধবা বিবাহ প্রচলিত। 'ওয়াংগালা' গারোদের সবচেয়ে বড় উৎসব। এদের প্রধান ফসল ধান পাকবার পর এই উৎসব শুরু হয়।

গারোদের প্রধান দেবতা হল 'ঋষি - শালজোঙ'।' এই দেবতার স্ত্রীর নাম 'আগোঙ্-মা'। এরা ভূত, প্রেত ও নানারকম অলৌকিকে বিশ্বাস করে। অসুস্থ হলে বনজ লতা-পাতা, শেকড় ব্যবহার করতেই এরা অভ্যস্ত।

গারোরা পরজন্মে বিশ্বাসী। মৃত্যুর পর মৃত ব্যক্তির - আত্মা 'রিংসিংরাম' বা 'মর্ত্যের স্বর্গে' গিয়ে পূর্বপুরুষদের সংগে মিলিত হয়ে আবার নতুন জন্ম নিয়ে পৃথিবীতে আসে বলে তাদের - বিশ্বাস।

গারোরা খুব মিশুকে। বর্তমানে গারোদের বিভিন্ন উৎসবে নতুন প্রজন্মের ছোঁয়া লেগে সবই পাল্টে যাচ্ছে।

ঘ) লেপচা —

লেপচাদের আদি বাসভূমি সিকিম। এদের চেহারার সংগে আসামের খাসিয়াদের সংগে কিছুটা মিল দেখা যায়।

উত্তরবঙ্গের পার্বত্য অঞ্চলের অন্যতম প্রাচীন - বাসিন্দা লেপচা। এরাও মঙ্গোলয়েড গোষ্ঠীর শাখা বলে মনে - করা হয়। অনেকে মনে করেন এরা মেচ বা বোড়ো গোষ্ঠীর একটি

শাখা । আরও একটি মত এই যে, এরা ষোড়শ শতাব্দী বা তারও - আগে তিব্বত থেকে এসে বসবাস শুরু করে । ভৌগোলিক কারনে - পরবর্তীকালে এদের মধ্যে বিভিন্ন পরিবর্তন আসে এবং সমতলে - সমগোত্রীয় ভাইদের থেকে এরা একটু আলাদা হয়ে যায় ।

অনেকে মনে করেন এরা চীন থেকে ব্রহ্মদেশ হয়ে ভারতে প্রবেশ করে ।

লেপচারা সাংস্কৃতিক দিক থেকে খুব উন্নত - । এদের নিজস্ব ভাষা আছে । নিজস্ব লিপি আছে । বিজ্ঞানীদের মতে লেপচা ভাষা পৃথিবীর প্রাচীন ভাষাগুলির অন্যতম । এই ভাষা তিব্বত-হিমালয় গোষ্ঠীর একটি শাখা ।

প্রাচীন লেপচা ভাষায় পাঁচটি উপাখ্যান - আছে।—

ক) মুতেন চি (বা মুতেন চি) — পৌরাণিক উপাখ্যান ।

খ) দামব্রাজো ———————— শস্যবিষয়ক উপাখ্যান ।

গ) থালা— থাপ মুতি— থাপ —— প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বিষয়ক উপাখ্যান ।

ঘ) ফেনলোক ———————— যুদ্ধ বিষয়ক উপাখ্যান ।

ঙ) প্যাসু- লোহমা-লোহমা —— ঐতিহাসিক বীরগাঁথা বিষয়ক - উপাখ্যান ।

আগেকার দিনে লেপচাদের মধ্যে মাতৃতান্ত্রিক - সমাজ ব্যবস্থার প্রচলন ছিল । এখনো দুর্গম পাহাড়ী অঞ্চলে এই

প্রথার প্রচলন রয়েছে। সেখানে সন্তানেরা এখনও মায়ের পদবীতে পরিচিত হচ্ছে। লেপচাদের সমাজে মায়ের ভূমিকা সম্মানজনক। তবে কালের প্রভাবে এদের মধ্যেও পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা এসে গেছে। লেপচাদের মধ্যে মহিলার সংখ্যা কম।

বর্তমান যুগেও লেপচাদের জীবনে 'নামা'-দের গুরুত্ব অপরিসীম।

লেপচাদের মধ্যে পাঁচটি গোত্র রয়েছে:—

ক) থিঙ্গু-স্যানও ,

খ) স্যান —দেন—মু ,

গ) হি-মু ,

ঘ) নিও - সিও-মু ,

ঙ)কথাক-মু

——— লেপচা ভাষায় ঘটককে বলে ''পাত্রী- বু'' । এই ঘটকের মাধ্যমে যে, বিয়ে ঠিক হয়, তাকে লেপচা ভাষায় 'মাংগী বিহে' বলে। এদের বিয়েতে কোনও ধর্মীয় অনুষ্ঠান নেই। বিয়েতে গরু মেরে গরুর মাথা উৎসর্গ করা হয়। তাছাড়া মেদ্ধ - মাংস, ভাত, ছাও, কোদো বা আড়ু লাগে। আজকাল অবশ্য এদের বিবাহ অনুষ্ঠানে প্রতিবেশী সমাজের প্রভাব পড়ছে। ফলে

অনেক পরিবর্তন দেখা দিচ্ছে ।

লেপচা সম্প্রদায় বৌদ্ধ খৃষ্ট ও আদিধর্মে - বিশ্বাসী । এদের মধ্যে এই তিনটি ধর্মীয় সম্প্রদায় দেখা যায় । বৌদ্ধ ধর্ম এদের আদি ধর্ম । অন্য জাতের সংগে বিয়ে হবার কারনে লেপচাদের সংখ্যা কমে যাচ্ছে ।

আজকাল লেপচারা শিক্ষিত হয়ে অনেকে চাকরী করছে । এরা খুব উৎসবপ্রিয় জাতি । এরা নৃত্যগীতে পটু । এরা- হস্তশিল্পে নিপুন । বহুবিবাহের চল লেপচাদের মধ্যে নেই । এদের মধ্যে বর্নভেদ নেই । স্বগোত্রে বিয়ে হয় না ।

অতীতে লেপচাদের উৎকৃষ্ট সাহিত্য, পুরান ও ধর্ম শাস্ত্র ছিলো । তাছাড়া সিকিম, কালিম্পং, কার্শিয়াং - ইত্যাদি অঞ্চলের স্থান, নদী, পর্বত উপত্যকা ইত্যাদির যে নাম প্রচলিত আছে তার প্রায় বেশীর ভাগই লেপচা নাম । এখানে - কিছু নাম উল্লেখ করা হোলো:—

ক) মহলদি —— বেঁকে যাওয়া নদী

খ) রং নু —— তিস্তার এক নাম, অর্থ সোজাপথে প্রবাহিত নদী

গ) মিরিক —— জংগল পুড়িয়ে ফেলাকে বলা হয় মিরেক

ঘ) পেশক —— জংগল

ঙ) পোক্বং —— পো নামক বাঁশের মহল

চ) সিবক —— সি-ঠান্ডা যাওয়া, বক-সংহত,

লেপচাদের মধ্যে যারা আদিধর্মে বিশ্বাসী, তাদের কাছে 'কিন্-চুয় বঙ্-কু-' বা 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' সবচেয়ে বড় দেবতা। একে এরা আদি পিতামাতা রূপে পূজা করে। এদের উপাখ্যান অনুসারে কাঞ্চনজঙ্ঘার দুটি শৃঙ্গ থেকেই নাকি পৃথিবীতে প্রথম দুজন - মানব মানবীর জন্ম হয়েছিল। তাদের বংশধারা থেকেই বর্তমান মানবজাতির সৃষ্টি হয়েছে। পাথরের স্তূপ তৈরী করে ফুল, ফল উৎসর্গ করে এরা 'কাঞ্চনজঙ্ঘার পূজা করে।

'নাম খর' লেপচাদের প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ। এদের ভাষায় পুরোহিতকে বলে 'বঙ-খিঙ'। স্ত্রী- পুরোহিতকে বলে 'মোন্'। 'তাসেখিঙ-বঙ্', 'মিদ্যুপ,' 'মুঙ যাসো খুঙ' প্রভৃতি - অপদেবতার জন্য পুরোহিতের নির্দেশ অনুযায়ী শূয়োর, মুরগী, পাঁঠা উৎসর্গ করে পূজা করে।

কর্ম ফল এবং পরজন্মে এরা খুব বিশ্বাসী। মৃত্যু হলে এরা ঘরের দরজা দিয়ে মৃতদেহ বের করে না। ঘরের মেঝে বা পাটাতন ভেঙে সেখান দিয়ে মৃতদেহ বাইরে বের করে নিয়ে যাবার এক অদ্ভুত প্রথার প্রচলন রয়েছে এই লেপচা সমাজ - ব্যবস্থায়। মৃতদেহ কবর দেবার পর পুরোহিত 'ফীক' বা 'পবিত্র জল' ছিটিয়ে বাসগৃহ শুদ্ধ ও পবিত্র করে।

কাঠ এবং ধাতুর কাজে এরা দক্ষ। ছবি আঁকায় এদের দক্ষতা অতুলনীয়।

১৮৪০ সাল নাগাদ ক্যাম্বেল পশ্চিম ভুটান, পূর্ব নেপাল - ও বর্তমান সিকিম ও দার্জিলিং অঞ্চলে এদের দেখতে পান। লেপচাদের ভাষা, ধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতি নানা সময়ে নানাভাবে - আক্রান্ত হয়েছে। মেনওয়ারিং নামে একজন বুদ্ধিজীবি লেপচা বলেছেন, " The Lepchas received the final blow from the British people".

(৩) ভুটিয়া :-

দার্জিলিং জেলার গোড়াপত্তনের সময় ১৮৩৫ সাল থেকে ১৮৫২ সাল পর্যন্ত মাল বহনের কাজে পার্বত্য জনগোষ্ঠী বিশেষ করে ভুটিয়ারা এই কাজে নিযুক্ত হয়। ভুটিয়ারা খুব পরিশ্রমী এবং অল্পে তুষ্ট। একজন ভুটিয়া ভারী মাল নিয়ে - মাইলের পর মাইল হেঁটে যেতে পারে।

'ভুটিয়া নামে পরিচিত সম্প্রদায়ের কয়েকটি শাখা আছে। নেপালী ভুটিয়া-রা 'শেরপা' নামে পরিচিত। দার্জিলিং -এর ভুটিয়াদের আর এক সম্প্রদায় এবং লেপ্চা উপজাতি মিশ্রিত -। ভুকপা বা 'ডুকপা' নামে ভুটিয়া সম্প্রদায়ের আর একটি শাখা- রয়েছে। এরা আবার কয়েকটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত এবং এরা - তিব্বতী বৌদ্ধধর্মের 'কারমাপা' শাখা অবলম্বী। আর যে,

তিব্বতীরা দার্জিলিং-এ বসবাস করতো তাদের 'টিবেটান ভুটিয়া' বা 'তিব্বতী ভুটিয়া' বলা হোতো ।

নেপালী ভুটিয়া তিব্বতের আদি মানুষ । ভুটিয়া-রা বৌদ্ধ ধর্মে বিশ্বাসী । তন্ত্রমন্ত্রেও এদের আগ্রহ - রয়েছে । পশুপালন, চাষবাস, ব্যবসা, বানিজ্য এদের জীবিকা ।

ভুটিয়াদের চেহারা লম্বা, স্বাস্থ্য ভালো এদের চেহারায় যোঙ্গলীয় প্রভাব প্রকট ।

ভুটিয়া পুরুষ ও মহিলা উভয়েই 'বাকু' নামে-পোশাক পরে । 'হানজু' নামের পোশাকও এরা ব্যবহার করে । শীত থেকে নিজেদের বাঁচাবার জন্য এরা উল, কাপড় ও চামড়ার সাহায্যে একরকম জুতা তৈরী করে ব্যবহার করে ।

ভুটিয়ারা ভাত, মাংস সবই খায় । মাছ মাংস শুকিয়ে রাখে । অন্যান্য উপজাতিদের মতো এরা নেশা - জাতীয় পানীয় খেতে ভালোবাসে । এরা বাবা, মা, ভাই, বোন সকলে মিলেমিশে একসংগে থাকতে ভালোবাসে । ভুটিয়া মহিলারা তাঁতে খুব সুন্দর কাপড় বোনে ।

সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী উত্তরবংগের উপজাতিদের একটি সারনি এখানে তুলে ধরা হোলো :—

আকৃতি – ৩

উত্তরবংগের উপজাতি

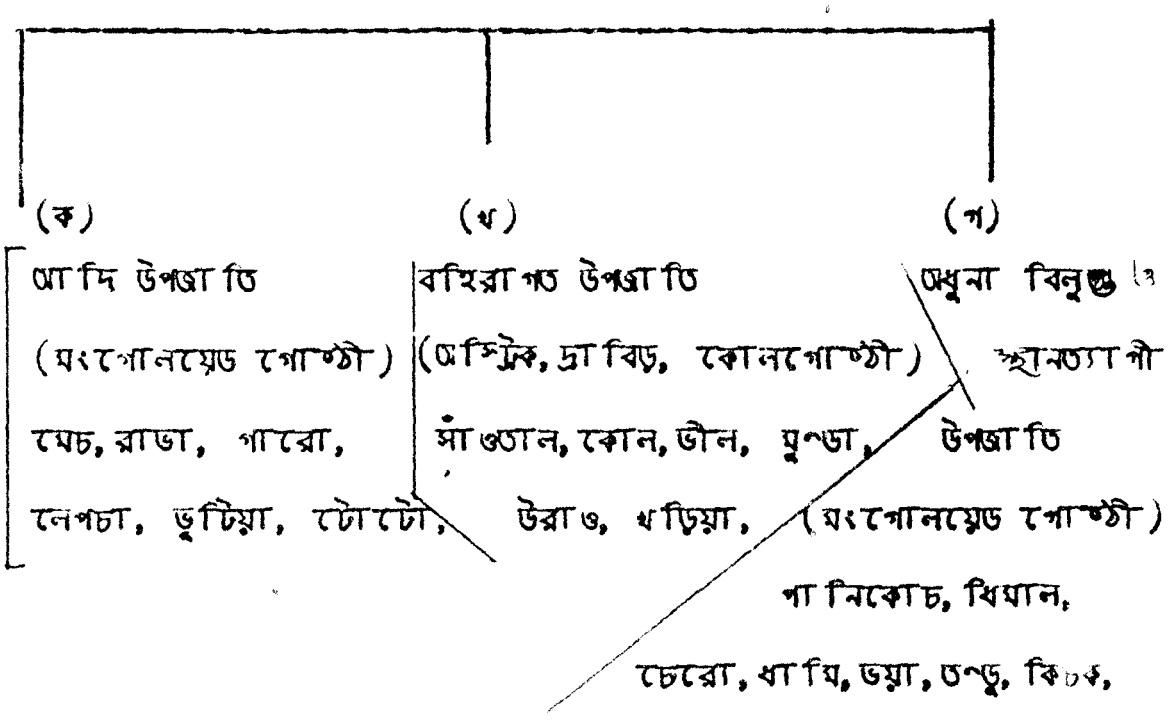

বর্তমানে লেপচা, ভুটিয়া, নাগা, মেচ, রাভা, নেপালী, গারো, কোচ, টোটো উপজাতি ছাড়া অন্যান্য উপজাতি বিলুপ্ত প্রায় ।

(চ) নেপালী :-

উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং জেলায় নেপালীদের বসবাস সবচেয়ে বেশী । তবে উত্তরবঙ্গের সব জায়গাতেই কমবেশী নেপালীদের বসবাস করতে দেখা যায় ।

এদের চেহারায় মোংগলয়েড ছাপ রয়েছে। নেপালীদের মধ্যে লিম্বু, রাই, ছেত্রী, তামাং, শেরপা, থাপা, গুরুং, প্রধান পদবী হিসেবেই জনসমাজে পরিচিত। এরা নেপালীদের বিভিন্ন সম্প্রদায় বলে নিজেদের মনে করে। এদের ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি, চেহারা সবকিছুর মধ্যেই পার্থক্য লক্ষনীয়।

উনবিংশ শতাব্দীর আগে থেকেই ভারতের হিন্দুধর্মের কু প্রথাগুলি নেপালে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। জাতপাতের ভেদাভেদ-এর ফলে নেপালের কিছু সম্প্রদায় অস্পৃশ্য বলে চিহ্নিত হয়। তখন ব্রাহ্মন ও ছেত্রীরাই নেপালের বিভিন্ন শাসনকাজে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ন পদগুলি অধিকার করত।

নেপালী ভাষা ইন্দো এরিয়ান ভাষা থেকে এসেছে বলে বিদগ্ধজন মনে করেন। সরকারী, বেসরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে বর্তমানে এদের সংখ্যা যথেষ্ট।

নেপালী ব্রাহ্মন এবং ছেত্রীরা হবিবাহে - বিশ্বাসী বলে ঐ ক্ষেত্রে জাতপাত মানেনা। তাই গুরুং, মগর, তামাং নেওয়ার, শেরপা প্রভৃতি সব সম্প্রদায়ের মেয়েকেই এরা বিয়ে করে।

এরা রাম, বিষ্ণু, কৃষ্ণ, শিব, - এর উপাসক। বর্তমানে দুর্গোৎসব, দীপাবলী সব উৎসবই পালন করে। এরা -

মৃতদেহ দাহ করে। এদের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক বিষয়ে হিন্দুদের সংগে মিল পাওয়া যায়।

ছেত্রীরা গোর্খা রেজিমেন্টে সুনামের সংগে কাজ করছে। এরা পুরুষ ও মহিলা সকলেই খুব পরিশ্রমী।

একটি রবীন্দ্র সংগীত নেপালী ভাষায় রূপান্তরিত করে লিপিবদ্ধ করা হোলো:-

বাংলা:-

' সবারে করি আহ্বান —
এসো উৎসুকচিত্ত, এসো আনন্দিত প্রাণ ।।
হৃদয় দেহো পাতি, হেথাকার দিবা রাতি
করুক নবজীবন দান ।।
আকাশে আকাশে ধরণীর বনে তোমাদের মনে মনে
বিছায়ে বিছায়ে দিবে গান ।
সুন্দরের পাদপীঠতলে যেখানে কল্যাণদীপ জ্বলে
সেথা পাবে স্থান ।। '

(রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর)
'গীতবিতান'

নেপালী ভাষায়—

" সবলাই গরছৌ আহ্বান ।
আও উৎসুকচিত্ত, আও আনন্দিত প্রাণ ।
হৃদয় অন্তর খোলি, ইয়ুহা-ইও দিবারাতি
গর্নু নবজীবন দান ।।
আকাশ-ঔও পাহাড়মা বনৈ বনমা,
সবইকো মন-মনমা বিছায়ি বিছায়ি দেও গান ।
সুন্দর তিমরো পাদপীঠতলমা
ইয়ুহা কল্যান-দীপ জ্বলৈ,
তেহি পাউছো স্থান ।। "

(ছ) রাজবংশী :-

বাংলাদেশ, আসামের কিছু অংঞ্চলসহ উত্তরবঙ্গের সব কয়টি জেলার প্রায় সর্বত্রই রাজবংশীরা বসবাস করে । এদের সংগে দ্রাবিড় ও অস্ট্রিক রক্তের সংমিশ্রন ঘটলেও এদের মোঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর বলেই মনে করা হয় । কোচ, রাজবংশী, পলিয়াদের একই সম্প্রদায় বলে মনে করা হোতো ।

এদের ভাষা বাংলা, পশ্চিমবঙ্গে এরা 'শিডিউল কাস্ট' হিসেবে পরিচিত । একদা কোচবিহারকে - কেন্দ্র করে উত্তর পূর্ব ভারতে এদের রাজশক্তি একসময়ে বিস্তৃতি -

লাভ করে । কোচ রাজা নরসিংহদেব-এর আমলে রাজ্যসীমা 'ত্রিস্রোত' পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে ।

রাজবংশীরা কৃষক । কৃষিকাজে এরা দক্ষ । উত্তরবঙ্গের উর্বর ও অনাবাদী কৃষি জমিতে আবাদ করে এরা ফসল ফলাতে শুরু করে । এরা কৃষিকাজ ছাড়াও মাছ ধরে । মাছ নানাভাবে শুকিয়ে - রাখে । ধান, পাট, তামাক এদের অর্থকরী ফসল । এদের চাহিদা কম - বলে এরা খুব সাদাসিধে জীবনযাপন করে ।

রাজবংশীরা হিন্দু, কিন্তু তাদের মধ্যে বর্ণহিন্দু বাঙালীদের মতো কু-প্রথা ছিলো না । জলপাই গুড়ি জেলার তরাই অঞ্চলের এবং উত্তর দিনাজপুরে যে, মুসলিম রাজবংশীরা বসবাস করে তাদের চেহারায় পূর্ব বিহারের নীচু সম্প্রদায়ের মানুষের ছাপ লক্ষ্য করাযায় ।

রাজবংশীরা বেশীরভাগই দরিদ্র । তবে যারা ধনী তারা কিছুটা পড়াশোনা করছে । এদের সমাজে পুরোহিত আছে । এরাও দেবদেবী, জন্তু, জানোয়ার, পশু-পাখীর পূজা করে । তিস্তা নদীর বন্যায় প্রত্যেক বছর ক্ষতি হয় বলে এরা 'তিস্তাবুড়ীর পূজা' করে । বাঘের উপদ্রবের জন্য বাঘকে পূজা করে । যাতে ঠিক মতো বৃষ্টি হয় সেজন্য ব্যাঙের পূজা করে । এই পূজার নাম 'হুদুমদেও' ।

রাজবংশীদের সমাজ পিতৃতান্ত্রিক। বর্তমানে এদের মধ্যে লেখাপড়া শিখবার প্রবনতা বাড়ছে। পুরুষ ও মহিলারা চাকরী - করছে। রাজবংশীদের মধ্যে তাঁত বোনার কাজ এখন অনেক কমে গেছে। গ্রামের তাঁতিদের তৈরি 'ফোতা' নামের মোটা ধরনের শাড়ী ব্যবহারে এরা অভ্যস্ত। পাট দিয়ে তৈরী সুতোয় 'ধকরা' বা 'সতরঞ্চ' তৈরী করে। এগুলি রাজবংশীরা 'স্যাজা' নামে বিছানার চাদর এবং গায়ে দেবার 'শেল'-এর মতো ব্যবহার করত। 'ধকরা' আজকাল আর বিশেষ দেখা - যায় না।

'এরন্ড' গাছের ফলের বীচি কলাপাতার ছাই-এ মিশিয়ে গুঁড়ো করে গরম জলে সিদ্ধ করত। ঠান্ডা হলে উপরে তেল ভেসে উঠত। সেই তেল হাত দিয়ে তুলে একটা পাত্রে জমিয়ে রাখত। প্রয়োজনমতো জ্বলতে দিয়ে সেই তেল-এর বাতি জ্বালাতো।

রাজবংশীরা আগে তামাকখেতো। বর্তমানে এরা - বিভিন্ন নেশায় আসক্ত হয়ে উঠছে। এদের চিরাচরিত বেশভূষা, আচার, আচরন, কাজকর্ম বর্তমানে পরিবর্তিত রূপ ধারন করছে।

রাজবংশী সমাজে গাওয়া একটি বিরহসংগীত এখানে তুলে ধরা হোলো:-

আজি নদীর জল ঘন্নোন যাজন, নদীত্ উটে ঢেউ।
মোর নারীর মনেরে আগুন দেইক্‌লো না আর কেউ।।
নদীত্ কান্দে পানকৌড়িরে বনোত কান্দে টিয়া।

ভর যুবতী নারীরে কান্দে পানজেতে শুতিয়া ।।
হালুয়ার শোবা হাল পেন্টিবে, পেন্দোনের শোবা ধুতি
ভরযুবতী নারীরে শোবা যার সে আছে পতি ।। ”

(মালতী রায়| কোচবিহার)

এখানে হালুয়া অর্থে চাষী
হাল-পেন্টিবে-মাঙল-জোয়াল
পেন্দোনের— পরিধান করবার, পরবার ।

প্রথম অধ্যায়

টোটো সম্প্রদায়ের ঐতিহাসিক ও সামাজিক বিবরন

পশ্চিমবঙ্গের জলপাই গুড়ি জেলার মাদারীহাট থেকে প্রায় চব্বিশ কিলোমিটার দূরে, ইন্দো- ভূটান সীমান্তে একটি গ্রাম আছে। এই একটি মাত্র গ্রামেই বাস করে টোটোগোষ্ঠীর কিছু লোক। আদিম উপজাতি গোষ্ঠী টোটো সম্প্রদায় পশ্চিম -বঙ্গের ক্ষুদ্রতম আদিবাসী, জৈব জাতিগত বিচারে 'টিবেটো'- মঙ্গোলীয়'-ভুক্ত একটি শাখা। টোটোদের বাসভূমি 'টোটো পাড়া' হিমালয়ের ঢাল ভূটান-পশ্চিমবঙ্গসীমান্তের একটি ছোটো গ্রাম, যার আয়তন প্রায় ১,১১১,৫১ একর, অর্থাৎ প্রায় ৩.১৫ বর্গমাইল। এদের নামানুসারে এই গ্রামটির নাম 'টোটোপাড়া'।

টোটোপাড়ার ভৌগোলিক বিবরন :-

'টোটোপাড়া' নামে এই সীমান্ত গ্রামটির ভৌগোলিক অবস্থান ২৫.৫০ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৯.২০ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ। ডুয়ার্সের পাহাড়ী জংগলে ঘেরা তিস্তা নদীর উপত্যকায় সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৭৫০ ফুট- ১৫৫০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত। টোটোপাড়ার বিভিন্ন স্থানে উচ্চতার তফাত রয়েছে প্রায় ৫৫০ ফুট।

এই টোটোপাড়ার উত্তরদিকে ভূটানের কমলা বাগান, দক্ষিনদিকে জলপাই গুড়ি জেলার সংরক্ষিত বন, পূর্বদিকে তোরষা নদী এবং পশ্চিমদিকে ভূটানের 'তাদিং' গ্রাম ও ডুয়ার্সের ঘন জংগল এই টোটোপাড়া গ্রামটিকে ঘিরে রেখেছে। সমস্ত গ্রামটিই পাহাড়ের ঢালু অঞ্চলে তৈরী হয়ে উঠেছে। অতিবৃষ্টি এবং বন্যজন্তুর দৌরাত্ম্যে এই টোটোপাড়া। বছরের প্রায় বেশীরভাগ সময়ই অন্যান্য অঞ্চলের সংগে সংযোগহীন হয়ে যায়। সাতটি পাহাড়ী নদী 'বা' ঝোড়া' পেরিয়ে যেতে হয় এই টোটোপাড়াতে।

টোটোপাড়ার দক্ষিন-পশ্চিমে 'হাউরি' নদী। দক্ষিনে প্রায় পাঁচ মাইল দূরে কাছাকাছি গ্রাম 'বল্লালগুড়ি। সাত মাইল দূরে 'লংকা বাজার'। টোটোপাড়া থেকে প্রায় নয় মাইল দূরে 'হাণ্টা পাড়া'। 'দলগাঁও' বা 'মাদারীহাট' রেলষ্টেশন টোটোপাড়া থেকে প্রায় তেইশ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত।

টোটোপাড়ায় সারা বৎসরে গড়

বৃষ্টিপাত প্রায় - ১৩০´

উচ্চ তাপমাত্রা - ৩৪ ৫০ সেন্টিগ্রেড

নিম্ন তাপমাত্রা -১১.০৫ সেন্টিগ্রেড।

টোটো কথাটির উৎপত্তি :-

'টোটো' কথাটির উৎপত্তি কবে এবং কিভাবে হোলো তা নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। এমনকি 'টোটো-রা নিজেরাও সঠিকভাবে বলতে পারে না যে, 'টোটো' কথাটির উৎপত্তি কিভাবে হয়েছে। সমীক্ষার মাধ্যমে এ প্রসংগে বিভিন্ন মত পাওয়া গেছে। বিভিন্ন মতগুলি এখানে সংকলিত করা হোলো।

প্রথমত:-

বহুবছর আগে কামতা রাজ্য ভুটান রাজের দ্বারা বারবার আক্রান্ত হয়েছে বলে ইতিহাসে যে তথ্যের সন্ধান মেলে। মহারাজা ধৈর্য্যেন্দ্র নারায়ন ভুটানরাজ কর্তৃক ধৃত হন এবং প্রায় চার বছর পর মুক্ত হয়ে আবার সিংহাসনে আরোহন করেন। স্বাভাবিকভাবেই অনুমান করা যায় যে, মিত্রতা বা শত্রুতা যে দিক থেকেই হোক, ভুটান ও তৎকালীন নিজবেহার রাজ্যের মধ্যে ছিলো ঘনিষ্ট যোগাযোগ। প্রধানত: জলপথের মাধ্যমে দুটি অঞ্চলের মধ্যে অবাধ যাতায়াত চলতো। কারো কারো মতে ভুটান এবং তৎকালীন নিজবেহার রাজ্যের মধ্যে ঘনিষ্টতার ফলে ভুটান ও নিজবেহার-এর বাসিন্দাদের সংমিশ্রন ঘটে এবং আত্মীয়তা গড়ে ওঠে। মনে করা হয় যে, ভুটান সীমান্তের এই 'টোটো' উপজাতি তাদেরই বংশধর।

দ্বিতীয়তঃ-

অনেকের মতে 'টোটো'-রা 'মংগোলীয়' গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত 'টোটো' নামে একটি আদীবাসী উপজাতি ।

তৃতীয়তঃ-

অন্যতম এই যে, ইংরেজরা এদেশে আসবার পর ইংরেজরা এই জাতির লোকদের দিয়ে বন্দুক ও টোটা বহন করাতো । সেই থেকে তারা 'টোটা' নামে এবং পরবর্তী সময়ে 'টোটো' নামে পরিচিতি লাভ করে ।

চতুর্থতঃ-

আরও একটি মত পাওয়া যায় যে, এই 'টোটো'-রা প্রথমে যাযাবর শ্রেনীর লোক ছিলো । প্রয়োজনের তাগিদে বা বাধ্য হয়ে পরে এরা স্থায়ী আস্তানা গাড়ে তাদের এই বর্তমান বসতি অঞ্চলে । অনেকে মনে করেন যে, এই 'টো টো' করে ঘুরে বেড়ানোর জন্যই হয়তো এদের নামকরন হয়েছে 'টোটো'।

পঞ্চম মতঃ-

'টোটো' নামকরনের বিভিন্ন মত থাকলেও তথ্য সমীক্ষায় এটাও জানা যায় যে, 'টোটো'-রা যেখানে বসবাস করছে সেই স্থানটিকে জনগননায় পরিচিতি দেওয়া হয়েছে 'টোটোপাড়া' নামেই ।

মন্তব্য:-

অন্য আর একটি কাহিনী পাওয়া গেছে এ সম্বন্ধে । কয়েকশো বছর আগে এবং কয়েক পুরুষ আগে 'টোটো'-রা বাস করতো কোচবিহার রাজ্যে । টোটো-রা শিকারপ্রিয় জাতি এবং শিকার করাটা তাদের কাছে নেশার মতো । সেই সময় একবার টোটো-রা দলবদ্ধ হয়ে কোচবিহার রাজ্যের একটি জংগলে শিকার করতে যায় । সারাদিন শিকার-এর খোঁজ করবার পর সন্ধ্যের অন্ধকারে 'মোষ' বা 'বাইসন'-এর মতো কোনো পশুর দেখা পেয়ে সন্ধ্যের অন্ধকারে সেই পশুই শিকার করে আনে । কিন্তু পরদিন দিনের আলোতে সকলে দেখে যে, সেই শিকার করা পশুটি 'মোষ' বা 'বাইসন' নয়, সেটি একটি গরু । এই ঘটনায় টোটো-রা সকলেই খুব পেয়ে যায় । এদের মধ্যে প্রথমে আশ্রয় নেয় বর্তমান 'জয়গাঁও'-এর একটি নামহীন অরন্যসংকুল এলাকা তে । জয়গাঁও' সেইসময় ছিল গভীর জংগলাকীর্ন । সেখানে শিকার করে গাছের ফলমূল কুড়িয়ে এরা জীবিকানির্বাহ শুরু করে । ওখান থেকে ভুটানেও টোটোরা যেতো শিকার করবার জন্য ।

বসবাস এবং জীবনধারনের জন্য বিভিন্ন স্থান থেকে তাড়িত হতে হতে পরবর্তীসময়ে জীবিকানির্বাহ এবং শান্তিতে বসবাসের জন্য টোটোরা ঘুরতে ঘুরতে বর্তমান স্থান -

টোটোপাড়াতে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে।

পাহাড়, নদী, দুর্গম অরন্যে ঘেরা এই টোটোপাড়া দেশের তথা উত্তরবঙ্গের মূল ভূখন্ড থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন। ১৮৬৫ সালে শ্রীকৃষ্ণ কান্ত বসু সরকারী কাজে বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করবার সময় টোটোদের অস্তিত্ব খুঁজে পান। ১৮৬৯-৯৪ সালে ডি, এইচ, এ, স্যান্ডার পশ্চিম ডুয়ার্স জরিপ করতে গিয়ে ভূটান সীমান্তে এদের খোঁজ পান। তখন টোটোরা জনসংখ্যার দিক থেকে খুব কম ছিল বলে এদের বাঁচাবার জন্য তিনি জায়গাটি সংরক্ষিত এলাকা হিসেবে ঘোষনা করেন। তিনি ১৯১৯-৫৯ একর জমি পাট্টা দেন গোষ্ঠী প্রধানের নামে। তখন সব মিলিয়ে মোট ৬০ টি পরিবার ছিলো। প্রত্যেক পরিবার পিছু দু' টাকা 'ক্যাপিটেশন ট্যাক্স' ('Capitation Tax' or 'Dao-Khazwa' which was prevalent during Bhutan rule) দিতে হত। গ্রামের মন্ডল প্রত্যেক পরিবারের কাছ থেকে টাকা আদায় করে কালাকাটা তহশীল অফিসে জমা দিতো।

বৃটিশ-ভূটান যুদ্ধের সময় আঠারোশ চৌষট্টি পঁয়ষট্টি সালে টোটোরা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পালিয়ে যেতে থাকে। টোটোদের এভাবে স্থান থেকে স্থানান্তর

গমনের পিছনে বিভিন্ন কারনও ঘটনা রয়েছে বলে মনে করা হয় । কারনগুলি হোলো,-

প্রথমত:- ১৮৬৪-৬৫ সালে ইংরেজও ভুটান যুদ্ধের কারনে ভুটানকে ক্ষমতাচ্যুত করে ইংরেজের ক্ষমতায় আসীন হওয়া ।

দ্বিতীয়ত:- পশ্চিম ডুয়ার্সের অনিশ্চিত প্রশাসন ও অস্থায়ী ভৌগোলিক পরিবেশ এবং রাজনৈতিক পরিবেশ অস্থিরতার সৃষ্টি করে । ফলে টোটোরা ভয় পেয়ে স্থান ত্যাগ করে ।

তৃতীয়ত:- ১৮৬৬ সাল থেকে ভারতীয় বন সংরক্ষণ আইন জারী হবার ফলে বনদপ্তরের অনুমতি ছাড়া বনের বিভিন্ন সম্পদ যেমন, পশুও বিভিন্ন পাখী শিকার বন্ধ হওয়া, ইচ্ছেমতো গাছ কাটা, অন্যান্য বনজসম্পদ সংগ্রহ করা প্রভৃতি বন্ধ করে দেওয়া হোলো, তখন টোটোরা জীবিকার সন্ধানে স্থান থেকে স্থানান্তরে যেতে শুরু করল ।

চতুর্থত:- ঝুম চাষ পদ্ধতির অনেক পরিবর্তন হওয়ায় টোটোরা ক্ষতিগ্রস্ত হয় ।

পঞ্চম মতঃ— সম্প্রদায়ভিত্তিক জমি ব্যবহার ।

মন্তব্যঃ- পশ্চিম দুয়ার্সের উত্তর দিকে চা বাগানের বিস্তৃতি শুরু হবার কারনে টোটোরা জংগল ও জমির দিক থেকে ভীষন ক্ষতিগ্রস্থ হয় । ফলে তারা জায়গা বদল শুরু করে ।

মন্তব্যঃ- যাযাবর বা পরিবার পিছু ঘর উঠে যাওয়ার ফলে জমির রাজস্ব দেওয়া শুরু হওয়া । আর্থিক অনটনের কারন বেশীরভাগ টোটোর পক্ষে জমির রাজস্ব দেওয়া ক্ষমতার বাইরে ছিলো । ফলে তারা জায়গা জমি ছাড়তে বাধ্য হয় ।

মন্তব্যঃ- টোটোদের মধ্যে তাদের নিজস্ব পরিচয় অক্ষুন্ন রাখবার অদম্য একটা প্রয়াস ছিলো । এই কারনেও তারা স্থানান্তরে যাওয়া শুরু করে ।

অনুমান করা হয় যে, ফালাকাটার 'টোটোপাড়া' আলিপুর দুয়ারের 'টইপাড়া' ধূপগুড়ির 'তোতাপাড়া', মাল-এর টটগাঁও, জলপাই গুড়ি জেলার সীমানার মধ্যে এই চারটি গ্রামে প্রথমদিকে টোটোরা বসবাস করত ।

কালাকাটা তহশীলের অন্তর্গত 'লুকেপুর বা লক্ষীপুর' 'ডুডুয়া' নদীর তীরে অবস্থিত। এই গ্রামটি বর্তমানে 'টটপাড়া' নামে পরিচিত। একসময় বেশ কয়েকজন টোটো এখানে বসবাস করতো বলে অনুমান করা হয়। বাবু যুত কৃষ্ণ কান্ত বসু সরকারী কাজে বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করবার সময় সেখানে টোটোদের আবিস্কার করেন। পরবর্তীকালে যুত চারু সান্যাল মহাশয় এখানকার কয়েকজন বয়স্ক ব্যক্তির কাছ থেকে টোটোদের কথা জানতে পারেন। তাঁর তথ্য অনুযায়ী জানা যায় যে, এই গ্রামে একসময় টোটোদের লাগানো প্রচুর সুপারী গাছ দেখা যায়।

ডি, সান্ডারসাহেবের বিবৃতি অনুযায়ী জানা যায় যে, ১৮৬৪-৬৫ সালে ইন্দো-ভুটান যুদ্ধের পর টোটোরা আলিপুর দুয়ার মহকুমার ভাটি বাড়ী গ্রামে বসবাস করতো।

অন্য একটি মত এই যে, ১৮৯২ সালের আগে থেকেই ধূপগুড়ি অঞ্চলের 'ঘোরঘাট' তালুকের 'তোতাপাড়া' অঞ্চলে টোটোরা বাস করত বলে মনে করা হয়।

চারু সান্যালের মতে ১৯৫৩ সালে 'রাভাতি' নদীর তীরে বসবাসকারী টোটোদের তাড়িয়ে দিয়ে

কিছু সংখ্যক 'মেচ' উপজাতি ওই জায়গাটি দখল করে। ফলে টোটোরা তখন সেই জায়গাটি থেকে চলে গিয়ে 'ডায়না' নদীর উৎস 'ডায়না পরী' অঞ্চলে বসবাস আরম্ভ করে।

ঘান ব্লকের অন্তর্গত 'টটপাও'-তে টোটোদের বসবাস ছিলো বলে মনে করা হয়। 'চারু সান্যাল-এর বিবৃতি' অনুযায়ী জানা যায় যে, এই 'টটপাও' এর নাম সুন্দরী বস্তি। তিস্তার বন্যায় প্রায় সত্তর বছর আগে এই গ্রামের প্রায় সম্পূর্ন নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায়। প্রায় বিরানব্বই জন টোটোর সতেরটি পরিবার তখন ওই অঞ্চলে বাস করত। তবে বর্তমানে সেখানে আর কোনো টোটো বসবাস করেনা।

১৮৭৭ সালে সান্ডারসাহেব কালাকাটার টট্‌পাড়া গ্রামে কোনও টোটোকে দেখতে পাননি বলে বিবৃতি দিয়েছেন।

তিব্বতী ভাষাবিদ এস, কে, পাঠকের বিবৃতি অনুযায়ী জানা যায় যে, টোটোরা 'জেলেপ্পা-র' কাছাকাছি ক্রোমোভ্যালী থেকে স্থানান্তরিত হয়ে টোটোপাড়ায় আসে। কিন্তু এই টোটোরা তাদের পূর্ব পরিচয় বলতে পারে না।

ফলে নিজেদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য এরা হারিয়ে ফেলে।

ভূটানের 'টাকটোপ' ও (Yakkha)
টোটোপাড়ার টোটোরা একই জনগোষ্ঠীর মানুষ বলে তিনি মনে করেন।

'টোটো' কথাটির উৎপত্তি এবং তাদের জাতিগত বিচার নিয়ে বিভিন্নমত এবং বিভিন্ন কাহিনী পাওয়া যায়। ঘটনা পরম্পরা এত বেশী যে, সঠিক তথ্য নিরূপন করা সম্ভব নয়।

তবে টোটোপাড়ার টোটোদের বিষয় নিয়ে বর্তমানে বিভিন্নভাবে খোঁজখবর শুরু হয়েছে। সরকারীভাবে টোটোদের নিয়ে বিভিন্নভাবে ভাবনাচিন্তা করা হচ্ছে। এর ফলে টোটোদের মতো এক স্বল্পসংখ্যক জনগোষ্ঠী পাদপ্রদীপের আলোয় উঠে আসবার চেষ্টা করছে।

বাসগৃহ:-

টোটোদের বাসগৃহকে বলে 'নাকো'-মা' ঘরগুলি মাটি থেকে প্রায় পাঁচ ছয় ফুট উঁচু মাচার উপর তৈরী করে।

কাঠ, বাঁশ, গাছের পাতা দিয়ে টোটোরা তাদের ঘর তৈরী করে।

টোটোদের বাসগৃহের সামনে একটি বাঁশের মাচা থাকে, তাকে বলে 'ডুই'। ঘরে উঠবার জন্য গাছের মোটা গুঁড়িতে সিঁড়ির মতো খাঁজ কেটে ঘরের সামনের 'ডুই' বা চাতালে লাগিয়ে দেয়। এই সিঁড়িকে বলে 'কাইবু'।

ঘরের উত্তর-পশ্চিম কোনে একটি ঘর থাকে। এই ঘরটি গৃহদেবতা 'চিই-মা'-র নামে নির্দিষ্ট করা থাকে। এই ঘরটির ভিতরে একটি পিঁড়ি, মদ্যপানের পাত্র, মদ বা 'ইউ' তৈরী করবার হাঁড়ি থাকে দেবতার প্রতীক হিসেবে। এই ঘরে কোনও স্ত্রীলোক প্রবেশাধিকার পায়না। বাড়ীর কর্ত্তা ছাড়া এঘরে আর কেউ ঢুকতে পারে না। এই ঘরটি অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকে।

চেহারা:-

পুরুষ- টোটো পুরুষদের গড় উচ্চতা প্রায় পাঁচ ফুট চার ইঞ্চি। টোটো পুরুষদের দেহের গঠন সুঠাম। গায়ের রং তামাটে। নাক মোটা ও চ্যাপ্টা গড়নের। চোখ ছোট। পুরু ঠোঁট। কাঁধ চওড়া। শক্ত কব্জী। টোটোদের চোয়াল টোকো। রাভা এবং অসমের ফিনামিরি উপজাতিদের সংগে টোটোদের চেহারায় খুব মিল আছে।

টোটোরা খুব তাড়াতাড়ি হাঁটতে পারে। ভারী মাল বহন করে অনেকদূর পর্যন্ত এরা হেঁটে যেতে পারে।

মেয়ে - টোটোমেয়েদের গায়ের রং ফরসা । এদের গড় উচ্চতা প্রায় চার ফুট এগারো ইঞ্চি থেকে পাঁচ ফুট পর্যন্ত ।

টোটো মেয়েরা চাষের কাজে পুরুষদের নানাভাবে সাহায্য করে । টোটোমেয়েরা খুব পরিশ্রমী এবং কর্মঠ । পিঠে ছোট শিশু বেঁধে নিয়ে এরা কাজ করতে অভ্যস্ত ।

টোটোমেয়ের চোখ ছোট । চুল পাতলা এবং পুরু ঠোঁট । নাক চ্যাপ্টা ও মোটা ধরনের । দেহের গড়ন ভালো । কপাল উঁচু এবং হাতের আঙুল মোটা ধরনের ।

টোটোমেয়ের চেহারায় লাবন্য আছে ।

টোটোদের খাদ্য :-

মাংস, ভাত টোটোদের প্রিয় খাদ্য । এরা সবরকম পশুর মাংস খায় । মাছ, মাংস শুকিয়েও রাখে পরে খাওয়ার জন্য । এরা রান্নায় তেল, ঘন্না ব্যবহার করে না । মাংস নরন জলে সেদ্ধ করে নরন ও বুনো লংকার গুঁড়ো ছড়িয়ে খায় ।

মারুয়া, কাওইন, ভুট্টা সারাবছর খায় । 'চিংছাই' নামে বাঁশের কচি অঙ্কুর রান্না করে খেতে ভালোবাসে ।

পানীয় - মাকুয়া দিয়ে নিজেরাই বাড়ীতে 'ইউ' তৈরী করে। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই 'ইউ' খাওয়া শুরু হয়।

নেশা :- বয়স্করা তামাক পাতা মুড়িয়ে একটি নলের মধ্যে ভরে ধূমপান করে। বর্তমানে অনেক টোটো মদ্যপানে আসক্ত হয়ে উঠছে।

ইদানীং টোটোরা কেউ কেউ চা খাওয়া শুরু করেছে।

সমীক্ষায় জানা গেছে যে, টোটোদের উনুনের আগুন কখনো নেভেনা। সবসময় আগুন জ্বালানো থাকে।

টোটোদের ভবিষ্যবস্থা :-

১৮৬৯-৭৪ সালে ডি, এইচ, সাণ্ডার পশ্চিম ডুয়ার্স অন্বেষণ করতে গিয়ে ভূটান সীমান্তে টোটোদের খোঁজ পান। সেই সময় টোটোরা জনসংখ্যার দিক থেকে খুব কম ছিলো। এদের টিকিয়ে রাখবার জন্য তিনি জায়গাটি সংরক্ষিত এলাকা বলে ঘোষনা করেন, এবং ১৯১৯-৫৯ একর জমি তৎকালীন টোটোদের গোষ্ঠীপ্রধান বা মণ্ডলের নামে পাট্টা

হিসেবে দান করেন। তখন সব মিলিয়ে মোট ত্রিশটি পরিবার ছিলো। যৌথ পরিবারের মতো তখন সব টোটোরা একসংগে জমি চাষ করে ফসলের অংশ ভাগ করে নিতো। প্রত্যেক পরিবার পিছু দুই টাকা হিসাবে খাজনা ধার্য করা হয়েছিল। গোষ্ঠীপ্রধান বা মন্ডল সেই টাকা তুলে একসংগে জমা দিতো।

১৯৬৯ সাল থেকে সংরক্ষন আইন উঠে যাওয়াতে টোটোসমাজের জনজীবনে দুঃখ নেমে আসে। কারন, সংরক্ষন আইন উঠে যাওয়াতে প্রত্যেক টোটো পরিবারের দখলে যতটুকু করে জমি ছিলো ততটুকু জমিতেই পরিবার হিসেবে নাম জারী হয়। এর ফলে টোটোপাড়ার বেশ কিছু জমি সরকারী কাজে খাসজমি হিসেবে পরিগনিত হওয়ায় তার অংশবিশেষ বহিরাগতদের দখলে চলে গেছে। তাছাড়া আর্থিক অভাবের দরুন কয়েকজন টোটো কিছু জমি স্বল্প মূল্যে বিক্রী করে দেয়।

এখানে উল্লেখ্য যে, টোটোরা দাসপ্রথার শিকার হয়েছিল। ভারতভুক্তির পর থেকে টোটোরা দাসপ্রথা থেকে মুক্তি পেয়েছে।

টোটোদের প্রধান অর্থকরী ফসল হোলো সুপারী, আদা এবং বাঁশ। টোটোপাড়ার মাটি আদার চাষের পক্ষে অনুকুল। তাছাড়া এই টোটোপাড়ায় প্রচুর বাঁশ জন্মায়।

প্রচুর সুপারী গাছ লাগাবার ফলে সুপারীর ফলন খুব ভালো ।

টোটোদের কৃষি ব্যবস্থাকে মিল্লিগান "পুওর এগ্রিকালচারিস্ট" বলে উল্লেখ করেছেন ।

টোটোদের জীবিকা :-

বনজদ্রব্য সংগ্রহ, বিশেষকরে পিপুল সংগ্রহ করে টোটোরা বাজারে (স্থানীয়) বিক্রী করে । অনেক টোটো দিনমজুরী করে । অক্টোবর মাস থেকে জানুয়ারী মাস পর্যন্ত কমলা বাগানের কাজ করে টোটোদের মধ্যে অনেকেই কিছু অর্থ উপার্জন করে । তাছাড়া বর্ষাকালে 'কাগজী লেবু' বিক্রী করেও এরা অর্থ উপার্জন করে ।

একসময় শিকার ছিলো টোটোদের প্রধান জীবিকা । বর্তমানে শিকার কম পাওয়া যায় এবং বন্যপশু সংরক্ষন আইন প্রনয়ন হওয়ার ফলে টোটোদের জীবিকা অনেক বদলে গেছে ।

আধুনিক পদ্ধতিতে টোটোরা অনেকে এখন মুরগী, পরু পুষছে ।

টোটোপাড়ায় একসময় অনেক শিরিষ গাছ ছিলো । এতে টোটোরা লাক্ষার চাষ করত । কিন্তু বাইরে থেকে আসা কিছু লোক গাছগুলি কেটে নেওয়াতে এখন আর

লাক্ষা পাওয়া যায় না ।

টোটোরা কৃষিকাজে কোনও রাসায়নিক সার সাধারণত ব্যবহার করে না । গোবর সার ব্যবহার করে ।

টোটোদের কৃষিবিষয়ক একটি সারনি এখানে তুলে ধরা হোলো :-

সারনি- ৪

শস্যের নাম	চাষের সময়	সংগ্রহের সময়
কাওন	ফেব্রু | মার্চ	জুলাই | আগষ্ট
ভুট্টা | মেইজা	জুন | জুলাই	আগষ্ট | সেপ্টেম্বর
ধারুয়া | গুনডিলি	জুলাই | আগষ্ট	অকটোবর | নভেম্বর
ধান	জুলাই | আগষ্ট	অক্টোবর | নভেম্বর
কালাই ডাল বা কলাই ডাল	আগষ্ট | সেপ্টেম্বর	নভেম্বর | ডিসেম্বর

সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী ঢৌঢৌপাড়ার 'নদী' গুলি
চিহ্নিত করে দেখানো হোলো, ——

ঢৌঢৌপাড়ার মানচিত্র নং – ১

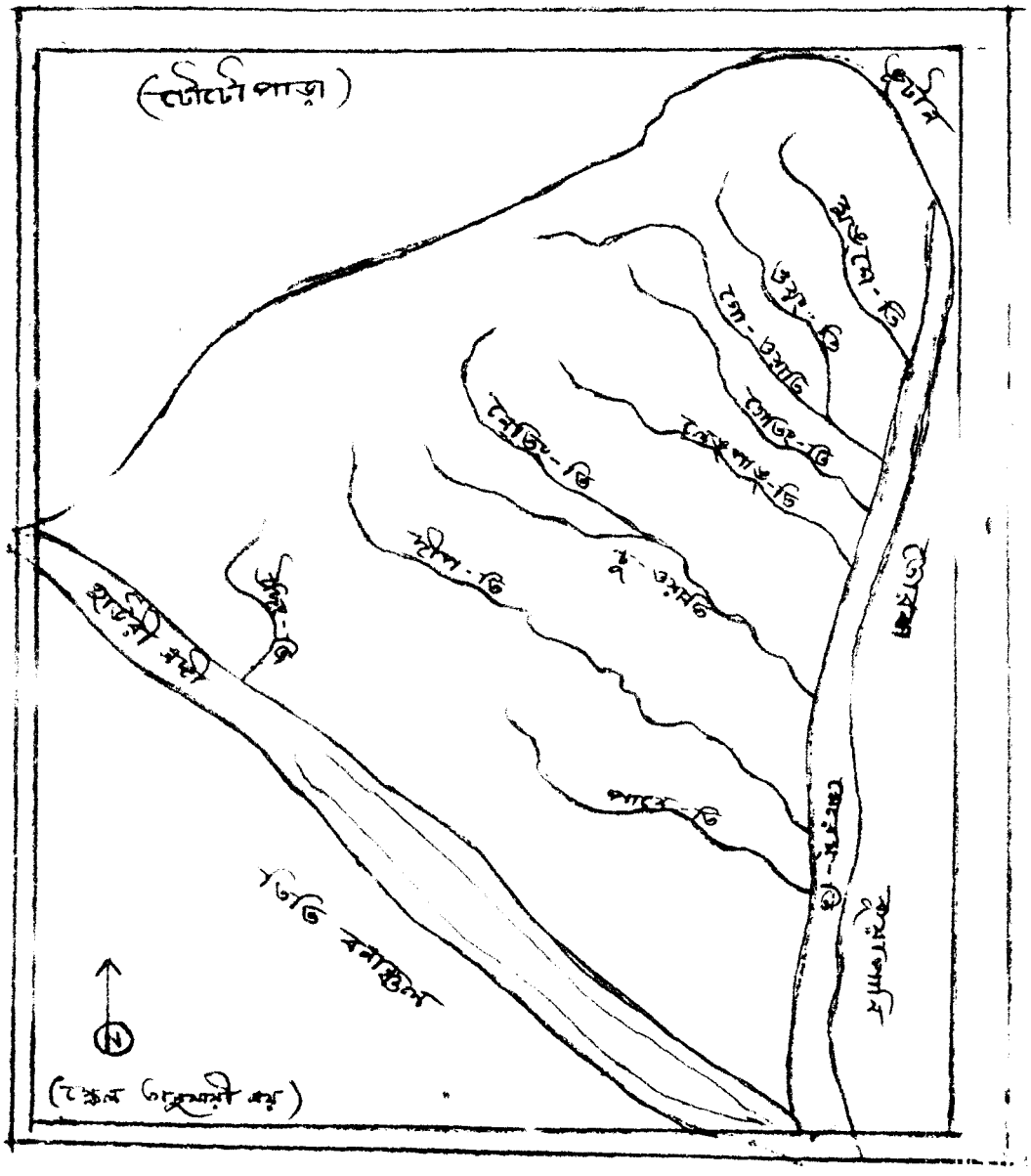

টোটোদের হস্তশিল্প:-

টোটোরা নিত্যপ্রয়োজনীয় বাসন ইত্যাদি কিনে ব্যবহার করে। এছাড়া এরা জল রাখবার জন্য একধরনের পাত্র ব্যবহার করে। কাঠের মোটা গুঁড়ির ভেতরদিকটা চেঁছে বের করে ভেতরটা ফাঁপা করে দেয়। টোটোরা নিজেরাই এই কাজ করে। তারপর কাঠের গুঁড়ির ঐ পাত্রতে জল ভরে রাখে।

বিভিন্ন ধরনের জিনিষপত্র একজায়গা থেকে অন্য জায়গায় বয়ে নেবার জন্য এবং জিনিষপত্র রাখবার জন্য টোটোরা বাঁশ দিয়ে একধরনের 'ঝুড়ি' তৈরী করে।

নদী, ঝোরা, নালায় মাছ ধরবার জন্য বাঁশ দিয়ে একধরনের ফাঁদ তৈরী করে।

'ওড়লা' গাছের ছাল দিয়ে বোলা তৈরী করে জিনিষপত্র রাখবার জন্য। তাছাড়া এই 'ওড়লা' গাছের ছাল দিয়েই দড়ি তৈরী করে তাদের গরু, ছাগল বাঁধবার জন্য।

বাঁশ দিয়ে নানারকম কৌটা ও জলের পাত্র তৈরী করে।

তবে টোটোদের মধ্যে কোনও কুটীরশিল্পই স্থায়ীত্ব লাভ করেনি।

টোটোদের বিবাহ:-

টোটোরা সাধারনত: অন্য কোনও সম্প্রদায়ের সংগে বিবাহাদি সম্পর্ক স্থাপন করতে চায় না। আবার হিন্দুদের মতো এদেরও স্বগোত্রে বিয়ে হয় না। তবে একই গোত্র বা বংশের ছেলেমেয়ের মধ্যে বিয়ে হতে পারে সাতপুরুষ পার হয়ে গেলে। তাই দেখা যায় যে, টোটোদের মধ্যে নিকট আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে বিয়েটা খুব বেশী হয়, যা সাধারনত: অন্য কোনও সমাজে দেখা যায় না।

টোটোদের মধ্যে বিবাহ সাধারনত: প্রাপ্তবয়স্ক না হলে হয় না। পনেরো থেকে ঊনিশ বছর বয়সী টোটোদের মধ্যে বিবাহের হার ১৩.১ শতাংশ হলেও ৪০৪ শতাংশ পুরুষ ও ২৩.১ শতাংশ মহিলা। বিবাহিত টোটো মহিলাদের হার বিবাহিত পুরুষ টোটোর তুলনায় ১৮.৭ শতাংশ বেশী।

সমীক্ষায় জানা যায়যে, টোটোরা একসময় দাস হিসেবে জীবন কাটাতে বাধ্য হয়েছিলো । টোটোদের নিজেদের সামাজিক নিয়ম অনুযায়ী 'বেগার' প্রথার প্রচলনও ছিলো, আবার দ্রব্য বিনিময় প্রথাও প্রচলিত ছিলো ।

বর্তমানে টোটোরা ক্রমশঃ কৃষিকাজে অভ্যস্ত হয়ে উঠছে । কৃষিজমি হিসেবে টোটোপাড়ার জমির মান উন্নত নয় । জমি পাথুরে এবং অসমান । জমির পাথর পরিস্কার করে, সাধ্যমতো 'সার' ইত্যাদি প্রয়োগ করে কৃষি জমিকে বর্তমানে অনেক উন্নত করা হয়েছে ।

বর্তমানে কৃষিকাজ টোটোদের প্রধান জীবিকা হলেও কৃষির উপর টোটোরা কোনদিনই নির্ভরশীল ছিলো না । কৃষির চাইতে বন্য দ্রব্য সংগ্রহ করাই ছিলো তাদের জীবিকার গুরুত্বপূর্ন অংশ ।

টোটোদের মধ্যে কোনও কুটির শিল্পই স্থায়ীরূপে গড়ে ওঠেনি । এরা ধাতুর সাহায্যে কোনও জিনিষ তৈরী করতে পারে না । মাটির কাজও ভালো পারে না । উদ্ভিদ ও বন্য শিল্প ছাড়া আর কোনও শিল্পের বিকাশ এদের

মধ্যে হয়নি। একসময় অন্যান্য উপজাতিদের মতো টোটোরাও নিজেদের প্রয়োজনীয় কাপড় নিজেরা বুনত। এজন্য কার্পাসের চাষ করত। কোমরে বাঁধা ছোট্ট একরকম তাঁতে সেই কাপড় বুনত টোটোরা।

১৯৭৬ সালে একজন বৃদ্ধা এই ধরনের তাঁতে সর্বশেষ কাপড় বোনে। সেই বৃদ্ধা মারা যাবার পর তার কবরে সেই তাঁতও দিয়ে দেওয়া হয়।

আজকের টোটোসমাজ অনেক আধুনিক। পোশাক, খাদ্যাভ্যাস, চালচলন, সাংস্কৃতিক জীবনে তাদের মধ্যে আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে। তবে এই আধুনিকতার ফলে তাদের সার্বিক অবক্ষয়ও শুরু হয়েছে। টোটোপাড়ায় বর্তমানে খেচ, নেপালী, বিহারী, ভুটিয়া, মাড়োয়ারী, গারো, বাঙালী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের কিছু লোক এসে খাস জমি দখল করছে। এর ফলে এই টোটোপাড়ার এলাকায় তারা অপেক্ষাকৃত বড় জনগোষ্ঠী হতে চলেছে।

একসময় এই টোটোপাড়ার সব জমি, বনাঞ্চল টোটোদের জন্য সংরক্ষিত ছিলো। সান্ডারসন-এর রিপোর্ট অনুযায়ী ১৮৯৪ সালে, ১,১৫৮,৫৯ একর জমি ছিলো টোটোদের। ১৯৬১ সালে সংরক্ষণ আইন উঠে যাওয়ার ফলে

টোটোপাড়ার টোটোরা আজ বিপন্ন ।

১৯৭৮ সাল থেকে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চালু হবার পর টোটোপাড়ার কিছুটা অদলবদল হয়েছে । রাস্তা তৈরী, জলের পাইপ লাইন বসানোর কাজে শ্রমদানের বিনিময়ে টোটোরা কিছু অর্থ রোজগার করছে ।

একসময় টোটোরা 'বুম '(জুম) চাষ করতো । এখনও পাহাড়ের ঢালে ভুট্টা, মারুয়া, ধান চাষ করে টোটোরা । তবে কম সংখ্যক টোটোই একাজ করে । 'ঝোরা' বা ঝরনার জলই টোটোপাড়ার কৃষিকাজের একমাত্র ভরসা । জলের প্রধান উৎস'তাদিং' পাহাড় । শিমুল কন্দ, সরষে ফসল হিসেবেকিছুটা পাওয়া যায় । টোটোপাড়ার প্রধান ফসল আদা, সুপারী এখন শিলি গুড়ি, জলপাই গুড়ি, কোচবিহারে রপ্তানী হচ্ছে ।

এছাড়াও হলুদ, পান চাষ শুরু হয়েছে টোটোপাড়ায় । মুরগী, গরু, শূয়োর পালনের প্রবনতা বাড়ছে । টোটোদের মধ্যে । তারা তুলো চাষ শুরু করে, সুতো তৈরী করে কাপড় বোনাও শুরু করেছিল । তাদের জীবিকার এটিও ।

একটি মাধ্যম ছিলো । কিন্তু নানা অসুবিধার দরুন এখন ওই কাজগুলি বন্ধ হয়ে গেছে । বর্তমানে তুঁত চাষের প্রবনতা বাড়ছে । টোটোপাড়ায় কৃষি সমবায় থাকলেও টোটোদের উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য মূল্য পাইয়ে দেবার ক্ষেত্রে সমবায় সফলতা দেখাতে পারছে না। তবুও টোটোদের আর্থিক উন্নয়নের সমবায় প্রতিষ্ঠান 'ল্যাম্পস'-কে (লার্জ সাইজড্ মালটি পারপাস এগ্রিকালচার সোসাইটি) সক্রিয় রাখবার চেষ্টা চলছে ।

টোটোপাড়ার অন্যতম প্রধান সমস্যা হোলো ভূমিক্ষয় । টোটোপাড়ার জংগল প্রতিনিয়ত ধ্বংস হচ্ছে । ব্যাপক বন বিনাশই হচ্ছে ভূমিক্ষয়ের কারন । টোটোপাড়ার মাটি বন্ধ্যা নয় । ক্রমাগত বন বিনাশের ফলে প্রত্যেক বৎসরই টোটোপাড়ার কিছু কিছু জমি 'হাউরি' নদীর গর্ভে বিলীন হয়ে যাচ্ছে । আধুনিক প্রযুক্তি বিদ্যা কাজে লাগিয়ে সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে ভূমিক্ষয় রোধ, বনবিনাশ বন্ধ করে চাষের কাজে উন্নতি করা সম্ভব বলে সমীক্ষায় জানা গেছে ।

টোটোপাড়ায় টোটোদের মধ্যে বর্তমানে দুইজন ফেরীয় গ্রামীন ব্যাংক-এ একজন লাইব্রেরীতে, একজন ডাক ও তার বিভাগে, একজন পাইপ লাইনে, দুইজন পঞ্চায়েত

ভবনে, সমাজকল্যান দপ্তরে একজন কর্মরত । মহিলাদের মধ্যে একজন অংগনওয়াড়িতে নিযুক্ত। সূচনা টোটো এই বিভাগের কর্মী ।

টোটোদের জনসংখ্যা :-

আদিম উপজাতি গোষ্ঠী টোটো সম্প্রদায় পশ্চিমবংগের ক্ষুদ্রতম আদিবাসী । ১৯০১ সালে টোটোদের জনসংখ্যা ছিলো ৩৭১ । ১৯৬১ সাল থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত টোটোদের গড় বৃদ্ধির হার বছরে ৪.৫ শতাংশ হলেও এই ত্রিশ বছরে জনসংখ্যা ৩১২ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১২৭ সংখ্যায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে । ১৯৮০-৮১ তে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৬.৪ শতাংশ । কিন্তু ১৯৯১ সাল থেকে টোটোদের জনসংখ্যার বাৎসরিক হার ক্রমশ: কমে বর্তমানে এসে দাঁড়িয়েছে ২.০২ শতাংশ ।

১৯৯১ সালে টোটোদের জনসংখ্যা ছিলো ১০৪ জন । মোট পরিবার সংখ্যা ১৭২ এবং গড়ে প্রতি পরিবারের সদস্যসংখ্যা ৫.৩ জন । ১৯৯৫ সালে প্রতি পরিবারের জনসংখ্যা ৪.১ সংখ্যায় এসে দাঁড়ায় এবং পরিবার সংখ্যা বৃদ্ধি ৩৪টি ও

জনসংখ্যা ১০৬ জন। গড় পরিবারের জনসংখ্যা কমেছে ০.৬ জন।

সারনি - ৫

পরিবার ও জনসংখ্যা, ১৯৯১ ও ১৯৯৫

সাল	ছোট পরিবার	মোট জনসংখ্যা	গড় প্রতি পরিবার পিছু জনসংখ্যা
১৯৯১	১৭২	১০৪	৫.৩
১৯৯৫	২০৬	১০১০	৪.৯

টোটো সমাজে পুরুষ ও স্ত্রী জনসংখ্যার অনুপাতে পুরুষের আধিক্য দেখা যায় শতকরা ১ ভাগ। ১৯৯৪ সালে পুরুষ - স্ত্রী জনসংখ্যার অনুপাত ছিল ১০৮ এবং ১৯৯২ ও ১৯৯৩ সালে

ছিল ১০৭ । ১৯১১ সালে প্রতি ১০০ জন স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে পুরুষের সংখ্যা ছিলো ১১৩.৫, যা এযাবৎ সর্বাপেক্ষা বেশী ।

সারণি ৬

স্ত্রী ও পুরুষ জন সংখ্যা ও অনুপাত, ১৯১০-১৫

বৎসর	পুরুষ	স্ত্রী	পুং-স্ত্রীলোকের অনুপাত,
১৯০১	৭২	১১	৭২.৭
১৯১১	১২৫	১১০	১১৩.৫
১৯২১	১৪০	১৩১	১০৬.৪
১৯৩১	১২৪	২০৪	৬০.৭
১৯৪১	১৫৯	১৬২	১৮.১
১৯৫১	১৬১	১৬০	১০০.৬
১৯৬৪	২০৬	১৮৯	১০৪.০
১৯৭১	৩০২	৩১৮	১০৪.৪
১৯৭৯	৩৪৩	৩০২	১০৩.৩
১৯৮০	৩৪৩	৩০২	১০৩.৩
১৯৮১	৩৬২	৩৪৭	১০৪.৩
১৯৮২	৩৮৫	৩৬১	১০৬.৬
১৯৮৮	৪৪৮	৪২৪	১০৫.৬

আরণি ৬ — স্ত্রী ও পুরুষ জনসংখ্যা ও অনুপাত, ১৯৯০-৯৫

১৯৯১	৪৫৫	৪২৭	১০৬.৬
১৯৯০	৪৬২	৪৩৩	১০৬.৬
১৯৯১	৪৫৮	৪৪৬	১০৩.৩
১৯৯২	৪৬৭	৪৬৩	১০০.৯
১৯৯৩	৪৯৬	৪৬৬	১০৬.৮
১৯৯৪	৫১৫	৪৭৫	১০৮.৪
১৯৯৫	৫২৭	৪৯৩	১০৯.৯

১৯০১ সালে টোটোদের জনসংখ্যা ছিল ১৭১। ১৯৬০ সাল থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত টোটোদের গড় বৃদ্ধি বছরে ৪.৫ শতাংশ। কিন্তু ১৯৯১ সাল থেকে টোটোদের জনসংখ্যার বাৎসরিক হার ক্রমশ কমে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত দাঁড়িয়েছে ২.০২ শতাংশ।

সারনি - ৭

জনসংখ্যা ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার, ১৯৯১-৯৫

বৎসর	জনসংখ্যা	জনসংখ্যার বৃদ্ধিরহার
১৯৯১	১২৭	০.৫৭
১৯৯২	১৫৮	০.৩৪
১৯৯৩	১৬২	০.৪২
১৯৯৪	১৯০	২.১১
১৯৯৫	১০১০	২.০২

টোটো বিবাহিতদের মধ্যে স্ত্রীলোকদের সংখ্যা বেশী । এর কারন হোলো টোটো পুরুষদের মধ্যে কয়েকজনের একাধিক স্ত্রী বর্তমান ।

১৯৯৫ সাল পর্যন্ত দেখা যায় যে, বিপত্নীকের সংখ্যা ১৬, যা বিধবাদের তুলনায় ১.০ শতাংশ কম ।

সারনি - ৮

টোটোজন সংখ্যা, বিবাহিত, অবিবাহিত ও বিপত্নীক/বিধবা ।

অবিবাহিত/বিবাহিত	মোট জনসংখ্যা (শতকরা)	পুরুষ (শতকরা)	স্ত্রীলোক (শতকরা)
অবিবাহিত	৬০২(৬০.৩)	৩৩০(৬২.৬)	২৭২(৫৭.৮)
বিবাহিত	৩৬৫(৩৬.১)	১৮১(৩৪.৩)	১৮৪(৩৮.১)
বিপত্নীক/বিধবা	৩৬(৩.৬)	১৬(৩.১)	২০(৪.১)
মোট	১০১০(১০০)	৫২৭(১০০)	৪৮৩(১০০)

টোটো জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন বয়সভিত্তিক শ্রেনী বিন্যাসে বিভাজিত করা হয়েছে তিনটি শ্রেনীতে ।

যেমন:-

ক) ১৪ বছর পর্যন্ত বয়সের অপ্রাপ্ত বয়স্ক,

খ) ১৫ থেকে ৫১ বছর বয়সীদের প্রাপ্ত বয়স্ক,

গ) ৬০ বছর-এর উর্ধ বয়সীদের বয়স্ক ব্যক্তি হিসেবে।

এই প্রসংগে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ৬০ বছরের ক্ষেত্রে ৬৫ বছর ধরা হলেও আদিম উপজাতিদের ক্ষেত্রে ৬০ বছরকে বয়স্ক- শ্রেণী প্রারম্ভিক বয়স হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে।

টোটো সমাজের জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্য হোলো 0-১৪ বছর বয়সীদের সংখ্যাধিক্য। মোট জনসংখ্যার ৪৬ শতাংশ অপ্রাপ্ত বয়স্ক। বয়স্ক ব্যক্তির সংখ্যাল্পতা মৃত্যুর কারন, অর্থাৎ ৪৫ বছর বয়স থেকে টোটো পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে ক্রমবর্ধিত মৃত্যুর হার।

১৯৯১ সালের মে|জুন মাস পর্যন্ত প্রাপ্ত সমীক্ষায় জানা যায় যে, টোটোদের বর্তমান জনসংখ্যা মোট ১১০৮। এর মধ্যে পুরুষ টোটোর সংখ্যা ৫৮১ এবং স্ত্রীলোক টোটোর সংখ্যা ৫২৭।

এখানে উল্লেখ্য যে, এই বয়সে মহিলাদের মধ্যে বিধবার সংখ্যা ৬.৭ শতাংশ বেশী। তাছাড়া ১.৫ শতাংশ অবিবাহিত-৩৫-৪৪ বছরে বিবাহের ১৭.৩ শতাংশ ও বিধবা|বিপত্নীক এর হার ২.৭ শতাংশ। মহিলা ও পুরুষদের মধ্যে তফাৎ প্রায় নেই বললেই চলে। ৪৫-৫৪ বছরের মধ্যে বিবাহিতের হার ৯৭.৭ শতাংশ হলেও বিধবা|বিপত্নীককের হার ১২.৩ শতাংশ।

সারনি ১

বিবাহিত ও বিপত্নীক|বিধবা- (১৯৯৫ সাল)

	মোট জনসংখ্যা	বিবাহিত		বিপত্নীক বিধবা		শতকরা	
		পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী
০-১৪	২৫৪+২১১= ৪৬৫	০	১	-	-	-	০.৫
১৫-২৪	৯১+ ১১০= ২০১	২৫	৫০	-	-	২৭.৫	৪৫.৫
২৫-৩৪	৮৭+ ৭৫= ১৫৬	৭১	৫৩	১	৫	৮৭.৭	৭০.৭
৩৫- ৪৪	৪৪+ ৩৯ = ৭৩	৪৩	৩৮	১	১	৯৭.৭	৯৭.৪
৪৫ - ৫৪	- -	২৯	২৮	৫	৩	৮৫.৩	৯০.৩
৫৫- ৬৪	২০ + ২১ = ৪১	১২	১৩	৮	৮	৬০.০	৬১.৯
৬৫ ও তদূর্ধ	২+ ৪ = ৬	১	১	১	৩	৫০.০	২৫.০
	৫২৭+ ৪৬৩ =৯৯০	১৬৬	১৬৪	১৬	২০	৩৪.৪	৩৮.১

টোটোদের পরিবার:-

টোটো সমাজে যৌথ পরিবার ৮২ শতাংশ । স্বামী, স্ত্রী, অবিবাহিত পুত্রকন্যা নিয়ে টোটোদের পরিবার । শুধু স্বামী স্ত্রী নিয়ে গঠিত পরিবার মোট পরিবারের প্রায় ৪ শতাংশ।অপ্রাপ্ত-বয়স্কদের নির্ভরশীলতার অনুপাত ৬৯.৮ শতাংশ । প্রসংগত জানা যায় যে, তিন শতাংশ পরিবারের শুধু একজন বিধবা|বিপত্নীক নিয়ে সংগঠিত । এই শ্রেনীর বিপত্নীক পুরুষ নিয়ে এবং বিধবা স্ত্রীলোকরা অবিবাহিত পুত্র কন্যাদের সংগেই থাকে । টোটোসমাজে এই ধরনের পরিবার প্রায় আট শতাংশ । যৌথ পরিবারের যথার্থ অস্তিত্ব প্রায় তিন শতাংশ । ৮২ শতাংশ পরিবার স্বামী, স্ত্রী, অবিবাহিত পুত্র কন্যা নিয়ে গঠিত ।

১৯৯৯ সালের মে|জুন মাস পর্যন্ত মোট পরিবার-এর সংখ্যা ২৩২ টি ।

সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী ঢোঁড়োপাড়ার কয়েকটি স্থান রেখাঙ্কিত করা হলো. ——

ঢোঁড়োপাড়ার মানচিত্র নং — ২

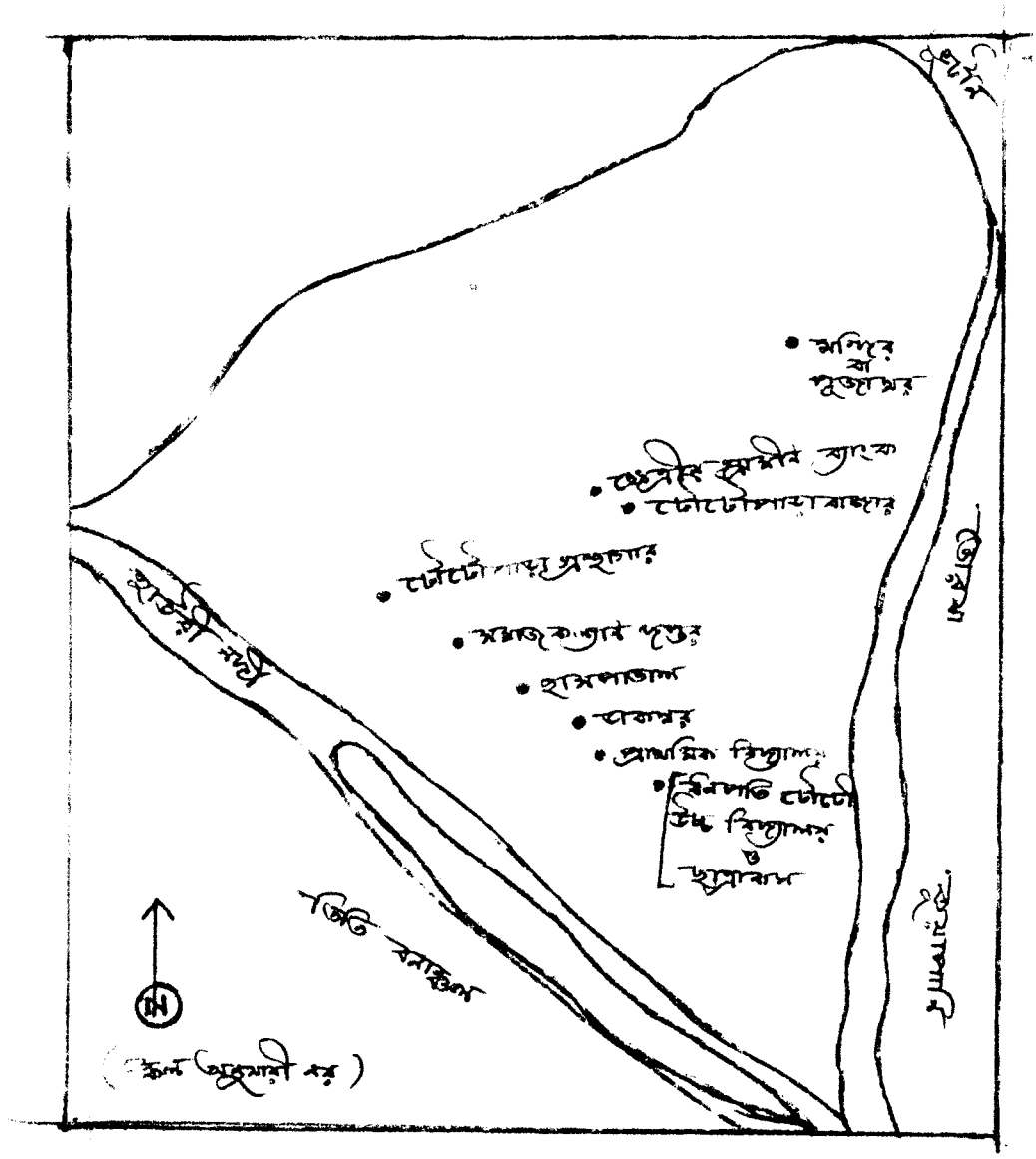

টোটোদের গোত্র,

ক্ষেত্র সমীক্ষার মাধ্যমে জানা গেছে যে, টোটোদের গোত্র সংখ্যা তেরটি (১৩টি)। টোটোপাড়ার সব টোটোরা বাস করে একটিমাত্র গ্রামেই। ওই গ্রাম সাতটি পাড়াতে ভাগ করা আছে। এক একটি 'ঝোরা' পাড়াগুলিকে আলাদা করে রেখেছে।

টোটোদের গোত্রগুলির নাম এখানে দেওয়া হোলো:-

ক) দাঙ্‌ত্রবেই —— Dantrobei

খ) দাঙ্‌কোবেই —— Dankobei

গ) মাঙ্‌কোবেই —— Mankobei

ঘ) লেঙ্‌কাইজীবেই — Lenkaijebei

ঙ) দিরিঙ্‌চাঙ্‌গোবেই — Diringchangobei

চ) পিসোচাঙ্‌গোবেই — Pisochangobei

ছ) নুরেঙ্‌ চাঙ্‌গোবেই — Nurengchangobei

জ) নুবেবেই —-- Nubebei

ঝ) বঙ্‌ওবেই — Bongobei

ঞ) বৌদ্‌বেই - Boudhbei

ট) বদুবেই — Badubei

ঠ) মানৃত্রোবেই — Mantrobei

ড) মানচিঙ্‌বেই — Manchingbei

টোটোপাড়ার গোত্র অনুযায়ী অঞ্চল ভাগ করে একটি চিত্র তুলে ধরা হোলো:-

সারণি – ১০

পাড়ার নাম	গোত্র
(ক) পঞ্চায়েত গাঁও ——	দানৃকোবেই, দাঙত্রবেই, নুবেবেই, মানৃচিঙ্‌বেই।
(খ) মণ্ডল গাঁও ——	দাঙ্‌ত্রবেই, দাঙ্‌কোবেই, নুবেবেই,
(গ) সুর্ব্বা গাঁও ——	লিঙ্‌কাইজীবেই, মানত্রবেই, দিরিঙ্‌চাঙ্‌-কোবেই, নুবেবেই, নুরেনচাঙ্‌কোবেই, দাঙ্‌ত্রবেই, মাঙ্‌কোবেই,
(ঘ) মিত্রাঙ্‌ গাঁও ——	দাঙ্‌ত্রবেই, রঙ্‌ওবেই,
(ঙ) পূঁজা-গাঁও ——	বুদুবেই
(চ) ধূমচি-গাঁও ——	বৌদ্‌বেই,

সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী ঢৌঢৌপাড়ার 'গাঁও' বা গ্রাম রেখাংকিত করা হোলো, —

ঢৌঢৌপাড়ার মানচিত্র নং — ৩

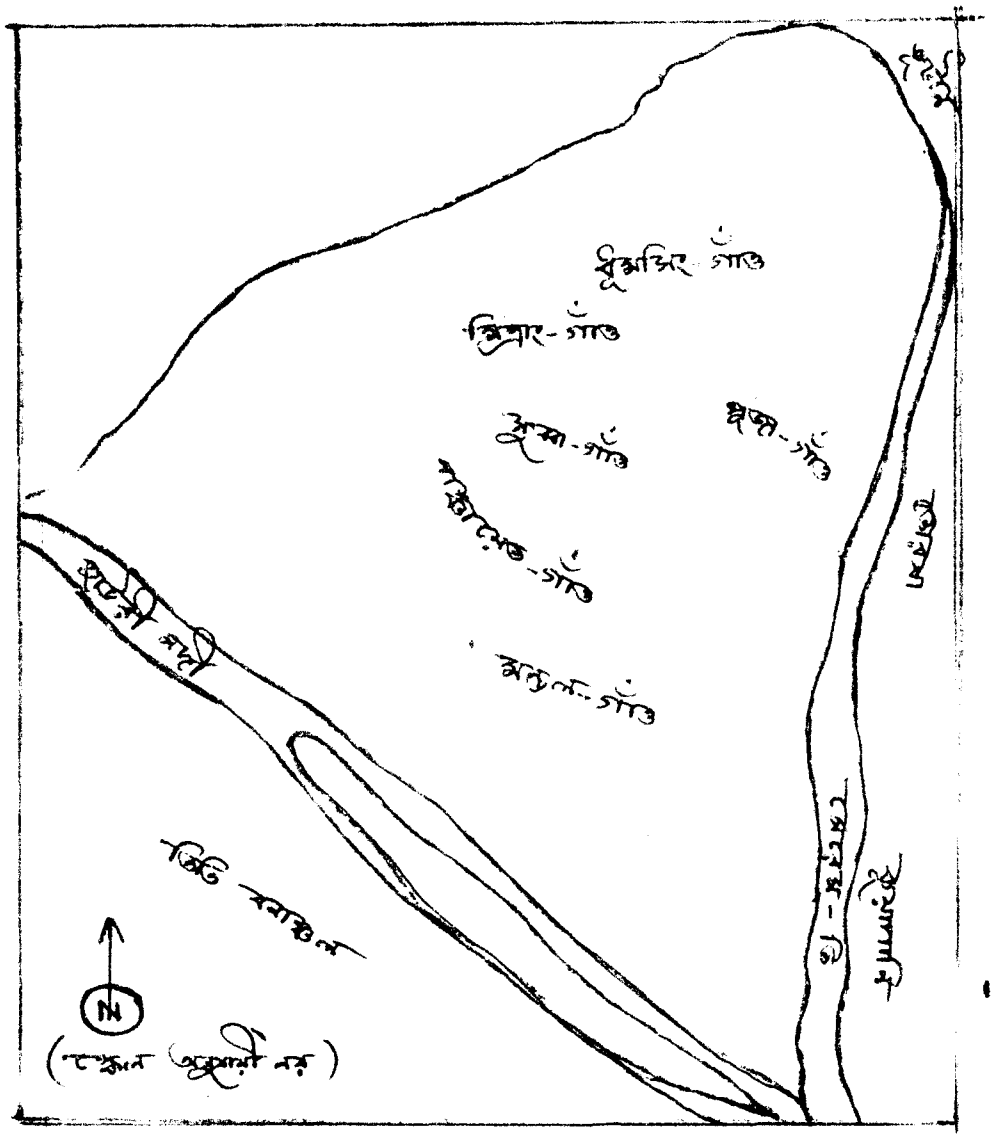

শ্রী বিজয়কেশরী রায়বর্মন টোটোপাড়া সম্বন্ধে বিভিন্নভাবে খোঁজ খবর নিয়ে তাঁর মতামত এইভাবে প্রকাশ করেন যে, প্রথমদিকে টোটোদের মধ্যে কোনও গোত্র বা বিভাগ ছিলো না। সনাতন ভারতবর্ষের প্রচলিত বর্নভেদ অনুযায়ী যেসব, ব্রাহ্মন, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শুদ্র-দের মতো বর্নভেদ পরে টোটোসমাজে প্রচলিত হয়। কয়েকজন বয়স্ক টোটো বিশ্বাস করে যে, পরবর্তী সময়ে যখন নানা কারনে বিভিন্ন সময়ে কয়েকটি টোটো দল অন্যান্য স্থান থেকে টোটোপাড়ায় এসে মিলিত হয়েছে, সেই সময় থেকেই তাদের মধ্যে গোত্রবিভাগ-এর সৃষ্টি হয়েছে।

বয়স্ক টোটোদের কাছ থেকে জানা যায় যে, সতেরো জন টোটো ভুটান যুদ্ধে হেরে গিয়ে পালিয়ে এসে বর্তমান জায়গায় বসতি স্থাপন করে। তাদের মধ্যে চারজন পরবর্তীসময়ে মারা যায়। যুদ্ধের পর বেঁচে ছিলো মোট তেরো জন টোটো। এই তেরোজন টোটোর নাম অনুসারে টোটোপাড়ায় টোটোদের মধ্যে তেরোটি গোত্র বা গোষ্ঠী গড়ে উঠেছে।

টোটোদের পোষাক:-

টোটো পুরুষদের পোষাককে 'আজৌয়া' বলে। চার হাত লম্বা আর দুহাত চওড়া একটি কাপড় আড়াআড়িভাবে গলা থেকে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। কাপড়ের কোনগুলো কাঠ বা বাঁশের টুকরো দিয়ে ঘাড়ের কাছে আটকানো থাকে। কোমরে আর একখন্ড কাপড় জড়িয়ে ভুটিয়াদের মতো পকেট তৈরী করে।

এই পকেটে মতো অংশে পান, সুপারী এবং অন্যান্য জিনিস রাখা হয়। কোমরে ঝোলানো থাকে তলোয়ার-এর মতো একটি অস্ত্র। এর নাম 'পাটাং'।

টোটো স্ত্রীলোকরা সারা শরীরে মোট চার টুকরো কাপড় পরে। একখন্ড কাপড় কোমরে জড়িয়ে পরে। একখন্ড কাপড় বুকে জড়িয়ে দেয়। একখন্ড কাপড় কোমরে বেল্টের মতো জড়িয়ে দেয়। বিবাহিতা মহিলারা একখন্ড কাপড় মাথায় পাগড়ির মতো ব্যবহার করে। মেয়েদের পোষাকের এই চার খন্ড কাপড়কে এক অংগে বলে 'মেরা'।

গৃহস্থালী কাজের সময় টোটো স্ত্রীলোকরা সন্তানকে পিঠে বেঁধে রাখে। সন্তানকে পিঠে বেঁধে রাখবার জন্য শিশুর মা একখন্ড কাপড় ব্যবহার করে। একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই কাপড়টি শিশুর মাকে গ্রহন করতে হয়। 'চিমাযরের' পুরুষ দেবতা 'ওডা' এবং স্ত্রী দেবতা 'শিশু'-র নামে মুরগী ও মদ সহ অন্যান্য উপাচার দিয়ে পুজো দিতে হয়। তারপর সেই দেবতাদের কাছে কাপড়টি ব্যবহার করবার জন্য অনুমতি চাওয়া হয়। তাছাড়া নবজাতক শিশুর জন্য আশীর্বাদ প্রার্থনা করা হয়। এই পূজায় কোনও পুরোহিতের দরকার হয় না।

এই কাপড়টিকে বলে 'বদি-লংমি'।

টোটোদের সমাজব্যবস্থা :-

টোটোপাড়ার টোটোসমাজের প্রধান হলো 'কাইজি' । 'কাইজি' সনাতন ধর্মীয় পরিষদের মুখ্য ব্যক্তি । 'দিরিংচাংকোবে' নামের গোত্র 'কাইজির' জন্য নির্দিষ্ট ।

'' দাংকোবে' গোত্রের সনাতন পরিষদের ধর্মবহির্ভূত গোষ্ঠীর প্রধান হলো মন্ডল । এখানে উল্লেখ যে, পুরোহিত কাইজি এবং মন্ডল বংশপরম্পরায় হয়ে থাকে ।

কারবারী বা সংবাদবাহকের কাজ হোলো এই যে, 'কাইজি' অথবা মন্ডলের বক্তব্য সমস্ত টোটোপাড়ায় জানিয়ে দেওয়া । 'কাইজি' ও মন্ডলকে সমাজের সার্বিক নিয়মশৃঙ্খলার দিকে কঠোর দৃষ্টি রাখতে হয় ।

ধর্মীয় বিষয় পরিচালনা করা ছাড়াও সামাজিক বিচার কাজের দায়িত্বও 'কাইজির' ।

কোন ও 'কাইজির' পুত্র সন্তান না থাকলে সে কারও কাজ থেকে পছন্দমতো পুত্র সন্তান দত্তক নিয়ে বংশ রক্ষা করে । সেই 'দত্তক' পুত্র সন্তানই পরবর্তী সময়ে 'কাইজি' হিসেবে পরিগনিত হয় ।

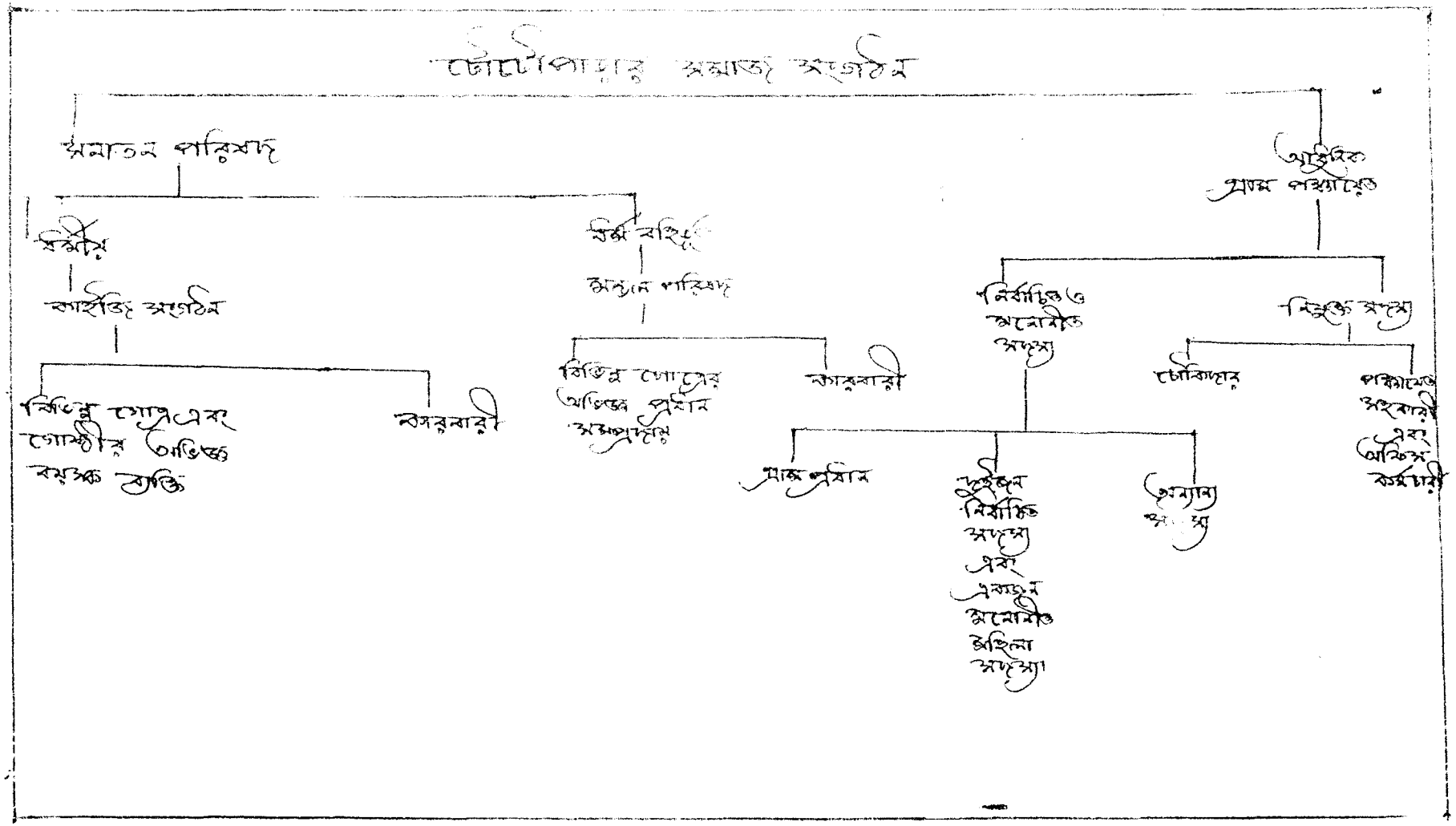
চৌটোপাড়ার সমাজ সংগঠন
সনাতন পরিষদ
ধর্মীয়
কাইজি সংগঠন
বিভিন্ন গোত্র এবং গোষ্ঠীর অভিজ্ঞ বয়স্ক ব্যক্তি
কারবারী
ধর্ম বহির্ভূত
মন্ডল পরিষদ
বিভিন্ন গোত্রের অভিজ্ঞ প্রধান সম্প্রদায়
কারবারী
আধুনিক গ্রাম পঞ্চায়েত
নির্বাচিত ও মনোনীত সদস্য
গ্রাম প্রধান
দুইজন নির্বাচিত সদস্য এবং একজন মনোনীত মহিলা সদস্য
অন্যান্য সদস্য
নিযুক্ত সদস্য
চৌকিদার
পঞ্চায়েত সহকারী এবং অফিস কর্মচারী

বিবাহ:-

টোটো সমাজে বিয়ের অনুষ্ঠান দুভাবে হয়। বিয়ের অনুষ্ঠানে কে কয়টি শুয়োর, গরু, মুরগি কাটতে পারবে এবং কে কতজনকে নিমন্ত্রণ করতে পারবে তার উপর হিসেব করে নির্ধারিত হয় বড় বিয়ে বা "দেববিহৌ" এবং ছোটো বিয়ে বা 'চিয়োওয়াবিহৌ' অথবা 'টেয়াবিহৌ'।

হিন্দুদের মত টোটোদেরও একগোত্রে বিয়ে হয় না। তবে কয়েক পুরুষ পার হয়ে গেলে দুই পরিবারের মধ্যে বিয়ে হতে বাধা নেই। পিসি বা মামার মেয়েকে টোটোরা বেশী পছন্দ করে।

টোটোদের বিয়েতে গরু কাটতেই হয়। গরুর সামনের ডান পায়ের মাংসের টুকরো আগুনে ঝলসে 'ইউ' সহ 'সানৃজাহিসৃপা' দেবতার নামে উৎসর্গ করতে হয় বর বধূকে। কারণ টোটোদের বিশ্বাস এতে নব বর বধূর মঙ্গল হয়।

টোটোদের মধ্যে একটি নিয়ম প্রচলিত আছে। কোনোও টোটো মেয়ের স্বামীর ঘরে মন না টিকলে সে অন্য পুরুষের ঘরে যেতে পারে। কোনও টোটো পুরুষ তার বৌ-এর মৃত্যুর পর 'শালীকে' (বৌ-এর বোন) অথবা দাদার মৃত্যুর পর বৌদিকে বিয়ে করতে পারে।

টোটো সমাজে বিধবা বিবাহ প্রচলিত। এখানে উল্লেখ যে, অন্যান্য আদিবাসী সমাজের মতো টোটোদেরও কন্যাপন দিতে হয় না।

বিয়ের দিন নতুন বৌ কে মাথায় বাঁধবার জন্য একখন্ড কাপড় দেওয়া হয়। এইকাপড়টিকে বলে'জেরাম্বি'। এই 'জেরাম্বি' নতুন বৌকে দেবার পর নতুন বৌ তা মাথায় বাঁধে। এরপর নতুন বৌ ও বরকে 'ইউ' পরিবেশন করা হয়। নতুন বরও বৌ পানপাত্রে 'চুমুক' দেবার পর উপস্থিত সকলকে পানপাত্রে চুমুক দেয়।

টোটো সমাজে নিয়ম আছে যে, ছেলের বিয়ে হবার পর বৌ ঘরে এলে ছেলে এবং বৌকে আলাদা সংসার সাজিয়ে দিতে হয়। বিয়ের পর টোটোমেয়ের পিতাসম্পত্তি পায়না। যদি কোনও টোটোর পুত্র সন্তান না থাকে তাহলে সে অন্য কোনোও টোটোর ছেলেকে নিজের ছেলে হিসেবে দত্তক নিতে পারে। পরে সেই ছেলে ধর্ম'পুত্র' হিসেবে সেই টোটোর সম্পত্তি পাবে।

টোটোদের সমাজে বিবাহ বিচ্ছেদের ঘটনা নেই। স্বামী এবং স্ত্রীর মধ্যে বনিবনা না হলে গ্রামের প্রধান ঐ স্বামী এবং স্ত্রীকে উভয় পক্ষের পিতামাতা আত্মীয় স্বজনসহ সকলকে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় জমায়েত হতে নির্দেশ দেয়। পরে আলোচনার মাধ্যমে স্থির হয় বিষয়টির ফলাফল।

প্রধান যদি আলোচনার মাধ্যমে বুঝতে পারে যে, উক্ত স্বামী-স্ত্রী একত্রে বসবাস করতে পারবে তাহলে সেই নির্দেশ দেয়। আর একত্রে বসবাস অসম্ভব হলে বিয়ে ভেঙ্গে দেবার নির্দেশ দেয় এবং বিয়ে ভেঙ্গে যায়। টোটোপাড়ার সব টোটোই এই প্রধানের নির্দেশ মানতে বাধ্য এবং টোটোপাড়ার প্রত্যেক টোটোই নির্দেশ মেনে চলে। ক্ষেত্র সমীক্ষায় তথ্য সংগ্রহ অনুযায়ী জানা যায় যে, টোটোপাড়ার মণ্ডল গাঁওয়ের দাংকোবেই গোত্রের দীনেশ টোটোর দ্বিতীয়া স্ত্রী আলো নি টোটো দীনেশ টোটোর সংগে সম্পর্ক ত্যাগ করে ধুমচী গাঁও-এর বৌদ্ধবেই 'গোত্রের' বকসিং টোটোর সংগে বসবাস করতে যায় এর ফলে টোটোসমাজের নিয়ম অনুযায়ী টোটোপাড়ার টোটো - প্রধানের নির্দেশমতো দীনেশ টোটোর পরিবার ক্ষতিপূরন বাবদ ১৫০ টাকা পায়। ডঃ অমিতাভ সরকার তার প্রকাশিত বই 'Yeto : Society and Change' — বইটিতেও বিষয়টি সম্বন্ধে কিছুটা উল্লেখ করেছেন।

টোটোদের ধর্ম:-

টোটোরা প্রধানত: অগ্নি উপাসক।আগুনকে এরা খুব পবিত্র বলে মনে করে। ভোগ্যদ্রব্যগ্রহন করবার আগে সেই দ্রব্যের কিছু অংশ প্রথমে অগ্নিকে উৎসর্গ করে।

টোটোদের পূজা-পার্বনে ফুল, বেলপাতা ব্যবহারের প্রচলন নেই। গরু, মুরগী, শুয়োরের মাংস, রান্না করা ভাত, 'ইউ' মদ্যো

এদের পূজার উপকরনের প্রধান উপাদান বা সামগ্রী । টোটোরা জড়ের উপাসক । জংগল, ঝরনা, নদী, গাছ, পাথর এবং অপদেবতার পূজা করে । কোনো নির্দিষ্ট মূর্তি নেই । 'মহাকাল'-কে টোটোরা 'আদিপিতা' বলে মনে করে ।

টোটোদের পূজা বা উপাসনার ঘরকে বলে 'দেয়শা' । ব্যক্তিগত উপাসনা বা পূজার সময় এরা সমবেত উপাসনার সময় নৃত্য চলে এবং নৃত্যকে এরা প্রধান্য দেয় । পূজা বা উপাসনা চলাকালীন 'ইউ' (মদ্য) পান করা এদের সমাজে অশাস্ত্রীয় নয় ।

টোটোদের সমাজে যে, কোনও উৎসবেই বলি দেবার প্রথা আছে । পশু, শূয়োর, মুরগী ইত্যাদি বলি দেওয়াহয় । ধর্মীয় নির্দেশ অনুযায়ী 'ওয়ুয়ু' পূজা হওয়ার আগে কেই কমলালেবু খায় না ।

টোটোদের বলিদানের বিচিত্র বিন্যাস দেখে মনে হয় টোটোদের মধ্যে আদিকালে হয়তো নর বলি দেবার প্রথা ছিল । কারন বলিদান এবং অগ্নিতে উৎসর্গ করবার সময় এরা যে, মন্ত্র উচ্চারন করে তার সম্পূর্ন মর্মার্থ যথার্থ বোঝা না গেলেও কিছু কিছু অর্থ বোঝা যায় । আর এথেকে মনে হয় যে, টোটোরা এমন কতগুলো দ্রব্য অগ্নিতে উৎসর্গ করে, আহুতি দেয় যা নরমাংসের বিকল্প বলে মনে করা যেতে পারে । তবে

স্বীকার্য যে, সুদূর অতিতকালে টোটো উপজাতিদের মধ্যে নরবলি দেবার প্রথা প্রচলিত থাকলেও পরবর্তীকালে অর্থাৎ বর্তমানের পরিস্থিতিতে নানা কারনে নরবলি দেবার প্রথা বন্ধ হয়ে গেছে। তবে একথা বলা যায় যে, টোটোরা আদিম ধর্ম বিশ্বাস নির্ভর দৈব শক্তিকে পরিহার করে চলতেই বেশী পছন্দ করে।

টোটোদের পুরোহিতরা বিভিন্ন নামে পরিচিত। যেমন, :-

ক) কোচিংবে,

খ) লাডাই কোদিডা,

গ) দিরিংকাইজী,

ঘ) দেখইয়া দেউস্থাংবে,

ঙ) চিউসুদেউসীবে,

টোটোদের দৈনন্দিন জীবনে পান, সুপারী অপরিহার্য্য। কিন্তু পূজা বা উপাসনায় পান লাগে না।

এরা সিঁদুরের ব্যবহার জানে না । তবে অনেক বিবাহিত টোটো মেয়ে সিঁদুরের মত গুঁড়ো রং সাজবার জন্য ব্যবহার করে ।

টোটোদের সমাজে এখন পর্যন্ত ধর্মান্তরকরনের কোনও খবর পাওয়া যায়নি । টোটোরা নিজেদের হিন্দু, সনাতন, ধর্মী বলেই পরিচয় দেয় ।

টোটোদের সমাজে ধর্মীয় গান গাইবার জন্য বাধা লোক আছে । কিছু গান সহকারী পুরোহিতরা গেয়েথাকেন, কিছু গান টোটোদের মতে স্বপ্নদ্রষ্টা ব্যক্তিদের রচিত এবং তাড়াই এসব গান গাইতে পারে । এসব গানের গায়ককে বলা হয় 'লেতিগেহুয়া' । এরা প্রচার করে যে, এরা নাকি সবসময় দেবতার কাছ থেকে স্বপ্নাদেশ পায় । বিভিন্ন ধরনের গান গায় এরা । তাছাড়া এইসব গান এই বিভাগের পুরোহিতরাই গেয়ে থাকে । অন্য কেউ এসব গান গাইবার অধিকার পায় না ।

এই ধরনের গানগুলিকে বলা হয় 'মাওগনীক' গান' ।

টোটোদের আদি এবং প্রধান দেবতার নাম 'ঈশপা'। এই 'ঈশপা' দেবতা আসলে পুরুষ ও প্রকৃতি এই দুইয়ের মিলিত রূপ। আলাদাভাবে এদের বলা হয় 'সাইনরুা' এবং 'সাইনবামি'।

টোটোদের পূজার ঘরে বহুকালের পুরানো দুটি ঢোলজাতীয় বাদ্যযন্ত্র আছে। এগুলি "রাকুং" নামে পরিচিত। ধর্মীয় অনুষ্ঠানের গান গাইবার সময় এই বাদ্যযন্ত্র দুটি বাজানো হয়।

এই বাদ্যযন্ত্রদুটির মধ্যে একটি বাদ্যযন্ত্র মেয়েদের এবং একটি ছেলেদের জন্য চিহ্নিত আছে। 'পূজা ঘর'-এর পূর্বদিকের বাদ্যযন্ত্রটি মেয়েদের, আর পশ্চিমদিকে ঝোলানো থাকে ছেলেদের বাদ্যযন্ত্রটি।

টোটোরা ছাড়া আর কেউ এতে হাত দিতে পারে না।

↑ পূজা ঘরে বাহুং

↑ টোটোপাড়ার বাঁশবন

↑ আদারীঘাট থেকে টেটেপাড়া রওনা হচ্ছে বাস

↑ টেটেপাড়ায় মঙ্গলবার এর বাজার

(৯৪)

টোটোপাড়ায় যাতায়াত ব্যবস্থা :-

মাদারীহাট থেকে টোটোপাড়ায় যাবার পথটি জঙ্গলাকীর্ন । কয়েকটি নদী ও ঝোরা পথে পড়ে । তাছাড়া ছোটও উঁচু জঙ্গলাকীর্ন টিলাও পথে পড়বে । এই রাস্তাটি জনবসতিহীন ।

মাদারীহাট বাস স্টপেজ থেকে সকালে ও দুপুরে বাস যায় দুবার । ঐ বাসই আবার টোটোপাড়া বাজার থেকে ফিরে আসে মাদারীহাট পর্যন্ত ।

জলপাই গুড়ি ও শিলি গুড়ি থেকে মাঝে মাঝে টোটোপাড়ায় বাস যাতায়াত করে ।

আলিপুর দুয়ার থেকে দুপুর দুটোর সময় একটি স্টেট বাস সরাসরি টোটোপাড়া যায় মাদারীহাট হয়ে । ঐ বাসটি পরদিন সকালে রওনা হয়ে বেলা প্রায় সাড়ে দশটা নাগাদ আবার আলিপুর দুয়ারে ফিরে আসে ।

এছাড়াও ট্যাক্সি বা বাসভাড়া করেও টোটোপাড়ায় যাওয়া যায় ।

↑ সঙ্গীত টোটো — টোটোদের অর্থে
(১৯৯৮ সালে) প্রথম প্রতক

টোটোদের ভাষা :-

টোটোদের ভাষাকে 'ভোট-ব্রহ্ম' ভাষাগোষ্ঠীর অংশ হিসেবে মনে করা হয়। কারন টোটোদের নিজস্ব কোনও লিখিত ভাষার সন্ধান পাওয়া যায় নি। শ্রুতির মাধ্যমেই তাদের সবরকম নিয়মকানুন, মন্ত্র, শিক্ষা, সাহিত্য ইত্যাদি চলে আসছে। আর শাস্ত্রীয় আচার-অনুষ্ঠান পুরোহিতরাই পরিচালনা করে, কারন টোটোদের লিখিত কোনও ধর্মপুস্তক নেই। পুরোহিতরা সকলে বংশপরম্পরাগত ভাবে এবং উত্তরাধিকারসূত্রে অর্জিত অলিখিত মন্ত্র উচ্চারন করে আচার-অনুষ্ঠান পরিচালনা করে।

লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, টোটোদের ভাষাতে এবং পোশাকে নেপালী প্রভাব বেশী। টোটোদের নিজেদের ভাষা "Sino - Tibetan" শাখার ভাষা ছাড়াও নেপালীভাষার প্রভাব বেশী। কারন টোটোরা ছোটবেলা থেকেই নেপালীদের সংগে সামাজিক ব্যাপারে ঘনিষ্ঠতার সুযোগ পায়। সমীক্ষায় জানা গেছে যে, তৎকালীন টোটো প্রধান ধনপতি টোটোর অনুমতিক্রমে প্রায় বারো ঘর নেপালীকে টোটোপাড়ায় বসবাস করবার অনুমতি দিয়েছিলো, যাতে টোটোদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনযাত্রা উন্নতিলাভ করতে পারে।

টোটোপাড়ায় এবং পাশাপাশি অঞ্চলে বাঙালী, বিহারী, মেচ, গারো, নেপালী উপজাতির লোক বসবাস করে। ফলে টোটোরা এদের সংস্পর্শে এসে বেশ কয়েকটি ভাষার সঙ্গে পরিচিত হতে পারছে। প্রায় প্রত্যেক টোটোই নিজেদের ভাষা ছাড়াও অন্যান্য ভাষায় নিজেদের ভাবপ্রকাশ করতে পারছে।

টোটোদের শিক্ষাদীক্ষা

টোটোদের মধ্যে খুব কমসংখ্যক ছেলেমেয়ে বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করতে যায়। টোটোপাড়ায় একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। এই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কাছাকাছি একটি জুনিয়র হাই স্কুল আছে। স্কুলটি পাকা। এই স্কুলঘরের সংলগ্ন তৈরী হয়েছে "আশ্রম হোস্টেল"। লুথার্ন ওয়ার্ল্ড সার্ভিসের পক্ষ থেকে এই স্কুলঘরটি স্থাপনা এবং সংস্কার করা হয়েছে।

নন ফর্মাল এডুকেশন সেন্টার আছে দুইটি।

টোটো কল্যাণ সমিতির উদ্যোগে বয়স্ক শিক্ষাক্ষেত্রের কাজের জন্য বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র চালু হয়েছে।

টোটোপাড়ায় একটি লাইব্রেরী চালু করা হয়েছে। লাইব্রেরীটি পাকাভাবে তৈরী হয়েছে। এই লাইব্রেরীতে বিমল টোটো গ্রন্থাগারিক হিসেবে কাজ করে।

ভক্ত টোটো এবং মুক্তারাম টোটো মাধ্যমিক পাশ। ভক্ত টোটো কেন্দ্রীয় গ্রামীন ব্যাংকের কর্মী এবং এই ব্যাংকটি টোটোপাড়ায় অবস্থিত।

মহিলাদের মধ্যে সাধনা টোটো মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছিল কিন্তু মাধ্যমিক উত্তীর্ণ হতে পারেনি ।

পুরুষ টোটোদের মধ্যে সঞ্জীব টোটো টোটোদের মধ্যে প্রথম স্নাতক । সে ১৯৯৮ সালে আলিপুর দুয়ার কলেজ থেকে স্নাতক হয় । বর্তমানে সঞ্জীব টোটো শিলিগুড়িতে কম্পিউটার প্রশিক্ষন এর শিক্ষার্থী ।

টোটোদের আয়ু:-

টোটোদের গড় আয়ু পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স থেকে পঞ্চাশ বছর বয়সের মধ্যে । টোটোদের মধ্যে অন্নহার খুব কম । শিশু মৃত্যুর হার খুব বেশী । "অ্যানথ্রোপোলোজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া"-র সমীক্ষায় ধরা পড়েছে যে, ভারতবর্ষের গ্রামীন এলাকাতে প্রতি হাজারে শিশুমৃত্যুর হার ১১৩.৮জন । কিন্তু টোটোপাড়ায় শিশু মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ১৫৯.০৯ জন ।

↑ টোটোপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়

↑ ধনপতি টোটো উচ্চ বিদ্যালয়

ভাষা বিবর্তনের ক্রমবিকাশ পরিচিতি

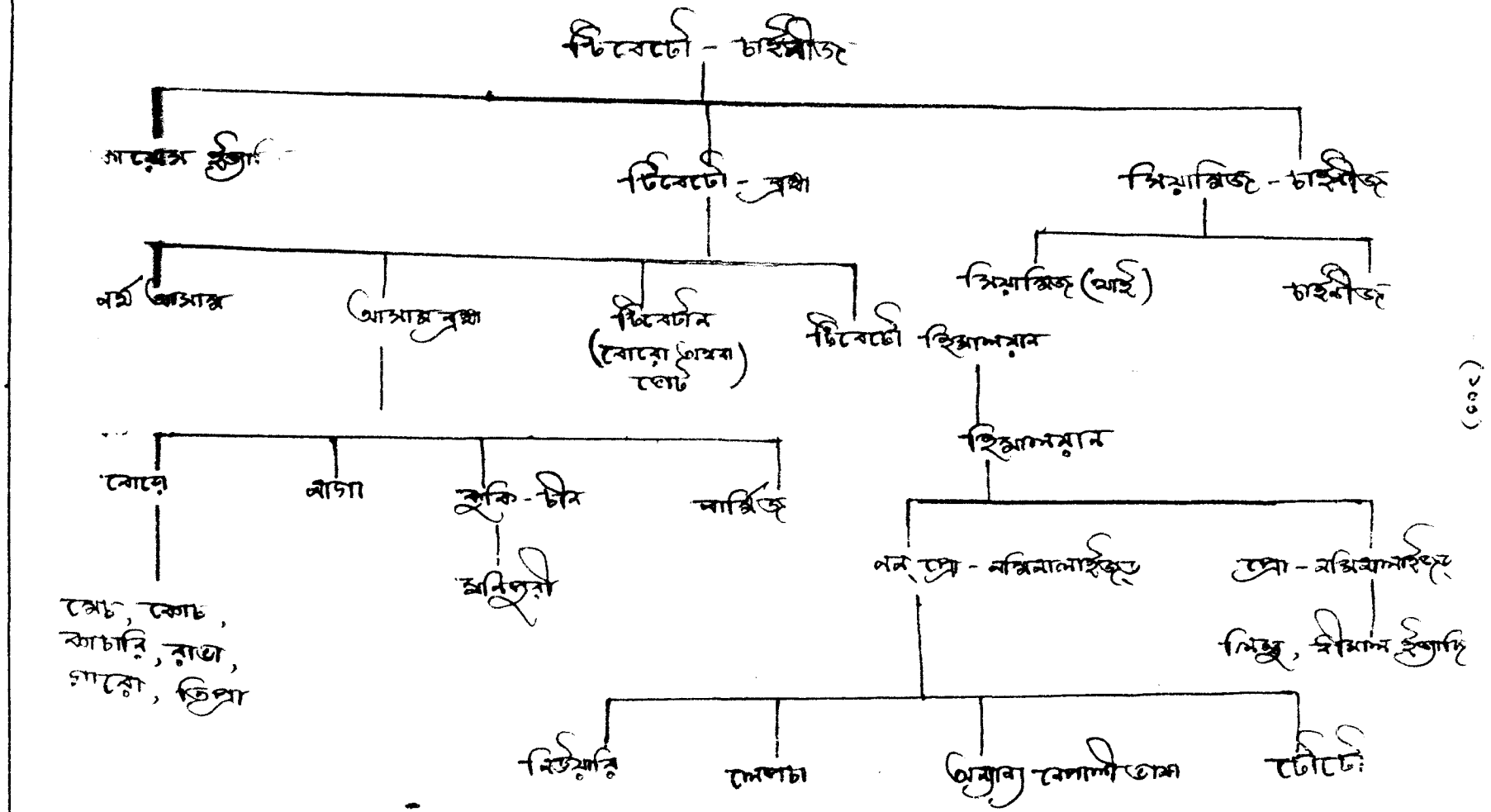

টোটোদের গহনা বা অলংকার:-

টোটো পুরুষ এবং স্ত্রীলোক সকলেই গহনা পরতে ভালোবাসে। এদের মধ্যে সোনার ব্যবহার দেখা যায় না। অর্থাভাবের দরুন হয়তো এরা সোনা ব্যবহারে অক্ষম।

পুরুষ টোটোরা কানে বড় 'রিং' এবং গলায় 'তিসে' নামের মালা পরে। মেয়েরা গলায় মালা, কানে দুল, হাতে মোটা ধরনের চুড়ি পরতে ভালোবাসে। রুপা ও দস্তা দিয়ে তৈরী গহনাই টোটোরা বেশী ব্যবহার করে।

বর্তমানে টোটো পুরুষদের মধ্যে গহনা পরবার প্রচলন অনেক কমে গেছে।

চিকিৎসা :-

টোটোরা তাদের বিভিন্নরকম অসুস্থতায় বিভিন্ন গাছগাছালি নানাভাবে ব্যবহার করে থাকে । এখানে কিছু উল্লেখ করা হোলো :-

১) চর্মরোগ --'লুতো' গাছের পাতা ভালো করে ছেঁচে নিয়ে চর্মরোগাক্রান্ত জায়গায় লাগায় ।

২) জ্বর ---'পাগরা' গাছের শেকড়ের রস খায় ।

৩) উদরাময় ---'সর্দিমদি' গাছের শেকড়ের রস খায় ।

৪) চোখ ওঠা, রাত কানা --'সর্দিমদি' গাছের পাতার রস বের করে নিয়ে চোখে লাগায় ।

৫) সর্দি ----'মাকাইবি' গাছের পাতার রস নিয়ে নাক দিয়ে গন্ধ শোঁকে ।

৬) বদহজম -- 'মাকাইবি' গাছের পাতার রস খায় ।

৭) জ্বর ---'কোরেংদাবেই' গাছের শিকড় গুঁড়ো করে খায় ।

৮) প্রসব বেদনা --'কোরেংদাবেই' গাছের শিকড় গুঁড়ো করে খায় প্রসব বেদনা কমাতে ।

৯) রক্তচাপ বৃদ্ধি --'কোরেংদাবেই' গাছের শিকড় রস করে খায় ।

১০) বিষাক্ত পোকার কামড়ে --'লাবুগায়া' গাছের ছাল এবং পাতার রস দংশিত স্থানে লাগায় ।

১১) দাঁত ও মাড়ির অসুখে—— আক্রান্ত স্থানে 'দিরিমাই' গাছের
(রক্ত পড়া ইত্যাদি) পাতার রস লাগায় ।

১২) পাকস্থলী সংক্রান্ত রোগে — 'লাংগুদি' গাছের ছালের রস খায় ।

১৩) মাথাব্যথা হলে — 'দেইসিং' গাছের পাতার রস লাগায় ।

১৪) আলসার —— 'দেইসিং' গাছের পাতার রস খায় ।

১৫) বসন্ত রোগে — 'হরসু' গাছের পাতা গুঁড়ো করে বসন্তের গুটির
উপর লাগায় ।

১৬) ভাঙা, মচকানো —— 'হরসু' গাছের পাতা সেদ্ধ করে চটকে মলমের
মতো করে । তারপর সেই পাতায় মণ্ড পুলটিশের
মতো করে আঘাতপ্রাপ্ত স্থানে লাগায় ।

১৭) ঠাণ্ডা লাগা ও সর্দিতে — 'কিসিং' গাছের পাতা এবং শিকড় রস
করে খায় ।

১৮) মুখে কোনও আঘাত লেগে রক্ত পড়া —'দুবা' বা দুর্বাঘাস থেঁতো
করে তার রস বের করে নিয়ে
আঘাতপ্রাপ্ত স্থানে লাগায় ।

১৯) শরীরের কোনও অংশ ফুলে যাওয়া — 'বিরসই' গাছের পাতা ভালো
করে ডলে নিয়ে শরীরের
ফুলে ওঠা অংশে লাগায় ।

(২০) পেটে বায়ু _____ 'কারিপাতা'-র রস খায় ।

(২১) পেটে কৃমি _____ 'পেতংবা' গাছের শিকড় বেটে খায় ।

(২২) কাশি _____ 'চইগ্রাস' গাছের শিকড় চিবিয়ে খায় ।

(২৩) নিউমোনিয়া _____ 'চিনিঝাড়'-এর ফল গুঁড়ো করে খায় ।

(২৪) হাড়ভাঙ্গা _____ 'বেচুর' গাছ বেটে ভাঙ্গা জায়গায় 'প্রলেপ' দেয় ।

(২৫) কাঁপুনী জ্বর _____ 'কালসীমা'-র পাতা বেঁটে সামান্য নবন দিয়ে খায় ।

(২৬) শরীরে ঘা, ক্ষত _____ 'সিপলীগান'-এর কচিপাতা ভেজে খায় ।

(২৭) চোট লেগে নখ উঠে-
গেলে - _____ 'দুবাগাংশে' থেঁতো করে রস লাগায় ।

↑ টোটোপাড়া তফসিলী গ্রামীণ ব্যাংক

↑ টোটোপাড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র

↑—টোটোপাড়া অংগনওয়াড়ি কেন্দ্র

↑—টোটোপাড়া আদিবাসী কল্যাণ কেন্দ্র

নিজের বাড়ীর সামনে সত্তরোর্ধ মহিলা মিচুমা টোটো

সূচনা টোটোর কাছ থেকে তথ্য সংগৃহীত হচ্ছে

বানী চৌধুরীর কাছ থেকে তথ্য সংগৃহীত হচ্ছে

দুই সন্তান সহ মহিমা চৌধুরী ও গবেষিকা

টোটোপাড়ায় পরিবর্তন:-

ভারতবর্ষের পঁয়ষট্টি টি আদিম উপজাতির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের 'বীরহড়,' 'লোধা'-দের মতো 'টোটোরা'ও আদিম উপজাতি কিন্তু আজকের টোটো সমাজে অনেক আধুনিক। পোশাক-পরিচ্ছদ, আচার-আচরন, সংস্কৃতি, চালচলন, খাদ্যাভ্যাস এমনকি সাংস্কৃতিক জীবনেও আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে। এর ফলে শুরু হয়েছে তাদের সার্বিক অবক্ষয়।

টোটোপাড়ায় বর্তমানে নেপালী, ভুটিয়া, পারো, বিহারী, মারোয়াড়ী, বাঙালী সম্প্রদায়ের কিছু লোক এসে বাস জমি দখল করে বসছে। বর্তমানে এই এলাকায় তারা অপেক্ষাকৃত বড় জনগোষ্ঠী হতে চলেছে। একসময় এই টোটোপাড়ার সব জমি, বনজঙ্গল টোটোদের জন্যই সংরক্ষিত ছিল। সার্ভারসনের রিপোর্ট অনুযায়ী জানা যায় যে, ১৮৯৪ সালে ১,১৫৮.৫১ একর জমি ছিলো টোটোদের। কিন্তু ১৯৬৯ সালে সংরক্ষন আইন উঠে যাওয়ায় টোটো সমাজ বিপন্ন।

১৯৫৯ সালে ভারত মহাজাতি মণ্ডল এই টোটোপাড়াতে একটি 'টোটোকল্যান কেন্দ্র' স্থাপন করে। টোটোদের ও টোটো সমাজের উন্নয়নের জন্য 'নুথার্ন ওয়ার্ল্ড সার্ভিস' বিভিন্ন কাজ শুরু করে। 'আদিবাসী কল্যান দপ্তরের' সহায়তায় জল সরবরাহ, বাসস্থান নির্মান ইত্যাদি

কাজ শুরু হয় ১৯৭৪ সাল থেকে। ১৯৭৮ সালে প্রথম পর্যায়ের নির্বাচন হয় এবং পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চালু হয়।

টোটোদের বিভিন্ন উন্নয়নের কাজে ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত খাতে তিন কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে। কিন্তু প্রায় পনেরো বছরে টোটো জনসংখ্যা বেড়ে প্রায় দ্বিগুন হয়েছে। টোটোদের জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ন দিক 'স্বাস্থ্য পরিষেবা' ব্যবস্থা উপেক্ষিত। স্বাস্থ্য দপ্তরের অবহেলার ফলে টোটোপাড়ায় স্বাস্থ্য পরিষেবার ব্যবস্থার উন্নতি করা সম্ভব হয়নি। কয়েকলক্ষ টাকা খরচ করে 'টোটোপাড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র' তৈরী করা হয়েছে। রোগী স্থানান্তরকরনের জন্য 'অ্যাম্বুলেন্স' রয়েছে। কিন্তু অ্যাম্বুলেন্স-এর চালক না থাকবার কারনে দীর্ঘ প্রায় তিন বছর ধরে 'অ্যাম্বুলেন্স' সরকারী আবাসে তালাবন্দী হয়ে পড়ে আছে। 'এক্সরে' মেশিন দেওয়া হলেও 'মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট' নেই। অনুন্নত কল্যান দপ্তর থেকে টোটোপাড়ার স্থায়ী বাসিন্দা প্রয়াত দীনেশ টোটোর ছেলে দিলীপ টোটোকে ড্রাইভিং প্রশিক্ষন দেওয়া হয়। সাফল্যের সংগে 'চালক' হিসেবে উত্তীর্ন হয়ে সে এখন 'লাইসেন্স' প্রাপ্ত কর্মহীন মানুষ। স্বাস্থ্যদপ্তর এখন পর্যন্ত তাকে নিয়োগপত্র দেয়নি।

চারু চন্দ্র সান্যালের উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৫০ সালে টোটোপাড়ায় চর্মরোগ বিশেষজ্ঞকে পাঠায়। ১৯৫৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাস থেকে ডা: আশীষ দত্তের নেতৃত্বে টোটোপাড়ায় স্বাস্থ্য সমীক্ষার কাজ শুরু হয়। তৎকালীন তপশীলি এবং আদিবাসী কল্যান বিভাগের আধিকারিক বিক্রমকেশরী রায় বর্মন একাজে ডা: দত্তকে সহযোগিতা করেন।

টোটোপাড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সুষ্ঠভাবে 'ইনডোর' ব্যবস্থা চালু হয়নি। প্রাক-স্বাধীনতা আমলে টোটোরা 'ডেমজু' ঔষুধের উপর নির্ভরশীল ছিলো। ১৯৬৭ সালে সুইডিশ মিশনারীরা টোটোপাড়াতে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করে টোটোদের স্বাস্থ্য পরিষেবাতে নিয়োজিত হয়। ১৯৮২ সালে তারা টোটোপাড়া থেকে চলে যায়।

টোটোদের ঘরে ঘরে এখন যক্ষারোগ ছড়িয়ে গেছে। টোটোদের মধ্যে এখনও পর্যন্ত তেমনভাবে স্বাস্থ্য সচেতনতা আসেনি। কাড়ফুঁক, মন্ত্রতন্ত্রে তারা এখনও বিশ্বাসী। বে-আইনী মদের কারবার বেড়ে যাওয়ায় টোটোপাড়ায় যথেচ্ছ মদ্যপান চলছে। পঞ্চায়েত নির্বাচনে মুক্তারাম টোটো নির্বাচিত হওয়ার কিছুদিন পর তার যক্ষ্মরোগ মারাত্মক আকার ধারন করায় গ্রামপ্রধান পদ থেকে তাকে পদত্যাগ করতে হয়। তার মতে মদের কারবার বন্ধ না হলে এবং স্বাস্থ্য পরিষেবা উন্নত না হলে -

টোটোপাড়ার উন্নয়ন সম্ভব নয় ।

প্রত্যেক বছর টোটোপাড়াতে ম্যালেরিয়া প্রবলভাবে জেঁকে আসে । প্যাথোলজিক্যাল ল্যাবরেটরি নেই, রোগীদের স্থানান্তরে নেবার ব্যবস্থা নেই ।

১৯৯৭ সাল থেকে টোটোপাড়ায় পাইপের মাধ্যমে পানীয় জল সরবরাহ করবার উদ্যোগ শুরু হয় । কিছু রাস্তা তৈরী হয়েছে । প্রাথমিক বিদ্যালয়, উচ্চ বিদ্যালয়, ক্ষেত্রীয় গ্রামীন ব্যাংক, আঙ্গানওয়ারি কেন্দ্র, গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছে । তবে টোটোপাড়ার কোনও বিদ্যালয়েই এখনও পর্য্যন্ত কোনও টোটো শিক্ষক নেই বলে বিশেষকরে প্রাথমিক স্তরে শিশুদের পঠনপাঠনে খুবই অসুবিধে হচ্ছে বলে মত প্রকাশ করেছে টোটোপাড়ার সাধনা টোটো ।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, টোটোপাড়ায় একদিকে যেমন উন্নতির চেষ্টা চলছে, অপরদিকে তেমনি বিভিন্ন অপচেষ্টা চলছে । কামতাপুরী আন্দোলন, বিচ্ছিন্নতাবাদে উৎসাহী নেপালীদের উস্কানি টোটোপাড়ায় অশান্তির সৃষ্টি করছে । তাছাড়া ভুটান পাহাড়, পেরিয়ে জঙ্গল পথে গুপ্তচররা টোটোপাড়া সন্নিহিত অঞ্চলে প্রবেশ করে আতংকের সৃষ্টি করছে ।

↑ চৌদেঁলাড়ার গ্রন্থাগার

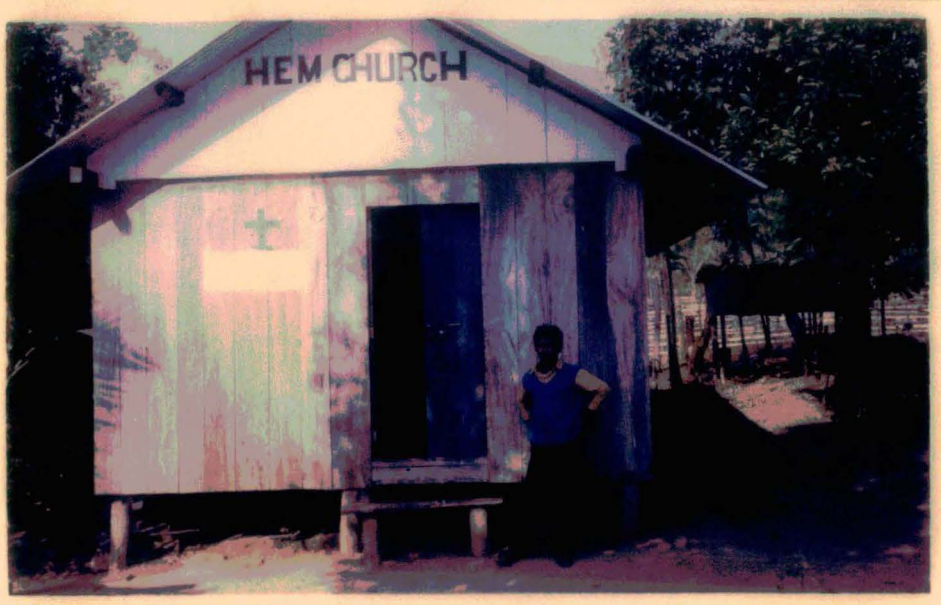

চৌদেঁলাড়ার পার্শ্ববর্তী একটি চার্চ

দ্বিতীয় অধ্যায়,

টোটো সম্প্রদায়ের মৌখিক সাহিত্য ও সংস্কৃতি,

টোটো সম্প্রদায়ের উপর ক্ষেত্র সমীক্ষার মাধ্যমে তাদের বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য পাওয়া গেছে। সমীক্ষার মাধ্যমে টোটোদের যে, ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলো সম্বন্ধে জানা গেছে তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঐসব ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলো এখানে লিপিবদ্ধ করা হোলো,---

(ক) 'সান্‌জা হিস্‌পা', 'সেইংজা হিস্‌পা', 'সান্‌জাইস্‌পা'

(খ) 'সর্দিকোশোকাঙ্‌, 'সর্দিওশোকঙ্‌', সর্দেশকং

(গ) 'পোইকিংসোওয়া'

(ঘ) 'সিঙ্‌লু', 'মইশিঙ্‌পা'

(ঙ) স্বাদিংপা

(চ) 'চিইমা'

(ছ) 'পাইকিংসোওয়া', 'পোইকিংসোওয়া,

(জ) 'দ-লু'

(ঝ) 'সারক্যা'

(ঞ) 'সেইংজা'

(ট) 'জোরা-জেসাঙ্'

(ঠ) 'পুরতা ঘিং এওয়া'

(ড) 'সিনিক্যা'

(ঢ) 'বাদিলোংওয়া'

(ন) ''দেববিহৌ', 'চিয়োওয়া বিহৌ'

(ত) 'পাংগাই-লংওয়া

(থ) 'কুইলাংপাওয়া

(দ) 'লিদুয়া ঘৈশিং

(ক) 'সান্‌জাহিস্‌পা', 'সেইংজাহিস্‌পা', সান্‌জাইশ্‌পা :-

টোটোরা এই 'সান্‌জাহিস্‌পা' বা 'সেইংজাহিস্‌পা' দেবতার বিশেষ ভক্ত। টোটোদের মুখে এই দেবতার নাম বিভিন্ন উচ্চারণে পাওয়া গেছে। যেমন, 'সান্‌জাহিস্‌পা', 'সান্‌জাইস্‌পা', 'সেইংজাহিস্‌পা'। এই দেবতার কোনও মূর্তি নেই। টোটোদের মতে পূর্বদিকের 'ফলেশ্বর' নামে পাহাড়ে এই দেবতা অধিষ্ঠান করে। টোটোপাড়ায় একটি 'মন্দির' বা 'দেবগৃহ' আছে। এই মন্দিরে বসে টোটোদের পুরোহিতরা 'মন্ত্রপাঠ' করে। এই 'সান্‌জাহিস্‌পা' দেবতার পূজায় কোনও ফুল, বেলপাতা ইত্যাদি লাগে না। টুকরো করা শূয়োরের ঝলসানো মাংস ও 'ইউ' দিয়েই এই 'সান্‌জাইস্‌পা' বা 'সান্‌জাহিস্‌পা' দেবতার পূজা করা হয়। পূজা শেষ হওয়ার পর পুরুষ এবং স্ত্রীলোক সহ টোটোরা সকলেই প্রসাদ হিসেবে ওই উপকরণ গ্রহণ করে।

আগস্ট মাসে এই 'সান্‌জাহিস্‌পা-র পূজা শুরু হয়।

এই 'সানুজাইস্‌পা' বা 'সানুজাহিস্‌পা পূজা দুটি অংশে বিভক্ত হয়ে হয়। প্রথম অংশের পূজার নাম 'অংচু'। আগষ্ট মাসের একাদশী তিথিতে এই 'অংচু' পূজা হওয়ার পর টোটোপাড়ার সব পুরুষ প্রত্যেকে নিজ নিজ সাধ্যমতো মাংস ও ভাত কলাপাতায় সাজিয়ে নিয়ে নিজ শ্বশুরবাড়ী এবং মাথাবাড়ীতে দিয়ে আসবে।

এই 'অংচু' পূজার একমাস পরে 'সানুজাইস্‌পা'র দ্বিতীয় অংশের 'ওয়ুয়ু' বা 'উঁয়ু' পূজা হয়। আগে এই পূজার জন্য কালীখোলা নদীর ধারে যেতে হোতো। বর্তমানে নানা অসুবিধার দরুন কাছাকাছি যে কোনও 'কোরা'র কাছে গিয়ে এই পূজা করা হয়।

টোটোপাড়ায় আগে 'ওয়ুয়ু' বা 'উঁয়ু' পূজাই বড় পূজা হিসেবে চিহ্নিত ছিল। কিন্তু এখন 'অংচু' পূজাই বড় পূজা হিসেবে পরিচিত। আগে 'ওয়ুয়ু' বা 'উঁয়ু' পূজার সময় টোটোরা গরু কাটতো। এখন কোনও পূজাতেই গরু কাটে না। পুরোহিতের নির্দেশ অনুযায়ী শুয়োর, মুরগী ইত্যাদি কাটে।

এই 'সান্‌ত্রাহিম্‌পা' পূজার কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। যদি ধনধান্য পড়ে তবে এই পূজা প্রধান পুরোহিতের নির্দেশে একবাদ পিছিয়ে দেওয়া হয়। পূজার প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত ধান যা ফসল যা সেই সময় থাকবে বা ঘরে তোলা হবে, যেমন কমলালেবু ইত্যাদি ফল, এসবের বিশ্লেষণ করে টোটোদের প্রধান পুরোহিত এই ধনধান্য গণনা করে পূজা করবার দিন ও সময় ঠিক করে দেবে।

টোটোদের মতে এই 'সান্‌ত্রাহিম্‌পা' দেবতার পূজা করলে দেবতার আশীর্বাদে ভালো ফসল পাওয়া যায়। তাছাড়া আগামী দিনেও ভালো ফসল যাতে তারা পায়, দেবতার কাছে তাদের এই প্রার্থনাও থাকে।

(২) 'সর্দিও শোকাঙ্' 'সর্দে-শকং'

টোটোদের মুখে এই 'সর্দিওশোকাঙ্' বা 'সর্দে-শকং'-এর নাম বিভিন্নভাবে উচ্চারিত হতে শোনা যায়। চৈত্রমাসে জমি পরিস্কার করে জঞ্জাল পুড়িয়ে এই নামের পূজা করবার পর ফসল বোনার কাজ শুরু হয়। 'সান্‌জাহিস্‌পা' দেবতার কৃপায় ভালো ফসল টোটোরা পেয়েছে এবং আগামী বছরও যাতে ভালো ফসল হয়, এই পূজার মধ্য দিয়ে সেই প্রার্থনা করা হয়।

সাধারনত: জুলাই মাসের শেষ এবং আগষ্ট মাসের শুরুর প্রথম সাত দিনের দিন পুরোহিত টোটোপাড়ার সব টোটোকে একজায়গায় জমায়েত করিয়ে দিন ও সময় ঠিক করে। এর পর দিনের দিন জংগল পরিস্কার করা শুরু হয়। এই অনুষ্ঠানকে বলে 'দেনাঙ্‌দিউয়া'। টোটোপাড়ার প্রত্যেক টোটোর বাড়ী থেকে অন্তত: একজন করে এই অনুষ্ঠানে অংশ নেবে। প্রত্যেকে নিজের বাড়ীর সামনের রাস্তার ধার থেকে জংগল পরিস্কার করতে করতে 'গো-ওয়াটি' নামের নদী পর্যন্ত যাবে। এই অনুষ্ঠানের নয় দিন পরে 'গরইয়া' পূজা করা হয়। এই দিনেই 'দাতেংতি' 'দিপ্‌তী' 'চু-ওয়াতি' 'নিতেঙ্‌তি' 'জোয়েপ্‌তী' 'মেরেমতী' লেঙ্‌পাঙ্‌তী' নামের নদীগুলির পূজা করা হয় মুরগী বলি দিয়ে।

এই 'সর্দিগশোকাঙ্' অনুষ্ঠানটি প্রত্যেক পাড়া অনুযায়ী ভাগ করে হয়। প্রত্যেক পাড়ার ভিতরে কাছে যে, 'জোরো' বা 'কোরা' থাকবে তার সামনে গিয়ে পূজা করা হয়। পুরোহিত মন্ত্র পড়ে মুরগী বলি দেবে। প্রত্যেক টোটো নিজের ইচ্ছেমতো নদীর নামে পূজা দিতে পারে। 'আদা' কাঁচাচাল' 'ইউ' নামের স্থানীয় কলাপাতায় সাজিয়ে দিতে হবে। বলি দেবার পর পুরোহিত পূজার ঐ সব উপকরনের উপর বলির রক্ত ছিটিয়ে দেবে।

টোটোদের বিশ্বাস যে, এই পূজা করবার পর এই সময়ে কমবেশী বৃষ্টি হবেই। পূজা শেষ হওয়ার পর পূজার সমস্ত উপকরন পূজাস্থানেই পড়ে থাকবে, কেউ নেবে না বা কেউ খাবে না।

এই অনুষ্ঠানের তিনদিন পর' মানক্যা' নামের পূজা হয়। এই পূজার জন্য টোটোরা নিজের পছন্দমতো মাংস যেমন, শূয়োর, মুরগী ইত্যাদির মাংস নবনজলে সেদ্ধ করে দেয়। তবে বর্তমানে এই সব মাংস রান্না করে পূজাস্থানে দেওয়া হয়। টোটোপাড়ার বিবাহিতা টোটোমেয়েরা প্রত্যেকে ভাত এবং এই রান্নাকরা মাংস কলাপাতায় সাজিয়ে তাদের বাবা, কাকা, দাদা, ঠাকুরদা, ভাই প্রমুখ সব পুরুষকে দিয়ে আসবে। কুমারী টোটো মেয়েরা কেউ এসব খাদ্য উপকরন পাবে না এবং এই খাদ্য উপকরন কাউকে দেবার অধিকারও তাদের নেই। বাড়ীতে বিবাহিতা কোনও মেয়ে না থাকলে বাড়ীর পুরুষ যারা থাকবে তারা নিজেদের দাদাবাড়ী ও

শ্বশুরবাড়ীর পুরুষদের এই ভাত ও মাংস কলাপাতায় করে সাজিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসবে ।

এই উৎসবের পনেরো দিন পর 'ওয়ুয়ু' বা 'ওঁয়ু' পূজা হয় । এই 'ওয়ুয়ু' বা 'ওঁয়ু' পূজা সেই সময়কার ফল বা ফসলের পাকবার সময় করা হয় । আঠারো বছর বয়স পূর্ণ হয়েছে এই রকম প্রত্যেক পুরুষকে এক কলসী করে 'ইউ' দিতে হবে 'পূজা ঘর'- এর জন্য ।

এই 'ওয়ুয়ু' বা 'ওঁয়ু' পূজা বিকেলের দিকে হয় । এই পূজার জন্য সকলে মিলে চাঁদা তুলে শূয়োর কেনে । তারপর পূজার দিন কেটে রাত্রে মাংসের ঝোল রান্না করা হয় । টোটো-পাড়ার প্রত্যেক স্ত্রী-পুরুষ সহ সকলে নিজেদের বাড়ী থেকে নিজেদের পছন্দমতো রান্নাকরা ভাত বা রুটী নিয়ে আসে । সকলে একসংগে ঘরের মধ্যে বসে মাংসের ঝোল দিয়ে নিজেদের আনা ভাত বা রুটী খায় । সারারাত ধরে টোটো স্ত্রী ও পুরুষরা মিলে গানবাজনা করে । রাত তিনটে থেকে পুরুষরা নাচ শুরু করে । এভাবে প্রায় তিন চার রাত ধরে এই উৎসব চলে । কিন্তু দিনের বেলা সকলে যে, যার কাজকর্ম করে এবং রাত হলে সবাই' পূজা ঘরে' যায় এবং

'ইউ' খায় ও গানবাজনা করে ।

এই 'ওয়ুয়ু' বা 'উঁয়ু' পূজা শেষ হওয়ার দুইদিন পরে আবার শূয়োর নিয়ে নদীর ধারে গিয়ে বলি দিয়ে পূজা হয় । সেই বলি দেওয়া শূয়োরের মাংসের বেশাল রান্না করে খাওয়া হয় । এই অনুষ্ঠানের নাম 'গো-ওয়াটি' ।

টোটোপাড়ায় টোটোদের বসবাসের শুরুতে টোটোরা সংখ্যায় খুবই কম ছিলো বলে এবং জংগল পরিস্কার করবার জন্যই এই উৎসবের সূচনা হয়েছিল বলে মনে করা হয় । তাছাড়াও 'সানজাহিস্পা' দেবতার কৃপায় আগামী দিনেও যাতে ভালো ফসল পাওয়া যায় সেই আবেদনও এতে থাকে । আবার এই জংগল পরিস্কার করবার কয়েকদিন পরেই নদীতে বলি দিয়ে পূজা করতে হবে বলে হয়তো এই উৎসবের মধ্য দিয়েই জংগল পরিস্কার করা হয়ে যেতো ।

(৩) পোইকিংমোওয়া :-

টোটোরা বর্তমান বসতি টোটোপাড়ায় এসে বসবাস শুরু করবার সময় থেকেই একটি ছোট পাথরের পূজা করতো । সেই পাথরটি এখন অনেক বড়ো হয়ে গেছে ।

কথিত আছে যে, কোনও একজন আদিপুরুষ টোটোর পা কেটে যায়। সেই আঘাত যাতে তাড়াতাড়ি সেরে যায় সেজন্য এই পাথরের পূজা করা হয়। টোটোদের ধারনা এই যে, সেই পাথরটি পূজা করবার কারনেই সেই কেটে যাওয়া অংশটি তাড়াতাড়ি সেরে যায়। সেই কল্পিত বিশ্বাসের কারনে সেই পাথরটির পূজা করা শুরু হয়। পরবর্তী সময়ে টোটোদের মতে শরীরের যে, কোনও অংশের আঘাতপ্রাপ্ত স্থান না সারলে, পোকা হলে, অথবা আঘাতপ্রাপ্ত অংশটি যাতে তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায় এবং সেরে যায়, সেজন্যই এই 'পোইকিংসোওয়া'-র পূজা করতে হয়।

এই 'পোইকিংসোওয়া'-র নামে টোটোপাড়ার একটি ক্লাবের নাম রাখা হয়েছে 'পোইকিংসোওয়া'।

(৪) 'শিঙ্লু', 'মইশিংপা'

কোনও গাছ থেকে চোট লাগলে বা কেটে গেলে সেই আঘাতপ্রাপ্ত অংশটি না সারলে এই পূজা করা হয়। 'শিঙ্লু'-র নামে এই পূজা হয়। যে, কোনও গাছ দিয়ে আঘাত পেলে বা কেটে গেলে এই পূজা করে টোটোরা।

কথিত আছে যে, টোটোরা তাদের বর্তমান বসতি টোটোপাড়ায় এসে বসবাস শুরু করবার সময় একজন টোটো গাছে উঠে গাছের ডাল কাটতে গিয়ে গাছ থেকে পড়ে মারা যায়। তখন টোটোদের পুরোহিতের দেওয়া নির্দেশ অনুযায়ী এই 'মইশিংপা' গাছের পূজা করা শুরু হয়। এছাড়াও 'ন্যাঙ্গু' 'ডুসংতি' 'নমাতেংতি', 'ওয়াতেংতি' বা 'ওয়াটেংটি', 'জোংজাইপু' নামে বিভিন্ন গাছের পূজা করা হয়। টোটোদের ধারনা এবং বিশ্বাস যে, এইসব গাছের পূজা করলে উল্লিখিত রোগ-ব্যাধি তাড়াতাড়ি সেরে যায় এবং সার্বিক মংগল হয়।

(৫) স্বাদিংপা :-

বসবাসের জন্য নতুন বাড়ী তৈরী করে গৃহপ্রবেশ করবার আগে যে, পূজা করা হয়, টোটোভাষায় তার নাম 'স্বাদিংপা' ।

কথিত আছে যে, এই পূজা না করে গৃহপ্রবেশ করলে নানারকম শারীরিক অসুবিধে যেমন, পেট ফাঁপা, পেট খারাপ হওয়া ইত্যাদি নানারকম অসুখ হয় । পুরোহিতের বিধানে শূয়োর বলি দিয়ে ঘরের চারপাশের চারটি খুঁটির গোড়ায় বলির রক্ত দিতে হয় । পরে বলির মাংস রান্না করে সকলে খায় ।

(৬) 'চিইমা' :-

ফসলের জন্য এই পূজা করা হয় । প্রধানত: 'জং' বা 'কাওন' বা 'মারুয়া' পাকবার পর এইসব ধরনের শস্যদানা দিয়ে পূজা করবার পর খাবার জন্য সেইসব শস্যদানা ব্যবহার করা হয় ।

এছাড়া শান্তিতে বসবাস করবার জন্যও টোটোরা এই পূজা করে ।

ঘরের দেবতা 'চিইয়া'। কোনও বিপদ যাতে না হয়, সেই কারনেও এই দেবতার পূজা করা হয়।

(৭) 'পাইকিংসোওয়া'

হাত পা ফোলা, স্বপ্নদোষ ইত্যাদি অসুস্থতা সারাবার জন্য 'পাইকিংসোওয়া'-র পূজা করবার প্রচলন আছে টোটোদের মধ্যে। এই পূজা করবার সময় বাচ্চা শূয়োর, দুটো পায়রা, দুটো বাচ্চা মুরগী বলি দিয়ে পূজা করতে হয়।

অল্প 'ইউ' কলাপাতায় করে পূজার সামনে দিতে হয়। বলি হয়ে যাবার পর বলির রক্ত ওই 'ইউ'-এর উপর ছিটিয়ে দিতে হয়।

(৮) 'দুলু'

কোনও পাথরজাতীয় বস্তুর আঘাতে শরীরে ঘা জাতীয় কিছু হলে পুরোহিত-এর নির্দেশ অনুযায়ী এই পূজা করা হয়। যে, কোনও পাথরের আঘাতের সুস্থতা বা সারাবার কারনেই এই পূজা করা হয়।

(৯) 'সারক্যা'

টোটোদের মধ্যে 'জি-রি' নামের ঘরের যে, পূজা করা হয় তার নাম 'সারক্যা'। হিন্দুদের ঠাকুরঘরের মতো টোটোপাড়ার প্রত্যেক টোটোর বাড়িতেই একটি করে ঘর থাকে এই পূজা করবার জন্য। শীতকাল এবং বর্ষাকাল, বছরে দু'বার পূজা করতে হয়। দুই ঋতুর দুই প্রথম ফসল এই পূজার সময় উৎসর্গ করতে হয়। যেমন, বর্ষাকালের 'মারুয়া' দিয়ে এই পূজা করতে হয়।

এই পূজায় লাল রঙের মোরগ বলি দিতে হয়।

এই পূজায় উৎসর্গ করবার জন্য 'ইউ' লাগবেই। তবে অন্যান্য পূজার মতো এই পূজাতেও ফুল, বেলপাতা ইত্যাদি লাগেনা।

(১০) 'সেইংজা'

'সেইংজা' অদৃশ্য দেবতা, এরও কোনও মূর্তি নেই। হিমৃপা নামের পাহাড়, পুন্হইওয়া নামের পাহাড়, টুংনিঙ্ নামের পাহাড়, জ্যামুরা নামের পাহাড়, ল্যাংডেং পাহাড় এইসব পাহাড়ের পূজা করা হয়।

শারীরিক অসুস্থতা, বিভিন্ন কারনে ভয় পাওয়া স্বপ্নদোষ, --- ইত্যাদি অসুস্থতা সারাবার জন্য এইসব পাহাড়ের নামে টোটোরা পূজা করে।

(১১) 'জোরা জেসাঙ'

টোটোপাড়ার টোটোদের কারও বাড়ীতে অসুখবিসুখ হলে পুরোহিত টোটোপাড়ার কোনও নদীর নাম করে সেই নদী অসন্তুষ্ট হয়েছে বলে সেই নদীকে পূজা করবার নির্দেশ দেয়। পুরোহিত টোটোদের যাকে যা বলবে সেই নির্দেশ অনুযায়ী প্রত্যেক টোটোকে তাই করতে হবে। তাছাড়া পুরোহিতের নির্দেশ অনুযায়ী ছোট বা বড় মুরগী, পায়রা, পাঁঠা, বাচ্চা বা বড় শুয়োর এবং বলির জন্য কোন রং-এর পশু লাগবে তারও নির্দেশ থাকে।

টোটোরা 'মাতেংতি', 'দিশতী', 'দু-ওয়াতি', 'নিতেংতি', 'জোয়ন্তী', 'মেরেমতী', 'লেং-পাংতি' নামের নদীর পূজা করে।

(৮) পুরতাম্বিং-এওয়া :-

টোটোদের সমাজে সন্তান জন্ম নেবার সাত বা নয়দিন পর শিশুর নামকরন অনুষ্ঠান করা হয়। এই অনুষ্ঠানকে বলে 'পুরতাম্বিং-এওয়া'।

নামকরন অনুষ্ঠানের দিন নবজাত শিশুর মা নিজের হাতে দুর্বাঘাসের একটি মালা এবং কার্পাস তুলা সুদ দিয়ে রাঙিয়ে নবজাত শিশুর হাতে পরিয়ে দেওয়া হয়। এই সুতোর নাম 'সাংডি'। এই সুতো এবং ঘাসের মালা শিশুর হাতে এবং গলায় পরিয়ে দেবার পর উপস্থিত সকলে নবজাতককে আশীর্বাদ করে। একে বলে 'আনা-ওয়ান্না'। এর অর্থ দেবতা তোমার প্রতি প্রসন্ন হউন'। (God may be please with you)। এরপর নবজাতক শিশুটির মুখে 'ইউ' ছোঁয়ানো হয়।

এর পর প্রধান পুরোহিত

অনুষ্ঠান শেষে রাস্তায় বের হয় এবং রাস্তায় বের হবার পর যার সংগে দেখা হয় তাকেই শিশু এবং শিশুর নামের সংগে পরিচয় করায়। এটি টোটোসমাজের খুব আনন্দের অনুষ্ঠান।

(১৩) সিনিক্যা :-

টোটোভাষায় সূর্যকে বলা হয় 'সিনিক্যা'। চোখের বিভিন্ন অসুখ সারাবার জন্য টোটোরা এই 'সিনিক্যা'-র পূজা করে।

(১৪) 'দেবরিহৌ' 'চিয়োওয়ারিহৌ'

টোটোসমাজে বিয়ের অনুষ্ঠান দুভাবে হয়, 'দেবরিহৌ' এবং 'চিয়োওয়ারিহৌ'। এই বিয়ের অনুষ্ঠানে কে কত লোক নিমন্ত্রন করবে, কত শূয়োর, মুরগী, গরু কাটতে পারবে তার হিসেব করে নির্ধারিত হয় 'দেবরিহৌ' বা 'বড়বিয়ে' এবং 'চিয়োওয়ারিহৌ' বা 'ছোটবিয়ে'।

বিয়ের সময় টোটোসমাজে নতুন বৌকে মাথায় একটি কাপড় বেঁধে দেবার রীতি আছে। এই কাপড়টিকে বলে 'জেরামি'। এই কাপড়টি মাথায় বাঁধবার পর প্রথমে নব বরবধূকে

'ইউ' পরিবেশন করা হয়। তারা পানপাত্রে চুমুক দেবার পর শুরু হয় নিমন্ত্রিতদের পানভোজন।

টোটোদের বিয়ের অনুষ্ঠানে কোনও বাদ্যবাজনা নেই। সমবেত সংগীতসহ সকলে আনন্দ করে।

হিন্দুদের মতো টোটোদেরও এক গোত্রে বিয়ে হয়না। তবে সাতপুরুষ পার হয়ে গেলে সেখানে বিয়ে হয়।

বিয়ের সময় গরু কাটতে হয়। গরুর সামনের ভান পা এবং মাংসের টুকরা আগুনে ঝলসে 'ইউ' সহ 'সানজাহিস্পা' দেবতার নামে নব বরবধূ উৎসর্গ করে।

টোটোদের বিশ্বাস যে, এই উৎসর্গের কারনে নব বরবধূর মঙ্গল হয়।

(১৫) 'বাদিলোংওয়া'

টোটো শিশুদের 'মুখে ভাত' বা 'অন্নপ্রাশন'কে বলে। হিন্দুদের মতো টোটো শিশুরও দাঁত উঠবার আগে এবং একবছর বয়স হওয়ার আগে এই অনুষ্ঠানের নিয়ম নয়।

টোটো শিশুর বয়স প্রায় চার-পাঁচ বৎসর হলে টোটোরা তাদের শিশুদের 'বাদিলোংওয়া' অনুষ্ঠান করে। টোটো শিশু অবশ্য এই বয়সের মধ্যে ভাত বা অন্য খাবার খেতে অভ্যস্ত হয়ে যায়।

'মহাকাল' দেবতার নামে খাদ্যবস্তু নিবেদন করে সেই উৎসর্গীকৃত খাদ্যবস্তু যার 'অন্নপ্রাশন' হবে সেই শিশুকে খাইয়ে দেওয়া হয়।

(৩) 'সাংগাই-লংওয়া'

বিয়ের আগে কোনও টোটো মেয়ে গর্ভবতী হলে টোটোসমাজে সেটা নিন্দনীয় নয়। সন্তান জন্ম নেবার আগে বিয়ের অনুষ্ঠান করতে হয়। যদি তা 'সম্ভব' না হয় তাহলে প্রধান পুরোহিতের নির্দেশ অনুমতি নিয়ে পুরোহিতের মাধ্যমে একটি শূয়োর বলি দিয়ে 'সাংগাই'-লংওয়া' বা প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। পরে সন্তান জন্ম নেবার পর সুবিধেমত বিয়ের অনুষ্ঠান করা যায়।

(৪৭) 'কুইসাংপাওয়া'

টোটোসমাজে কোনও টোটো মারা গেলে তার মৃতদেহ নতুন কাপড় দিয়ে ঢেকে তাকে কবর দেওয়া হয়।

টোটো পুরুষ মারা গেলে ছয়দিন এবং টোটো স্ত্রীলোক মারা গেলে পাঁচদিন কাঁদতে হয়। স্বামী মারা গেলে স্ত্রীলোক ছয়দিন কারও সংগে কথা বলবে না, স্নান করবে না এবং গায়ের গহনা সব খুলে রাখবে। তাছাড়া শোকের চিহ্ন হিসেবে বার মাস একটি লাঠি বহন করে। তবে বর্তমানে বারদিন লাঠি বহন করা হয়।

নিয়মকানুন একরকম না হলেও হিন্দুদের মতো 'শ্রাদ্ধানুষ্ঠান' করে। এই 'শ্রাদ্ধানুষ্ঠানকে' টোটোভাষায় বলে 'কুইসাংপাওয়া'।

(৪৮) পিদুয়া, মৈশিং :-

টোটোপাড়ার উত্তরে বাদু পাহাড়। সেখানে তিতি নদীর ধারে 'তি-ত্রিই' অরণ্যে বাঁস করে সব অপদেবতা। পিদুয়া তাদের সর্দার। পিদুয়া ভয়ংকরের দেবতা। এই দেবতা 'ঈশপা'-র খুড়তুতো ভাই। বিশাল দানবের মতো পিদুয়ার চেহারা।

ছোটবেলা থেকেই সে বেয়ারা এবং অবাধ্য । যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়ায় । বাড়ীর সংগে তার সম্পর্ক নেই বললেই চলে । তার বড় ভাইয়ের মেয়ে সাইনবাগনি । সাইনবাগনি দেখতে খুব সুন্দরী ।

একদিন সাইনবাগনি নদীর তীরে চি-ত্রিং বনে ফলমূল কুড়োতে যায় । হঠাৎ পিদুয়া সেখানে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাইনবাগনির উপর । সাইনবাগনি তখন রেগে গিয়ে তার তরবারি দিয়ে পিদুয়ার মাথা কেটে ফেলে ।

পরে পিদুয়ার পরিচয় জানতে পেরে পিদুয়ার মাথাটি জোড়া দিয়ে চোখদুটি পিছনে জুড়ে দেয়, যাতে সে আর তাকে দেখতে না পায় । পিদুয়া সবসময় ভূত, প্রেত নিয়ে ঘুরাফেরা করে । টোটোদের ধারনা যে, পিদুয়াকে তুষ্ট না করলে বন্য জন্তুরা টোটোদের ক্ষতি করে । তাই সকলে মিলে তার পূজা করে ।

পূজার উপকরন:-

পিদুয়ার পূজার জন্য তিনটি মোরগ, চাল, আদা, মাখন, ইউ, কাপড় (একটা টুকরা হলেও হবে) লাগে । টোটোরা সকলে মিলে পূজার উপকরন নিয়ে বনের সামনে গিয়ে পিদুয়ার নামে পূজা দেয় ।

তথ্য সংগৃহীত হয়েছে -

১। বানী টোটো	টোটো পাড়া, জলপাই গুড়ি
২। সাধনা টোটো	ঐ
৩। সুচনা টোটো	ঐ
৪। সঙ্গীত টোটো	ঐ
৫। শচীন টোটো	ঐ
৬। মিচুমা টোটো	ঐ
৭। ধনীরাম টোটো	ঐ

তৃতীয় অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়ে টোটোদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানের বিবরন বিপদভাবে বর্ননা করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে সেই ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলি টোটোদের মৌখিক ভাষায় লিপিবদ্ধ করা হোলো এবং তার বাংলা রূপান্তরও লিপিবদ্ধ করা হোলো। ক্ষেত্র-সমীক্ষার মাধ্যমে বিষয়গুলো কিভাবে সংগৃহীত হয়েছে তারও বিবরন দেওয়া হোলো।

প্রসংগত উল্লেখ্য যে, টোটোসমাজের এই ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলো আদিকাল থেকেই টোটোদের পুরোহিত-নির্দেশিত ও অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। এখনও পর্যন্ত লিখিত কোনও প্রামান্য তথ্য পাওয়া যায়নি।

(১) সানৃজা হিস্‌পা, সেইংজা হিস্‌পা,

সাসুঙিউ জম্‌সা হিস্‌পা যিসাঙ্ হুইমি। সিনিঙ্‌রাতা লুইঙ্‌তু নিনা, যিসাঙ্ হুইম্‌কে হুইয়ে। সাইবেবে মোঘোয়না। হাংস্‌কো ওয়ংকো নিবা ওয়ঙ্‌বা। আগাই মাসেতা ই যিসাঙ্ হুইমি।

ই জিসাংহা কেওয়া জিসাংবেপা জরেমি । ই কোমিহা 'অংচু' । তারিইরি কো নৈয়ুতা জিংমি 'ওয়ুয়ু' (ওঁয়ু) জিসাংহা । নাঙাই 'অংচু' জিসাঙ্ টেবোতামি । নেয়া 'ওয়ুয়ু' (ওঁয়ু) জিসাঙ্ টেবো ।

নেহা হানি জিসাঙ্তারে পিকা মাসানি । পাকা, কেকা সামি । মেইংবে, সামা লাসিসমা 'ইউ' গামি । তাংসা ওয়ংমিসা আঙ্গামি ।

ই 'অংচু' জিসাঙ্ নৈয়ুতাআমা, বিয়া মেইঙ্সা ঙুওয়াকোসিতা, আজাঙ্কোসিতা অংর সারেমি ।

এনতাওয়াতারি জিঙ্নাহা ওয়াইমি । আমুতোরিতা অংবে, মেবেবে মিংনাহা আতং নাচ্চি জাঙ্মি । নাঙাইকোদিঙা, তাংসা গামুংসা নুয়ং জাঙ্গুঙ্সা । নে নাচ্চি জাঙ্ওয়া তা হাই জাঙ্বা আকুরাং ।

নাঙ্য়াইহা 'পো-ওয়াটি' হায়সা জিসাঙ্ হুইমি । নে হা জোরা জুতিতা হুইগমি ।

সানুআহিস্পার জিসাঙ্হা এনতাকো তায়সা হুইমি । আকোসোতা তাঙ্সা সানুআর হুইমি ।

লাঙ্য়াইহা 'গো-ওয়াটি' হাম্সা জিসাঙ্ হুইমি ।
নে হা জোরা জুতিতা হুইপ্মি ।

বাংলা রূপান্তর :----- তিনদিন ধরে এই 'সানজাহিস্পা' বা 'সেইংজাহিস্পা' দেবতার পূজা হয় । টোটোদের মতে পূর্বদিকে এই দেবতা আছেন । এই দেবতার পূজা পুরোহিত করে । 'সানজাহিস্পা'-র পূজায় কোনও ফুল, বেলপাতা প্রভৃতি লাগে না । যার খুশী এই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারে । আগস্ট মাসে এই দেবতার পূজা হয় । এই 'সানজাহিস্পা'-র পূজা জন্মাষ্টমী পূজার মতো । এই পূজার পদ্ধতি দুটি ভাগে বিভক্ত প্রথম অংশের নাম 'অংচু' । এই অনুষ্ঠানের একমাস পরে হয় দ্বিতীয় অংশের পূজা । এর নাম 'ঙয়য়ু' বা 'ঙঁয়ু' ।

প্রথমদিকে এই 'অংচু' পূজার আড়ম্বর বেশী ছিল এবং এটিই 'বড়পূজা' হিসেবে প্রাধান্য পেতো । কিন্তু বর্তমানে 'ঙয়য়ু' বা 'ঙঁয়ু' পূজাই বড় পূজা হিসেবে ধরা হয় ।

টোটোরা এখন কোনও পূজাতেই গরু কাটে না । শূয়োর, মুরগী কাটে বা বলি দেয় । 'মারুয়া', সামা মিশিয়ে 'ইউ' নামে একধরনের পানীয় তৈরী করে । এই 'ইউ' ছোটো বড়ো স্ত্রী পুরুষ সকলে মিলে একসংগে পান করে । এই 'সানজাহিস্পা'

পূজা হওয়ার পর টোটোপাড়ার সব পুরুষ মাংস ও ভাত পাতায় (বিশেষ করে কলাপাতায়) সাজিয়ে প্রত্যেকের নিজের মামাবাড়ী ও শ্বশুরবাড়ীতে দিয়ে আসবে।

নির্দিষ্ট মাসের ফল বা ফসল পাকবার সময় এই পূজার দিন ঠিক করা হয়। প্রধান পুরোহিত সহ টোটোপাড়ার সকলে বসে পূজার দিন ঠিক করে। মলমাস পড়লে পূজার দিন বা সময় পিছিয়ে দেওয়া হয়।

আগে কালীখোলা নদীতে গিয়ে টোটোদের পূজো করতে হোতো। এখন নিয়ম বদলে গেছে। এখন কাছাকাছি কোনও ঝরনা বা ঝোড়ার কাছে গিয়েও পূজা হয়।

টোটোদের মতে 'সানুজাহিমপা' বা 'সেইংজাহিমপা' দেবতার পূজা করলে দেবতার আশীর্বাদে ভালো ফসল পাওয়া যায়। তাছাড়া আগামী দিনগুলোতেও ভালো ফসল যাতে তারা পায়, দেবতার কাছে এই প্রার্থনা এবং মংগল কামনা করে টোটোরা এই পূজা করেন।

(২) 'সর্দিকোশোকাঙ্', সর্দিওশোকঙ্, 'সর্দেশকঙ্',

শোকোঙ্হা সামাসুতিবে দিম্শা চুঙ্মি । আসুয়া জং মিমি সেইংজা হুইমি । সানুজা এনুতাপা তাম্সা হুইমি ।

আগষ্টি সানিউতা দেনাঙ্দিউয়াসা লাচিজাঙুয়া । টেবোকাইজিকো সেতা জংসুয়া । ইকোসাকুয়ুতা 'দেনাঙ্দিউয়া'। তাংসাকো সাসো ইচো ইচো জাম্সা সাকো আবেশ দিমশা'গো-ওয়াটি' চৈকেতা দিওয়া । উইশেনাঙ্াইতা দিঙা কম্তি জিম্সা এপাজাম্সা দিমি । অওসয়া সাইয়ুনিয়ু তা জিসাঙ্ । ইকোসাকুয়ুতা গরৈয়া জিসাঙ্ হুইমি । আখুদিনুতা দাতেংতি যিসাঙ্ হুইমি ।

তাংসালইতা লাংরাসা লারাংসা জিসাঙ্ হুইচ্মি । লইকো আবেইকো জোবোতা জিসাঙ্ হুইচ্মি । সাকোইচহদ্ কাচেঙ্ মি । জিসাঙ্ হুইওয়া দিঙা মাহম্সা জিসাঙ্ হুইমি । আপনি আপনিকো হাঙ্ হুইচ্ঙ্বা ।

লাপুতাঙওয়া :-

এঙ্, আংকু, ইউ, ইউংপিকোনাসুতা এওয়াহিং জংমি লাপুতাঙওয়া । কেথাসাওয়াইতিহা লাপুতাঙওয়াকো অইতা ইউতি লুমি ।

ইকোনইতাহা আসেসেচুইদো ওয়াটিওয়গা । লাপুতাঙওয়হা হাংসুরে মেওচা সা হাঙসুরে মাচামংগা । তাংমাকো লারাংসা লারাংসা লাপুতাঙনেমগা ।

ইকো সা সুংয়ু তা মানক্যা । ইকো নৈতাহা হাইকোচুইদো বিয়া লাপাইমসা পিচকেরয়া । নেইয়া বিয়া হুমসাচুইদো পিচকেরয়া । হাঙসু হাঙসু মেমেবিকো বিয়োবিতি জিংতেবা অইবিয়া পাংবি, পাঙ্ আপাবিকো মেতা অংর সামগা । বেউমাজিমা জিংরিয়া সামগৈয়মগা । মেতাহা হাঙসুকরে বিউ আজিইয়াংনাহা মাকো পআবি মামা, বিকো, মেতা আমা সানেমি ।

ইকোসা চেংয়াইয়ু তাহা নাইয়ু । ইচো বেরমে অসেচুয়াক জিনতেবা ইউ ইয়ো জামসা সানেমি -

ই জিসাঙ্ হুইওয়হা জেরঙ্ ইতাহা হাইরে শামগইমি । ই জিসাঙ্ হুইওয়তাহা তাং সা ইউসুঙ্য়া পইসা দিমিসা পাকা চইম্সা জিসাঙ্ হুইমি । জেরঙ্ বিয়াকইমশা তাংসা আমা পুম্শা । তাংসামি মেমেপজা গামসা চামি । ইপিড়ি মেমেপজা লেইয়মশা জোইমশা ইয়ঙ্মি । লিসুং কেথা ও দাঙ্নু সো লেইমি । এ পরঙ্ সাসুঙিউ ডিউ ইয়ুই, লেম্সা ইয়ুমি, যেসুয়াকাঙ্সামি ।

ইকোসা নিয়ুতা পাকা পুরামসা গো-ওয়াটিতা জিসাঙ্ হুইমি । আকু পাকা কোরিয়া কিঙ্সা চামি । ই জিসাঙ্ হুয়য়া কামিঙ্ 'গো-ওয়াটি' ।

বাংলা রুপান্তর:-

সাধারনত: জুলাই মাসের শেষ এবং আগষ্ট মাসের শুরুতে প্রথম সাত দিনের দিন পুরোহিত সকলকে ডেকে জমায়েত করেন । মাসের নয় দিনের দিন রাস্তার ধার থেকে জংগল পরিস্কার করা শুরু হয় । এই অনুষ্ঠানকে বলে 'দেনাঙ্ দিউয়া' । প্রত্যেক বাড়ী থেকে অন্তত: একজন করে নিজ নিজ বাড়ীর সামনের রাস্তার

পাশ থেকে জংগল পরিস্কার করতে করতে 'পূজা বাড়ী' পর্যন্ত যাবে এবং তারপর 'গো-ওয়াটি' 'বা' গো-ওয়াতি' নামের নদি পর্যন্ত যাবে। এর নয়দিন পরে 'গরইয়া' পূজা হয়। এই 'গরইয়া' পূজার দিনই দাতেংতি, দীপতি, চু-ওয়াতি, নিতেংতি, জোয়ন্তী, মেরেমতী, লেংপাংতি নামের সব নদীর পূজা হয় মুরগী বলি দিয়ে।

প্রত্যেক পাড়া অনুযায়ী ভাগ করে পূজা হয়। পাড়ার মধ্যে কাছে যে 'জোরো' বা 'কোড়া' থাকবে তার সামনে গিয়ে পূজা হয়। প্রত্যেক বাড়ী থেকে যে, কোনও একজন যায় পূজা দিতে। মন্ত্র পড়ে পুরোহিত সব নদীর নামে মুরগী বলি দেয়। প্রত্যেকের ইচ্ছে অনুযায়ী যে, কোনও নদীর নামে বলি দেওয়া যেতে পারে।

পূজার উপকরন:-

আদা, কাঁচাচাল, 'ইউ' কলাপাতায় সাজিয়ে দিতে হয়। বলির পর পুরোহিত ঐ সব পূজার উপকরনের উপর বলির রক্ত ছিটিয়ে দেয়। এই সময় কমবেশী বৃষ্টি হবেই। পূজার সব উপকরন পূজাস্থানেই পড়ে থাকবে, কেউ নেবেও না বা কেউ খাবেও না।

প্রত্যেক বাড়ী থেকে পাতায় করে ঐ সব পূজার উপকরন আলাদাভাবে সাজিয়ে দিতে হবে।

এই পূজার তিনদিন পর 'মানক্যা' নামের পূজা হয়। এই পূজার জন্য নিজের পছন্দমতো মুরগী, শূয়োর, গরু ইত্যাদি পশুর মাংস লবনজলে সিদ্ধ করে দেওয়া হয়। তবে বর্তমানে ঐ সব মাংস রান্না করে পূজাস্থানে দেওয়া হয়। টোটোপাড়ার বিবাহিতা টোটো মেয়েরা ভাতের সংগে এই রান্নাকরা মাংস কলাপাতায় সাজিয়ে তাদের বাবা, কাকা, ঠাকুরদা, দাদা, ভাই প্রমুখ সব পুরুষকে দিয়ে যাবে। কুমারী টোটো মেয়েরা কেউ এসব খাদ্য-উপকরন পাবে না এবং এই খাদ্য-উপকরন কাউকে দেবার অধিকারও তাদের নেই। বাড়ীতে বিবাহিতা কোনও মেয়ে না থাকলে বাড়ীর পুরুষরা নিজেদের মামাবাড়ী ও শ্বশুরবাড়ীর পুরুষদের এই ভাত ও মাংস কলাপাতায় সাজিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসবে।

এই উৎসবের পনেরো দিন পর 'ওয়ুয়ু' বা 'ওঁয়ু' পূজা হয়। এই ওয়ুয়ু পূজা সেই সময়কার ফল জাতীয় জিনিষ বা ফসলের কারনে যেমন কমলালেবু ইত্যাদি ফসলের কারনে করা হয়। যোলোবো বৎসর বয়স পূর্ন হয়েছে এই রকম প্রত্যেক বয়সী পুরুষদের এক কলসী করে ইউ দিতে হবে 'পূজা ঘর' এর জন্য।

এই 'ওয়ুয়ু' বা 'ওঁয়ু' পূজা বিকেলের দিকে হয়। এই পূজার জন্য সকলে মিলে চাঁদা তুলে শূয়োর কেনে। তারপর পূজার দিন কেটে রাতে মাংসের বেশান রান্না করা হয়। টোটোরা প্রত্যেকে নিজেদের বাড়ী থেকে তাদের নিজেদের পছন্দমতো ভাত বা রুটী নিয়ে

আসে । টোটোপাড়ার সব পুরুষ এবং স্ত্রীলোক ঘরের মধ্যে একসংগে বসে তাদের নিয়ে আসা ভাত বা রুটী রান্না করা মাংস দিয়ে খাবে । সারারাত ধরে টোটো স্ত্রী ও পুরুষরা মিলে গানবাজনা করে । রাত তিনটে থেকে পুরুষরা নাচ শুরু করে । এভাবে প্রায় তিন চার রাত ধরে এই উৎসব চলে । কিন্তু দিনের বেলা সকলে যে, যার কাজকর্ম করে এবং রাত হলেই সবাই 'পূজা ঘরে' যায় এবং 'ইউ' খায় ।

এই পূজা শেষ হওয়ার দুইদিন পরে আবার শূয়োর নিয়ে নদীর ধারে গিয়ে বলি দিয়ে পূজা হয় । সেই বলি দেওয়া শূয়োরের মাংসের বোল রান্না করে খাওয়া হয় । এই অনুষ্ঠানের নাম 'গো-ওয়াটি' ।

টোটোপাড়ায় টোটোদের বসবাসের শুরুতে টোটোরা সংখ্যায় খুবই কম ছিলো বলে এবং জংগল পরিস্কার করবার জন্য এই উৎসবের সূচনা হয়েছিল বলে মনে করা হয় । তাছাড়া 'সানজাইমুপা' দেবতার কৃপায় আগামী দিনেও যাতে ভালো ফসল পাওয়া যায় সেই আবেদনও এতে থাকে । আবার এই জংগল পরিস্কার করবার কয়েকদিন পরেই নদীতে বলি দিয়ে পূজা করতে হবে বলে হয়তো এই উৎসবের মধ্য দিয়েই জংগল পরিস্কার করা হয়ে যেত ।

(৩) পোইকিংসোওয়া:-

কাবিহা খুরমা চোয়ালুইটুই নাঙাইওয়াঙলুসা ই লুইটুইওয়া জিসাঙ হুইনের। আকুহা লুইটুইয়া টেবোহা জেংতেন। টইবিকোহা কোকোই নাচমি। ইয় নাঙাইস জিসাঙ হুইনিসি।

নাচমি মসাংমি, মাকাছইপমি,-- ইকোলাগি ইয়ে জিসাঙ হুইনি মি।

ইচোমিঙ এমি পোইকিংসোওয়া।

বাংলা রূপান্তর:-

টোটোরা বর্তমান বসতি টোটোপাড়ায় এসে বসবাস শুরু করাকালীন একটি ছোটো পাথর পূজা করতো। সেই পাথরটি এখন অনেক বড়ো হয়ে গেছে।

কথিত আছে যে, কোনও একজন টোটো আদিপুরুষের পা কেটে যায়। সেই আঘাত না সারায় এই পাথরের পূজা করা হয়। এবং এই পূজার ফলেই সেই কেটে যাওয়া পা সেরে যায়। টোটোদের মতে শরীরের যে কোনও অংশের আঘাতপ্রাপ্ত - স্থান না সারলে, পোকা হলে, অথবা আঘাত প্রাপ্ত অংশটি যাতে তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায় এবং সেরে যায় সেজন্যই এই পূজা করা হয়।

এই 'পোইকিংসোওয়া' নামে টোটোপাড়ার একটি ক্লাবের নাম রাখা হয়েছে ।

(৪) সিঙ্লু, মইশিঙ্পা:-

হানি সিঙেগহ স হুইচ্ দ যেসাঙ্ হুইনের । হানি উহসিচুইদ যেসাঙ্ হুইনের ।

হং শুরমা টট্বি নাঙাইওয়াংমি সিঙেতা লুমৈসা ডালি টেয়ামিসা হুইচামি হুইচামসাশিপামি । কানেহা যেসাঙ্ হুইনের নেহা কাহা ই শিঙেয়া কাহা যেসাঙ্ হুইনের ।

বাংলা রুপান্তর:-

কোনও গাছ থেকে চোট লাগলে বা কেটে গেলে, না সারলে এই নামের পূজা করা হয় । 'সিঙ্লু'-র নামে এইপূজা করা হয় । যে, কোনও গাছ দিয়ে কোনও আঘাত পেলে বা কেটে গেলে এই পূজা করা হয় ।

কথিত আছে যে, টোটোরা তাদের বর্তমান বসতি টোটোপাড়ায় এসে বসবাস করবার শুরুকালীন একজন টোটো গাছে উঠে গাছের ডাল কাটতে গিয়ে গাছ থেকে পড়ে মারা যায় । তখন পুরোহিতের বিধানে 'মইশিংপা' গাছের পূজা করা শুরু হয় । এছাড়াও 'ডুপংতি' 'ন্যাতেংতি', 'ওয়াতেংতি,' বা' ওয়াটেংটি,' 'ন্যাচু,' 'জোংজাইপু', নামে বিভিন্ন গাছের পূজা করা হয় । টোটোদের ধারনা এবং বিশ্বাস যে, এইসব গাছের পূজা করলে উল্লিখিত রোগ ব্যাধি তাড়াতাড়ি সারে এবং মংগল হয় ।

(২) স্বাদিংপা:-

য়ুকো চুবে সালোপানাহা নায়াই জেপাও হুনেমি । জেপাং মহুনাহা হায়ুমি, ফেমা বুওয়া পরোমাংওয়া পাকা কোপাচেং হুপামুসা গা-কো হুচিং-বিতা য়ুতি নাইনে মি । হুপুন্ তনওয়া আমা বিয়া কিং মসা তাং মাহি পিচানেমি ।

বাংলা রূপান্তর:-

বসবাসের জন্য নতুন বাড়ী তৈরী করে গৃহপ্রবেশ করবার আগে যে পূজা করা হয়, তার নাম' স্বাদিংপা' ।

কথিত আছে যে এই পূজা না করে গৃহপ্রবেশ করলে নানারকম শারীরিক অসুবিধে যেমন, পেট ফাঁপা, পেট খারাপ ইত্যাদি রোগ হয়। পুরোহিতের বিধানে শূয়োর বলি দিয়ে ঘরের চারপাশের চারটি খুঁটির গোড়ায় বলির রক্ত দিতে হয়। পরে বলির মাংস রান্না করে সকলে খায়।

(৬) চিইয়া ---

সা-কো জেসাং জিরিতা হুঁনেমি, জংয়োমসা জেসাং হুপানেমি। জিরিতা সা-কো চেমেরিয়া হো-মিদিং মিই।

সা-কো সারক্যা চিইয়া। হাহমোহংপামিজিংকো তামসা 'চিইয়া' হুইচামি।

---- বাংলা রূপান্তর------

ফসলের জন্য এই পূজা করা হয়। প্রধানতঃ জং বা কাঁচা পাকবার পর এসব দিয়ে পূজা করে তারপর শস্যদানা খাবার জন্য ব্যবহার করা হয়। এছাড়া শান্তিতে বসবাস করবার জন্য টেটোরা এরপূজা করে।

ঘরের দেবতা 'চিইয়া'। কোনও বিপদ যাতে না হয় সেই কারনেও এই দেবতার পূজা করা হয়।

৭) পাইকিংসোওয়া :-

পাইকিংসোওয়া হুপাকো পাকা ই-পু পোরই নিই-পু কেচেং য়ুঁ নাসুতা এমতা এমসা হুনে মি ।

বাংলা রূপান্তর:- হাত-পা ফোলা, স্নায়ুদোষ অসুস্থতা সারাবার জন্য এই দেবতার নামে পূজা করা হয় । বাচ্চা শূয়োর দুইটি, পায়রা দুইটি বাচ্চা মুরগী বলি দিয়ে পূজা করতে হয় । অল্প 'ইউ' কলাপাতায় দিয়ে বলির রক্ত দিতে হয় ।

(৮) দ-লু —

কাবে নুইটুসো নাচমিসা কাহা জিসাঙ্ হুইলে না । কাহা হানি নুইটুইসো চুইদো নাচমি ।

বাংলা রূপান্তর:-

কোনও পাথরজাতীয় বস্তুর আঘাতে শরীরে ঘা জাতীয় কিছু হলে পুরোহিত-এর নির্দেশ অনুযায়ী এই পূজা করা হয় । যে, কোনও পাথরের আঘাতের সুস্থতার কারনে এই পাথরের পূজা করা হয় ।

(৯) সারক্যা :-

জি-রি সাকো যিনহা 'সারক্যা' । ভাঙসাকো সা ইসা নিওহা জেসাঙ্ হুইকো । হিন্দু কাহিবা যেসাহা নিওকই হুইনিমি । চিকিংওয়া, ওয়াতিওরাহওয়া ইওহা নিকোই নাওাইসো জেসাঙ্ হুইনি মি । আইনুওয়া ইয়ুহা জংপেরো । চিকিংওয়া, সাযা, যেইবে, ওয়াতিওয়াহওয়া সেইংজা, জঙ্, জিসাঙ্ হুইনের ।

আকুইয়া জঙ্ যিনেমি । আকুইয়া তি হাংতা যিউমি আকতাহা নেয়ং চুনেমি ।

জেসাঙ্ হুইন্ হা'ইউ' অয়েমি ।

বাংলা রূপান্তর:-

জি-রি নামের ঘরের যে, পূজা করা হয় তার নাম 'সারক্যা' । হিন্দুদের ঠাকুরঘরের মতো প্রত্যেক টোটোর বাড়িতেই একটি করে ঘর থাকবে এই পূজা করবার জন্য । শীতকালও বর্ষাকালে দুবার পূজা করতে হয় । দুই ঋতুর দুই প্রথম ফসল উৎসর্গ করতে হয় পূজার সময় । যেমন শীতকালের ফসল 'মারুয়া' এবং বর্ষাকালের ফসল 'ভুট্টা' ও'জঙ্' দিয়ে এই পূজা করতে হয় । এই পূজায় লালমোরগ

বলি দিতে হয় ।

এই পূজায় উৎসর্গ করবার জন্য 'ইউ' লাগবেই ।

(কিন্তু পূজাতে কোনও ফুল, বেলপাতা ইত্যাদি লাগে না ।)

(১০) সেইংজো -

ইকোহানি রে জিসাঙ্ মতানা । ইচো হিসপাকো মিং, খুদুইওয়া ইয়াগৈ, টুংনিং ইয়াগৈ, জ্যামুরা ইয়াগৈ ন্যাংঙেং ইয়াগৈকো জেসাঙ্ দশম সা হাইনা ।

কাচুচুনা, কাহাইন, কাহিনিয়া মংবুইযি, ইয়াগৈকো জিসাঙ্ দশম সা হাইনা ।

বাংলা রূপান্তর:-

' সেইংজো' অদৃশ্য দেবতা, কোনও মূর্তি নেই । হিসপা নামের পাহাড়, খুদুইওয়া নামের পাহাড় টুংনিং পাহাড়, জ্যামুরা নামের পাহাড়, ন্যাংঙেং পাহাড়,-- এইসব নামের

পাহাড়ের পূজা হয়।

অসুস্থতা, বিভিন্ন ধরনের কারনে ভয় পাওয়া, স্বপ্নদোষ,-- ইত্যাদি অসুস্থতা সারাবার জন্য এইসব পাহাড়ের নামে পূজা হয়।

(১১) জোরা জেসাঙ্

টইবি জোরা, ইয়াগৈ, সেগে, আনি, নুঙটুই ইভিয়া কাবেয়া জিসাঙ্ হুইমি ।

চুয়াতি কো কাবিহা জেসাঙ্ দগ্না ।
নেয়া কাবিহা জেসাঙ্ হুইনের। আকু জরায়া কাবেয়া জিসাঙ্ হুইনের। আকোহাঙ্ জাঙ্ আকুবাং হুইনের। হাংগা কামনে জোরা বেটেমি, কা মাইয়াঙ্দো মাসাঙ্মি।

দাতেংতি, দিপতী, চুওয়াতি, নিতেংতি, জোয়ুপতী, মেরেমতী, লেঙ্পাঙ্তি জোরাকো জিসাঙ্ দগয় সা হাইনা।

বাংলা রূপান্তর:-

টোটোরা নদী, পাহাড়, গাছ, সূর্য, পাথর এসবের পূজা করে।

কারো বাড়ীতে অসুখ বিসুখ হলে পুরোহিত এসে কোনও নদীর নাম করে সেই নদী অসন্তুষ্ট হয়েছে বলে সেই নদীকে পূজো দিতে বলবে। পুরোহিত যাকে যা বলবে সেই নির্দেশ অনুযায়ী প্রত্যেক টোটোকে তাই করতে হয়। এবং পুরোহিতের নির্দেশ অনুযায়ী ছোট মুরগী না বড় মুরগী, পায়রা, পাঁঠা, বাচ্চা না বড় শুয়োর এবং কোন রঙের বলির জন্য দিতে হবে সব নির্দেশ দিয়ে দেয় পুরোহিত।

দাতেংতি। দিগতী, চু-ওয়াতি, নিতেংতি জোয়ুপ্তী, মেরেমুতী লেঙ্-পাঙ্তিননামের নদীর পূজো করে টোটোরা।

(১২) পুরতা সিঙ্এওয়া:-

চেমিচেওয়া হিঙ্ মিং এওয়া - 'পুরতা সিঙ্এওয়া'।

বাংলা রূপান্তর:-

শিশুর নামকরন উৎসবকে বলে

'গুরতাম্বিঙ্ এওয়া' ।

(১৩) সিনিক্যা:- 'সিনিক্যা' আনিকো মিঙ্ । ইয়া মিচোকো জিসাঙ্ হুইনি মি ।

বাংলা রূপান্তর:-

টোটোপাড়ায় 'সিনিক্যা' সূর্যেরনাম ।

চোখের বিভিন্ন রকমের অসুখ সারাবার জন্য এই দেবতার পূজা করা হয় ।

(১৪) বাদিনোংওয়া:-

চেংবিকো আমানুয়ংতা তাওয়া আকুহিংজাংমি 'বাদিনোংওয়া' ।'সানজাহিসপাহিং' নাঙ্য়াই মিচামশা নৈতাহা চেংবিং মিচামি ।

বাংলা রূপান্তর:-

শিশুদের মুখে ভাত (অন্নপ্রাশন) দেওয়ার অনুষ্ঠানকে বলে 'বাদিলোংওয়া'। 'সানজাইসপা' দেবতাকে খাদ্য উৎসর্গ করে তারপর সেই প্রসাদ শিশুকে খাওয়ানো হয়।

(১৪) 'দেববিহৌ', চিয়োওয়াবিহৌ :-

টইবি বিমুওহা নিশজিংমি 'দেববিহৌ' আমুয়া 'চিয়োওয়াবিহৌ' জিংমি। মুং-পু পিকা, পাকা কেকা স্যাথী। হাঙমু স্যাকোবা।

বিওআহা হাপা জমসা পিকা মারেমি। পিকাকো লাওাইকো কোইপা'ইউ' পামশা হিমুপালোঙরেমী।

ইচো বিওমু মিজিংমি। লাওাইকো চিরিঙ হাপুনটেনা বিমুউ টুমি।

মুড়িঙ্দেঙাহা বিয়ুউ জিংমিনেহা হাইরে পিচামগমি ।

বাংলা রূপান্তর:-

টোটোসমাজে বিয়ের অনুষ্ঠান 'দেববিহৌ' এবং 'চিয়োওয়াবিহৌ' এই দুভাবে অনুষ্ঠিত হয় । তিনটি গরু, শূয়োর, মুরগী কাটতে হয় । কে কয়টা গরু, মুরগী ইত্যাদি কাটতে পারবে সেই হিসেব করে 'বড়বিয়ে' এবং 'ছোটবিয়ে' যাচাই করা হয় ।

বিয়ের সময় যেভাবেই হোক গরু কাটতেই হবে । গরুর সামনের ডানপা কাঁধে নিয়ে 'সানজাইস্পা' দেবতার নামে উৎসর্গ করতে হয় ।

(১৮) লাংগাই-লংওয়া:-

বিওক লঙাই মিমেকো চ্যাঙ্ জিংনাহা লেপেওয়া মাত্না । চ্যাঙ্ জিওয়ারামা লাঙাই সাঙাই লঙ্পাবেরো । মুদুনাহা লাঙাইকো ওয়ারাঙ্পা জাঙ্শা পাকা, কেকা সাঙাইলোংপাংসা। আসোয়া নৈতা বিয়ো জ্যামি ।

বাংলা রূপান্তর:-

বিয়ের আগে কন্যা অন্তঃসত্ত্বা হলে টোটোসমাজে সেটি নিন্দনীয় নয়। সন্তান জন্ম নেবার আগে বিয়ের অনুষ্ঠান করতে হয়। যদি তা সম্ভব না হয় তাহলে প্রধান পুরোহিতের দেওয়া নির্দেশ অনুযায়ী নিজ সাধ্যমতো শূয়োর, মুরগী কেটে 'সাংগাই-লংওয়া বা প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়।

টোটোসমাজে সন্তান জন্ম নেবার পরও সুবিধেমতো বিয়ের অনুষ্ঠান করা যায়।

(১৭) কুইসাং পাওয়া-

টোটেবি সিপনু লামু লিকামি। শিপুয়াতা মেমে মাহামি। পজা শিপুনাহা সাচুউয়ু (টু-পুউয়ু), মেমে শিপুনাহা সাঙায়ু (না-পুউয়ু) সিরিঙ্পোতা ইউঙ্রেমি।

কুইসাংপাওয়া জরেমি।

হাসুঙ্পারে ইয়েসুনতুমি, তিরেহুমতুমি। ইয়ারিং, তিসে, কেই লুরেমি। লোইনিঙ্ দয়ুয়ে জুরেমি। নেহা সা বারুউ জুরেমি।

বাংলা রূপান্তর:-

মৃত্যুর পর টোটোরা মৃতদেহ মাটির নীচে পুঁতে দেয়। কবর দেবার জায়গায় কোনও স্ত্রীলোক যেতে পারে না।

টোটো পুরুষ মারা গেলে ছয়দিন এবং টোটো স্ত্রীলোক মারা গেলে পাঁচদিন ঘরের ভিতরে থাকতে হবে এবং কাঁদতে হবে তাদের নিকটজনকে। কারও সংগে কথা বলবে না, স্নান করবে না, কোনও গয়না পরবে না। শোকের চিহ্ন হিসেবে মেয়েদের একবছর একটি লাঠি বহন করতে হয়। বর্তমানে বারোদিন লাঠি বহন করা হয়।

'কুইসাং পাওয়া' নামে পারলৌকিক কাজ করতে হয়।

(১৮) পিদুয়া, মৈশিং :-

হং শুরমা ইন্‌তা বাদু ইয়াগৈবি জোরা জেলাদ্‌ 'তি-ত্রিং' শাখাসুতিবে মসংওয়া সারক্যা । পিদুয়া ঙ-বিকো বায়ুরো (বারো) । পিদুয়া মসংওয়া অদেয়া । অবকো টেবো ডুয়াবি সেংগমে সাইনঝানি । সাইনঝানি কাউনুং জেজেং কো মি । সাইনঝানি জোরা জেসাং তি-ত্রিং শাখাসুতিবে হামসা জমসে সুংজা, শুয়াই । পিদুয়া হামসা মসংওয়া সাইনঝানিকো । সাইনঝানি আতং অবকো পঠাং পিচামশা পিদুয়াবি পর নাসমি । আসুয়া অবকো পিদুয়াবি পর নৈতাহা লুইমি । নিই-পু মিচো নৈতাহা হুইমি ।

লাখুতাংওয়া— সুংপু কেকা, অংকু, আদোয়া (এড়), মায়রং, হাইজোং, আংদোং, ইউ । যেসাং লুইন হা 'ইউ' ঘয়েমি ।

তাংসা ওয়ংমিসা শাখাসুতিবে হামশা লুইচামি । মাইবেবে মোংঘোয় না ।

পিদুয়া ইয়েংসেবি সারক্যা । হাইমোহংপা মিজিংকো আকোসোতা তামসা পিদুয়াবি লুইচামি ।

বাংলা রূপান্তর:-

টোটোপাড়ার উত্তরে বাদু পাহাড়। সেখানে নদীর ধারে 'তি-ত্রিং' অরন্যে বাস করে সব গ্রামদেবতা। পিদুয়া তাদের সর্দার। বেয়াড়া স্বভাব। তার বড় ভাইয়ের মেয়ে সাইনকানি। সাইনকানি খুব সুন্দরী।

একবার সাইনকানি নদীর ধারে তি-ত্রিং বনে ফলমূল কুড়োতে যায়। হঠাৎ পিদুয়া সেখানে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাইনকানির উপর। সাইনকানি তখন তার তরবারি দিয়ে পিদুয়ার মাথা কেটে ফেলে। পরে আবার পিদুয়ার মাথা জোড়া দিয়ে চোখ দুটি পিছনদিকে জুড়ে দেয়।

পূজার উপকরন:-

তিনটি সাদা মোরগ, চাল, আদা, মাখন, ইউ এবং কাপড় লাগে পিদুয়ার পূজার জন্য। গ্রামের সব টোটোরা মিলে একসংগে বনে গিয়ে পূজো দেয়।

এই পূজোতেও 'ইউ' লাগবেই। কোনও ফুল লাগে না। পিদুয়া অমংগলের দেবতা। টোটোদের যাতে কোনও বিপদ না হয়, সেজন্য সকলে মিলে একসংগে এই পূজা করে।

টোটোভাষার অনুবাদ করতে সহায়তায়,

১। বানী টোটো	টোটো পাড়া, জলপাই গুড়ি
২। সাধনা টোটো	ঐ
৩। সুচনা টোটো	ঐ
৪। শচীন টোটো	ঐ
৫। গেটে টোটো	ঐ
৬। সংগীত টোটো	ঐ
৭। দিলীপ টোটো	ঐ
৮। ঝরনা বসু (গবেষিকা),	

চতুর্থ অধ্যায়,

লোকসংস্কৃতির জাতিক দৃষ্টিকোণ থেকে টোটো সম্প্রদায়ের মৌখিক সাহিত্যের পর্য্যালোচনা করবার উদ্দেশ্যেই আলোচ্য অধ্যায়টির অবতারনা। মানবসমাজের সাংস্কৃতিক (Cultural) জীবনের, ক্রমবিকাশের ধারার সংগে লোকসংস্কৃতির ক্রমবিকাশের ধারা জড়িত। লোকসংস্কৃতির মধ্য দিয়ে জাতীয় চরিত্র সার্থকভাবে রূপায়িত হয়। তাই সমাজ বিবর্তনের মধ্য দিয়ে মানুষের চারিত্রিক ক্রমবিকাশ অনুসরন করবার এবং মনস্তত্ত্ব অনুশীলনের পক্ষে জাতির লোককথা একটি প্রধান অবলম্বন। লোকসংস্কৃতি সবসময়ই প্রাচীন ঐতিহ্যের ধারা অনুসরন করে। তাছাড়া এর ভিতর দিয়েই জাতীয় সমাজজীবনের অগ্রগতির ধারাটি অনুসরন করবার সুযোগ পায়।

প্রত্যেক জাতিরই নিজস্ব কিছু সমস্যা থাকে। টোটো সমাজের মৌখিক সাহিত্য এবং ধর্মীয় বিষয়গুলিকে বলা যেতে পারে দৈব নিগ্রহ এবং ধর্মীয় অনুগ্রহ। আর এই ধর্মীয় পর্য্যায়ভুক্ত হয়েও পরিবর্তিত হতে হতে ক্রমবিকাশ লাভ করেছে। এর ফলে মৌলিক অভিপ্রায়গুলি চাপা পড়ে গিয়ে নূতন অভিপ্রায়ের সৃষ্টি হয়। তবে একথা সত্যি যে, পরিবর্তন যাই হোক না কেন বিষয়টির মূল অভিপ্রায় অপরিবর্তিতই রয়ে যায়। ফলে প্রত্যেক জাতিরই উদ্দেশ্য ও সংস্কার - অনুযায়ী এক একটি অভিপ্রায় গুরুত্ব লাভ করে। এই সংস্কার বা উদ্দেশ্য

কখনও অন্য জাতির সংস্কার বা উদ্দেশ্যের সংগে এক হতে পারে না। বর্তমান টোটোপাড়ায় টোটোরা যখন প্রথম এসে বসবাস শুরু করে তখন লোকজীবন জটিল ছিলো না, মৌখিক ভাষাও ছিলো সীমিত। তাই তাদের ধর্মীয় ও সামাজিক বিভিন্ন কার্যকলাপের উৎস সম্পূর্নভাবে খুঁজে পাওয়া যাবেই এ ভাবা যায় না। টোটোদের কোনও লিপি নেই, নেই কোনও লিখিত তথ্য। ধর্ম, দেবদেবী, ঐতিহাসিক ঘটনাবলী যা কিছু টোটোদের সার্বিক পরিচায়ক, সে সবকিছুই মুখে মুখে অস্থিত্ব বজায় টিকে আছে।

টোটোদের লিখিত কোনও বর্ন বা অক্ষর নেই, কোনও লিপিও নেই। ক্ষেত্র-সমীক্ষায় জানা যায় যে, আদিকাল থেকেই মুখে মুখে শুনে তারা কথা শেখে, পরে ভাববিনিময় প্রকাশ হিসেবে তাই ব্যবহার করে। নিজস্ব কোনও লিপি না থাকবার ফলে তাদের লেখা কোনও প্রামান্য লিপি যা দলিল হিসেবে বিবেচিত হতে পারে, তাও নেই। বর্তমানে টোটোরা যারা লিখতে এবং পড়তে পারছে তারা বাংলা ইংরেজীর মাধ্যমে কাজ করে। কেউ কেউ অল্প হিন্দী জানে। এর ফল হয়েছে দুঃখজনক এবং নিরাশাব্যঞ্জকও বটে। কারন, আদিকালের বিভিন্ন ঘটনা, আচার, ধর্মানুষ্ঠানের নিয়মকানুন, মন্ত্র, স্তোত্র, গান,--সবকিছুই মুখে মুখে উচ্চারিত হতে হতে আসল রূপ বদল করে অনেক ভুলে ভরা উচ্চারনে এসে পৌঁচেছে।

এর কারন হোলো নিরক্ষরতা। লিখতে না জানবার কারনে এবং টোটোদের নিজস্ব কোনও লিপি না থাকবার ফলে তাদের অনেক কাহিনী, অনেক গান, মন্ত্র স্তোত্র হারিয়ে গেছে। তাছাড়া সমাজের যারা প্রধান, সেই পুরোহিতবৃন্দ তাদের শেখা মন্ত্র, স্তোত্র ইত্যাদি সকলকে দেয় না এবং শুদ্ধ ও পরিস্কার উচ্চারনে পাঠ করে না বলে একটা সীমিত গন্ডীর মধ্যে সেইসব মন্ত্র, স্তোত্র, গান, কাহিনী সবকিছুই বাঁধা পড়ে আছে।

টোটোরা মিলেমিশে থাকতে ভালোবাসে সার্বজনীন উৎসবগুলিতে সকলে একসংগে এসে একস্থানে মিলিত হয়। পুরোহিত এর নির্দেশ অনুযায়ী সকলে কাজ করে এবং পুরোহিতের নির্দেশ সকলে মেনে চলে। পুরোহিত টোটোদের কাছে দেবতার প্রতিভূ স্বরূপ। বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন পূজা, বিভিন্ন ধরনের বিপদ আপদও অসুখের নিরাময়কল্পে পুরোহিতের দেওয়া নির্দেশাদি সব টোটোরা মেনে চলেন।

টোটোদের সামাজিক শৃংখলাবোধ প্রবল বলে মনে হয়। টোটোদের গোত্র মোট তেরটি। একসময় হিন্দুসমাজের চতুর্বর্নের মধ্যে যে, প্রবল ভেদাভেদ দেখা দিয়েছিলো, ছোঁয়াছুঁয়ির যে প্রবল বাছবিচার ছিলো, সেই ধরনের প্রবনতা এখনও

রয়েছে টোটোদের মধ্যে । বিশেষ করে বিয়ের সময় গোত্র এবং বংশপরম্পরা মেনে চলে টোটোরা । নিজ বংশ, গোত্র ছাড়া কেউ অন্য জাতি যেমন, বাঙালী, বিহারী, নেপালী, গারো ইত্যাদি জাতের সংগে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলে সে টোটোপাড়ায় প্রবেশ করবার অধিকার হারায় । মুষ্টিমেয় যে কয়েকজন এই নিয়ম বা রীতি লংঘন করে অন্য জাতের সংগে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে, তারা টোটোপাড়ায় প্রবেশাধিকার হারিয়েছে । সামাজিক বিধান তাকে মেনে চলতেই হয় ।

টোটোমেয়ের চার পাঁচ বছর বয়স হলেই টোটোছেলের বাবা মেয়ের বাবার সংগে যোগাযোগ করে 'বাঙ্ওয়া' বা 'বাকদান' করে রাখে । মেয়ে বড় হলে ছেলের বাড়ী পাঠাতে হয় অনুষ্ঠান করে । ঐ অনুষ্ঠানকে বলে 'নামালাম্মি' টোটোরা পিসি বা মামার মেয়েকে বেশ পছন্দ করে । তবে মাসির মেয়ের সংগে টোটোদের বিয়ে হয় না । সামাজিক এ নিয়ম টোটোরা সকলেই মেনে চলে ।

গৃহদেবতা 'জি-রি'-র পূজা করবার বিধান আছে টোটোদের মধ্যে। 'জি-রি' নামের ঘর প্রত্যেক টোটোর বাড়ীতেই থাকে। বছরে দুবার এই ঘরের পূজা করতে হয়। হিন্দু সমাজের ঠাকুরঘরের সংগে এই 'জি-রি' নামের ঘরের মিল পাওয়া যায়। এই দেবতার পূজা করলে গৃহের সকলেরই ভালো করবেন তিনি, এটাই টোটোদের বিশ্বাস।

লোকসংস্কৃতি সম্বন্ধে ডা: চারু চন্দ্র সান্যাল মহাশয় ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে - "এক জায়গায় একদল লোক বহুকাল বসবাস করলে তাদের একটা সমাজ গড়ে ওঠে। এই সমাজে আপনা থেকেই কতকগুলি নিয়মকানুন, আচার ব্যবহার জেগে ওঠে। এইগুলি একত্রে সেই সমাজের সেই কালের সংস্কৃতি। ধর্ম পরিবর্তন অনেক সময়ে নতুন সংস্কৃতি নিয়ে আসে, অথবা পুরানো সংস্কৃতির ওপরে নতুন একটা প্রলেপ দেয় মাত্র। কিন্তু লোক লেখাপড়া শেখে। তারপর সেই পুরানো সমাজে বিভিন্ন ধর্মের লোক, বিভিন্ন ধর্মের সংস্কৃতির লোক বিভিন্ন কাজ নিয়ে বসবাস করতে আসে। তাদের আচার-ব্যবহার বদলে যায়। এমনিভাবে সমাজের পরিবর্তনের সংগে সংগে সংস্কৃতিরও পরিবর্তন ঘটতে থাকে। তাই সংস্কৃতি সনাতন নয়। এটা চলতি।"

সমাজের খেটে খাওয়া মানুষ বংশপরম্পরায় ধারাবাহিকভাবে তাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এই লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপকরন সযত্নে লালন ও ধারন করে চলেছে। আর এই লোকসংস্কৃতির উপাদানগুলির স্রষ্টা নিরক্ষর মানুষ। কিন্তু প্রকৃতি, পরিবেশ, সংঘবদ্ধ সমাজজীবনের নানাবিধ কাজকর্ম সম্পর্কে তাদের জ্ঞান, অভিজ্ঞতার মাধ্যমে যুগে যুগে তারা গান, ছড়া, প্রবাদ-প্রবচন, লোককথা, কিম্বদন্তীর নানারকম উপাদানে লোকসংস্কৃতির অঙ্গনকে জীবন্তভাবে সাজিয়ে চলেছেন।

শ্রী ধীরেন্দ্র নাথ বাস্কে মহাশয় লোকসংস্কৃতি সম্বন্ধে লিখেছেন, 'লোকসংস্কৃতি বিকাশে যেমন প্রাকৃতিক, ভৌগোলিক পরিবেশের সক্রিয়তা প্রত্যক্ষ করা যায়, তেমনি দেশ বিশেষে জাতীয় লোকসংস্কৃতি বিকাশে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়।

শ্রী দিব্যজ্যোতি মজুমদার লিখেছেন, 'বিশ্বের লোকসমাজের মৌখিক সাহিত্যের নিদর্শনসমূহ বিশ্লেষন করলে দেখা যায় যে, প্রতিটি প্রান্তের মানুষের মধ্যে মানসিক অভিপ্রায়ের আশ্চর্যরকম সাদৃশ্য রয়েছে। বাঁচার তাগিদ ও পরিবেশের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কৌশল নানাধরনের হলেও লক্ষ্য একমুখী। তাই এক গোষ্ঠীর সংস্কৃতির

সংগে অন্য গোষ্ঠীর সংস্কৃতির যে বিরোধ, বিভেদ, স্বাতন্ত্র্য দেখা যায় তার আসল পরিচয় মানবিক সেতুবন্ধনে। ---------

--------- লোককথা লোকসমাজের বিস্ময়কর প্রানের অনন্য সম্পদ। বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তের জনজাতি আদি কাল থেকেই সামাজিক ও ধর্মীয় প্রয়োজনে তাদের আশা-আকাংক্ষা, বেদনা-ব্যর্থতা, হতাশা, সংগ্রাম, প্রেম ইত্যাদির কথা মৌখিকভাবে লোকসাহিত্যের মাধ্যমেই ধরে রেখেছে।"

লোকসংস্কৃতি বহমান নদী। তা একইভাবে চলতে পারে না। শ্রী নন্দলাল বসুর বক্তব্য, ---

"There is no point in prisoning the art of the pats by keeping them (Patuas) blind and hiding from them their sight of all kinds of art . . .

The themes give pats are generally mythological. But people now a days do not care for Gods or Goddess. People are no longer religiously oriented."

শ্রী ধীরেন্দ্র নাথ বাস্কে এপ্রসঙ্গে আরও বলেছেন, যুগ যুগ ধরে লোকসংস্কৃতি গ্রামের সমাজের রীতি-নীতি আচার-আচরন, ধর্মবিশ্বাস, সংস্কার, সাহিত্য- শিল্প-কলা, খেলা, পার্বন-উৎসব সব কিছুকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে এবং সেইসংগে সংগে সাধারন মানুষের কর্মক্লান্ত জীবনে যুগিয়েছে অনাবিল আনন্দ ও প্রেরনা শক্তি । এই সমাজের থেকে যাওয়া মানুষ বংশপরম্পরায় পরম্পরাগতভাবে তাদের জীবনের প্রতিটি স্তরে এই লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপকরন সযত্নে লালন ও ধারন করে চলেছে । ---------- যুগে যুগে তারা গান, ছড়া, লোককথা, কিম্বদন্তীর নানারকম উপাদানে লোকসংস্কৃতির অংগনকে জীবন্তভাবে সাজিয়ে চলেছেন ।

শ্রী পবিত্রোমন দত্ত লিখেছেন, "সংস্কৃতি আমাদের ব্যাপ্ত চলমান, তা মাত্র একটি স্থানকেই আলোকিত করে না, তার প্রেম আমরা বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত দেখি । সেজন্যই আমাদের ভাষা, সংস্কৃতি, চাল-চলন ইত্যাদির মধ্যে আমরা একে অপরের নিকটে চলে আসি । একে অপরের সাহায্য নিতে দ্বিধাবোধ করি না ।"

এই প্রসংগে শ্রী তারু চন্দ্র বাগচী এপ্রসঙ্গে বলেছেন,---

" একম্ সৎ

পণ্ডিতা: বহুধা বদন্তি । '

— সব

মানুষই এক । বুদ্ধিমানেরা স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাদের ভাগ করে রেখেছে ।

টোটোদের মধ্যে মৃত্যুর পর নতুন কাপড় দিয়ে শবদেহ ঢেকে কবর দেবার প্রথা রয়েছে । হিন্দুদের মতো কোনও স্ত্রীলোক মৃতের সংগে কবরখানায় যেতে পারে না । স্বামীর মৃত্যুর পর শোকের চিহ্ন হিসেবে স্ত্রীলোককে বারোমাস একটি লাঠি বহন করতে হয় । তুলনীয় যে, হিন্দু মেয়েরা সাদা থান কাপড় পরে ।

বর্তমানে টোটো স্ত্রীলোকেরা শোকের চিহ্ন হিসেবে বারোদিন একটি লাঠি বহন করে ।

মৃতদেহ কবর দেবার পর মৃতের নামে 'কুইআং পাওয়া' নামে পারলৌকিক কাজ করতে হয় । এই অনুষ্ঠানের দিন মৃত্যের নামে পান, সুপারী, 'ইউ' মৃতের কবরের উপর উৎসর্গ করা হয় । এসময় পুরোহিত এই ভাবে মন্ত্র পড়ে, ------

"ইয়ুত্রি চাপু তি অংপু, ইউ অপু ।
আম্মা চাপু ইমিস্তা যাইতু ।
ইথান উতা, তাংকোনা যাইতু,
নাকো নিঅত্, শা-অত্
নপে সিপিবৃতেছে,
কিহিঅপা আয়ুউ''।"

ভাবানুবাদ:-

ভাত দিলাম, জল দিলাম,
ইউ দিলাম ।
এবার তুমি বিলীন হও ।
মাটিতে প্রবেশ করো
বা উত্তরে যাও ।
তোমার তৃষ্ণা মিটিয়েছি
তুমি চলে যাও ।
যেখান থেকে তোমার জন্ম,
যাও, সেখানে ফিরে যাও ।

(ভাবানুবাদ-- করুণা বসু)

টোটোদের মধ্যে পরকাল সম্পর্কে বিশেষ কোনও ধারনা নেই। প্রধান পুরোহিতের ধারনা এবং বক্তব্য এই যে, মানুষের মৃত্যু এবং জন্ম সূর্যের সংগে সম্পর্কিত। সূর্য যেখান থেকে উদয় হয়, মানুষের জন্মও সেখান থেকেই। বৈজ্ঞানিক কোনও ধারনা না থাকবার ফলে, সূর্য যেখানে অস্ত যায়, মৃত্যুর পর মানুষের 'টুং সিটুং নাম্বি' অর্থাৎ আত্মাও সেখানেই বিলীন হয়ে যায়।

আবার টোটোদের মধ্যে কেউ কেউ মনে করেন যে, উত্তর দিকের 'বাদু পাহাড়'-ই সব জন্ম-মৃত্যুর উৎস। দেবতারাও উত্তর দিকের ঐ 'বাদু পাহাড়'-য়েই অবস্থান করেন।

পুরোহিতদের মধ্যে যারা সমাজে প্রতিপত্তি অর্জন করতে পারেন, তারা স্ব-জাতির সরল মানসিকতাকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের আধিদৈবিক ক্ষমতার প্রচার করেন। অন্যান্য জাতি উপজাতিদের মতো টোটোরাও বিশ্বাস করে যে, মৃত্যুর পরেও একটা আত্মিক অস্তিত্ব থেকে যায়। তাই পুরোহিতের দেওয়া নির্দেশ অনুযায়ী 'কুইসাংপাওয়া' নামের অনুষ্ঠানটি করে। কারন টোটোদের ধারনা এই ধর্মীয় পারলৌকিক অনুষ্ঠানটি করলে মৃত আত্মারা তাদের জন্য নির্দেশিত বাসভূমিতে যেতে পারবে।

গৃহদেবতা 'জি-রি'-র পূজা করবার বিধান আছে টোটোদের মধ্যে। এই দেবতার পূজা করলে গৃহের সকলেরই ভালো করবেন তিনি, এটাই তাদের বিশ্বাস। সুখার্ত দেবতা যাতে পরিবারের কারও কোনও ক্ষতি না করেন সেই প্রার্থনা থাকে এই পূজায় এবং ওই দেবতার পিপাসা মেটাবার জন্যই হয়তো 'ইউ' এবং পশুবলি দেবার মানসিকতা সৃষ্টি হয়েছে।

আদি কাল থেকেই টোটোদের মধ্যে সামাজিক আচার বিচার বিশ্বাসকে প্রভাবিত করে এসেছে বিভিন্ন ধর্মীয় অনুশাসন একদল মানুষ যেমন মানব সভ্যতার অগ্রগতির জন্য সচেষ্ট, অন্য আর এক দল আবার সেই অগ্রগতির পথের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। নিজ স্বার্থ ও ক্ষমতার মোহে তারা মানুষের অসহায়তা, নিরক্ষরতা, অবৈজ্ঞানিক মানসিকতার সুযোগ নিয়ে অনৈক্যের মাতাবরন সৃষ্টি করে অন্ধকারের দিকে মানুষকে ঠেলে দিচ্ছে। পদ্ধতি ও কৌশলগত সহায়তায় এরা ধ্বংসের ভূমিকা পালন করে। টোটোরাও সামাজিক হিসেবে ধর্মীয় ও সামাজিক আচরন ও অনুশাসন মেনে চলে তাদের মানসিক গঠন ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে। সময় ও পরিস্থিতির অনেক বদল হলেও তাদের আচারবিচার বর্তমান অবস্থার সংগে খাপ না খেলেও অন্ধবিশ্বাসের কারনে কুসংস্কারগুলি রূপান্তরিত হয়ে রয়ে গেছে ধর্মীয় অনুশাসনের বিধিবদ্ধ বিধানে। টোটোরা আজও তাই ধর্মীয় সংস্কারের

বেড়াজালে আচ্ছন্ন হয়ে জীবন কাটাচ্ছে ।

ডঃ বরুন কুমার চক্রবর্তী তাঁর 'লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার' বইটিতে লিখেছেন, "সংস্কার উদ্ভবের মূলে ধর্মীয় নির্দেশ বা আচার কম গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা গ্রহন করেনি, বস্তুতপক্ষে ধর্মীয় নির্দেশ এবং আচার আচরন উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সংস্কার সৃষ্টির উৎস । পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থ হল বেদ, আবার বেদের প্রাচীনতম অংশ হল 'ঋকবেদ' । কয়েক সহস্র বৎসর পূর্বে রচিত ঋকবেদে আমরা কিছু সংখ্যক সংস্কার অথবা সংস্কারের মূলের সন্ধান পাই । আজও আমাদের সংহত সমাজে এইসব সংস্কারের এবং বিশ্বাসের অনেকগুলিই বেশ বহাল তবিয়তেই বিরাজমান, অথচ এগুলির উৎসের কথা আমাদের অনেকেরই অজানা ।

পেঁচার ডাককে অমংগলসূচক বলে গন্য করা হয়ে থাকে । বেদে এহেন পেঁচকের ডাকজনিত অমংগল নাশের জন্য মন্ত্রও রয়েছে,----

—"যদুলুকো বদতি মোমমেতদ্ যৎ কপোতঃ পদমগ্নৌকৃনৌতি ।
যস্য দূতঃ প্রহিত এষ এতৎ তস্মৈ যমায় নমো অস্তু মৃত্যবো ।"

--- ঋক্‌বেদসংহিতা ১০ম মণ্ডল ।

-১৬৫ সূক্ত ।

পশুবলিদানের সময় বলিদানের জন্য নির্দিষ্ট পশুটির গায়ের রঙও বিবেচনা করা হয়ে থাকে । বেদে বলা হয়েছে সাদা পশু বলি দিলে সে ক্ষিপ্র স্বর্গ থেকে ফল নিয়ে আসে, কারন সাদা পশু বায়ু দেবতার অত্যন্ত প্রিয় । ----

-কৃষ্ণ যজুঃ ২য় খণ্ড, ১ম প্রপাঠক,

১ম মন্ত্র ।

ডঃ বরুন কুমার চক্রবর্ত্তী আরও লিখেছেন, "এইভাবে আমাদের দেশের বহু সংস্কার এবং বিশ্বাস ধর্মীয় নির্দেশ অথবা আচার থেকে উদ্ভূত হয়েছে । কেবল আমাদের দেশে অথবা সমাজে নয়, পৃথিবীর সমস্ত দেশের সংস্কার সৃষ্টির ক্ষেত্রে সেই সেই দেশের আচরনীয় ধর্মের এক গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা রয়েছে স্বীকার করতে হয় ।'

সভ্যতার বিভিন্ন ধাপ পেরিয়ে এলেও প্রকৃতির বিভিন্ন ধরনের রোগ, ব্যাধি, মহামারী ইত্যাদি অসহায়তাকে ভিত্তি করেই ঈশ্বরের অধিষ্ঠান ও বিশ্বাস, পরমশক্তিতে বিশ্বাস, অশরীরি ও দৈবশক্তিতে বিশ্বাস করেই মানুষ তাতে আত্মসমর্পন করতে বাধ্য হয়েছিল। আর এ থেকেই জন্ম নিয়েছিলো মানুষের ধর্ম, বিশ্বাস এবং নানাধরনের আচার-অনুষ্ঠান। ধর্ম, বিশ্বাস মানুষের জীবনকে যুগ যুগ ধরে প্রভাবিত করে এসেছে। এই বিশ্বাসের সুযোগ নিয়েই কিছু মানুষ সম্পদ ও ক্ষমতার লোভে নানা মতবাদের বেড়াজালে সাধারন মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে। টোটোরাও এই ধর্মীয় বিভ্রান্তির হাত থেকে নিস্কৃতি পায়নি। শ্রীঅমল কুমার দাস মহাশয় লিখেছেন, আদিবাসী সমাজ প্রকৃতি নির্ভরশীল। অর্থাৎ প্রকৃতি অবলম্বন করেই আদিবাসী সমাজের অর্থ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনধারা এবং মানসিকতা গড়ে উঠেছে। --- আদিবাসী সমাজ| সংস্কৃতি--লোক সমাজ |সংস্কৃতি, লোক সংস্কৃতি-- উপনগর ও নগর সমাজ একটি ধারার বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত।

সাঁওতাল, মুন্ডা, ভূমিজ, কোড়া, মাহালী প্রমুখ আদিবাসীরা প্রাক্‌দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষাভাষী হিসেবে চিহ্নিত। ওঁরাও, মাথ, পাহাড়িয়া জনজাতিদের মধ্যে দ্রাবিড় গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ও রয়েছে। উত্তরবংগের ভুটিয়া, লেপচা, গারো, রাভা, মেচ টোটো জনজাতি মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ভাষাভাষী হিসেবে চিহ্নিত। উল্লিখিত

প্রত্যেক জনজাতির ভাষা, সামাজিক আচার-আচরন বিভিন্ন ধরনের হলেও তাদের প্রত্যেকের মধ্যেই বিশ্বাস ও ক্রিয়াকর্মে অদ্ভুত এক সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়।

শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর 'বাংলার লোকসাহিত্য, চতুর্থ খন্ড, বাগা-তে লিখেছেন, বাংলা অক্ষরে নিখুঁত প্রাদেশিক উচ্চারন অনুযায়ী কথ্যভাষা প্রকাশ করা যায় না, শুধু বাংলা কথ্য ভাষা কেন, কোন ভাষার অক্ষর দ্বারাই কোন কথ্য ভাষাই নিখুঁতভাবে প্রকাশ করা যায় না। সেইজন্য এই উদ্দেশ্য ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গন এক 'ইন্টারন্যাশনাল ফোনেটিক ট্রান্সক্রিপশন' ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহাতে রোমান অক্ষরের মধ্যেই ভাষাতত্ত্বের আন্তর্জাতিক পন্ডিতমন্ডলী কর্তৃক স্বীকৃত নানা চিহ্নের ব্যবহার করিয়া প্রাদেশিক শব্দগুলিকে প্রকাশ করা হইয়া থাকে। কিন্তু তাহা কেবলমাত্র ভাষাতত্ত্ববিদেরই বোধগম্য হইতে পারে।

টোটোদের নিজস্ব কোনও বর্ণ বা লিপি নেই। তাদের গল্প, ধর্মকথা, আচার-আচরন, পূজার মন্ত্র সবকিছুই মুখে মুখে রচিত। যুগপরিবর্তনের ফলে সবকিছুই আস্তে আস্তে বদলেছে। টোটোদেরও অলিখিত মৌখিক কথা, কাহিনী, বিষয়েরও অনেক পরিবর্তন ঘটেছে।

পঞ্চম অধ্যায়:-

টোটো সম্প্রদায়ের কথ্যভাষা ও স্থানীয় বাংলা কথ্যভাষার পাশাপাশি টোটো সম্প্রদায়ের মৌখিক সাহিত্যের এবং বাংলা মৌখিক সাহিত্যের একটি সংক্ষিপ্ত তুলনামূলক আলোচনা করাই এই অধ্যায়টির উপজীব্য । মানব সমাজের ইতিহাসে দেখা যায় যে, আদিম কাল থেকেই পৃথিবীটা গড়ে উঠেছে নানা - গোষ্ঠী, সমাজ, সংস্কৃতি ও তাদের নিজস্ব সাহিত্য নিয়ে । পরিবেশগত কারনে বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ নিজস্বভাবে তৈরী করেছে নিজেদের সাহিত্যকে । প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক জাতের মানুষই কোনও কাজ করবার আগে ও পরে বিভিন্নভাবে ঘটনার বিবরন দিয়ে অন্যান্যদের মধ্যে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টায় রত হয় । ফলে কিছু কিছু ঘটনা মানুষের মনে প্রভাব বিস্তার করে এবং পরবর্তীসময়ে আসল বিষয়টি কিছুটা পরিবর্তিত হয়ে কাহিনীতে রূপান্তরিত হয় । টোটোসমাজেও সেই আদি কাল থেকে তাদের সংস্কার, মৌখিক কাহিনী পরম্পরাগতভাবে লোকশ্রাব্য প্রতিরূপের আকর হয়ে রয়েছে ।

টোটোদের কাছ থেকে পাওয়া টোটোদের পরিচিতিতে জানা যায় বৈদিক যুগের বিচ্ছিন্ন সাক্ষী এই টোটোরা ।

টোটোরা যে, ভুটানীদেরই একটি শাখা, একথাও টোটোরা স্বীকার করে। তাই এদের ভাষাকে ভোট-চীন ভাষাগোষ্ঠীর অংশ হিসেবে স্বীকার করতে হয়। টোটোদের কোনও লিপি বা লিখিত ভাষার সন্ধান পাওয়া যায় নি। টোটোদের লিখিত কোনও ধর্মপুস্তকও নেই। উত্তরাধিকারসূত্রে পুরোহিতরাই অলিখিত মন্ত্র এবং আচার-অনুষ্ঠান বংশপরম্পরাগত ভাবে পরিচালনা করে। টোটোদের ভাষাতে এবং পোষাকে বাঙালী ও নেপালী প্রভাব বিদ্যমান। টোটোদের মৌখিক ভাষায় তাদের নিজেদের শাখার ভাষা ছাড়াও বাংলা এবং নেপালী ভাষার প্রভাব বেশী। টোটোদের বসবাসের এলাকার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলিতে বাঙালী, নেপালীশাখার লোকেদেরবসবাস বেশী।

বর্তমানে টোটোদের ছেলেমেয়েরা বাংলা মাধ্যমে লেখাপড়া শিখছে। পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলিতে টোটোদের যাতায়াত বর্তমানে সহজতর হওয়ার ফলে টোটোরা বাঙালীদের সংগে মিশবার সুযোগ পাচ্ছে বেশী। আর্থিক লেনদেন-এর সংগে অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষের সংগেও মেলামেশার প্রভাবের ফলে টোটোদের আচার-ব্যবহার, পোষাক, আচরন, ভাষা প্রভৃতি সার্বিক বিষয়ের অদলবদল শুরু হয়েছে।

টোটোদের কোনও বর্ন বা লিপি নেই বলে সঠিক ব্যাকরনগত বিন্যাস টোটোভাষায় পাওয়া কঠিন। সমীক্ষার মাধ্যমে পাওয়া কিছু তথ্য এরপর লিপিবদ্ধ করা হোলো।

(ক) বিশেষ্য বিভাগে:-

বাংলা		টোটো	
একবচন	বহুবচন	একবচন	বহুবচন
মেয়ে	মেয়েরা	চাইং-না	লেডায়ু-চাইং-না
ছেলে	ছেলেরা	অদেয়া	লেডায়ু-অদেয়া
বাবা	বাবারা (অধিক অর্থে),	আপা	লেডায়ু-আপা
কুকুর	কুকুরগুলি	কিয়া	লেডায়ু-কিয়া

(খ) আবার সর্বনাম বিভাগে অন্যরকম।

যেমন:-

বাংলা		টোটো	
একবচন	বহুবচন	একবচন	বহুবচন
আমি	আমরা	কা	কে-য়ো, কা-কো কা-বিনা
তোমার	তোমাদের	ন-কো	না-ঙি-বিকো
ও	ওরা	আ-কু	ঙি-বি
তার	তাদের	অবকো	ঙি-বিকো

(গ) লিংগ পরিবর্তনের সময় স্ত্রীলোক বোঝাতে পুরুষ বিষয়ক শব্দটির আগে অথবা পরে 'কাবে' (cube) শব্দটি যুক্ত করে উচ্চারিত হয়।

—যেমন:—

বাংলা		টোটো	
পুং লিঙ্গ	স্ত্রী লিঙ্গ	পুং লিঙ্গ	স্ত্রী লিঙ্গ
মোটক	মোটকী	ওয়া	ওয়া-কাবে
মোরগ	মুরগী	কেকা	কেকা-কাবে
কুকুর	কুকুরী	কিয়া	কিয়া-কাবে

কিন্তু মানুষের প্রসংগে অন্যরকম।

যেমন:—

পুং লিঙ্গ	স্ত্রী লিঙ্গ	পুং লিঙ্গ	স্ত্রী লিঙ্গ
বাবা	মা	আপা	আইয়ো
ভাই	বোন	অদেয়া	ইম্মি
দাদু	ঠাকুমা	আট্টা	আজা

(ঙ) বিশেষন বোঝাতে বিশেষ্য পদের প্রথমে বা পরে 'মি' অথবা 'মে' ('Mi' or 'Me') ব্যবহার করা হয়।

যেমন:———

- ভালো অর্থে 'এনতাকাই মি (Mi)'-র ব্যবহার:-

বাংলা	টোটো
একজন ভালো ছেলে -----	ই-কো এনতাকাই মি (Mi) সেংগওয়া
একজন ভালো মেয়ে -----	ই-কো এনতাকাই মি (Mi) চাইং-না
একজন ভালো পুরুষ ------	ই-কো এনতাকাই মি (Mi)পজা
একজন ভালো স্ত্রীলোক --	ই-কো এনতাকাই মি (Mi) মেমে
একজন ভালো মানুষ -----	নিসো ডেংগাএনতাকাই মি (Mi)
দুই বা অনেক ভালো মানুষ --	নেডাম্ব ডেংগা এনতাকাই মি (Mi)

---- মন্দ অর্থে 'মে দাংগদু মে (Me)'-র ব্যবহার।

বাংলা	টোটো
একজন মন্দ বালক -------	ই-কো মেদাংগদু মে (Me) সেংগওয়া,
একজন মন্দ বালিকা-------	ই-কো মেদাংগদু মে (Me) সেংগমে,

(৬) কারক বিভাগে এক থেকে বহু বোঝাতে 'কো' (ko)-র ব্যবহার, ।

বাংলা	টোটো
একজন বাবা ----------	ই-কো আপা-কো (Ko)
অনেক বাবা বহু বোঝাতে---	নিডাম্ব আপা কো (Ko)
একজন মেয়ে ----------	ই-কো চাইংনা কো (Ko)
অনেক মেয়ে ----------	নিডাম্ব চাইংনা কো (Ko)
একজন ভালো মানুষ --------	ই-কো একাকাইমি ডেংগা কো (Ko)
অনেক ভালো মানুষ --------	নিডাম্ব একাকাইমিডেংগা কো (Ko)

বোঝার 'প্রতি' শব্দটি ব্যবহৃত হয় 'আই' শব্দটি শেষে উচ্চারণ করে। যেমন:-

বাংলা	টোটো
বাবার প্রতি ----------	ই-কো আপা-আই
বাবাদের প্রতি ----------	নিডাম্ব আপা-আই
মেয়ের প্রতি ----------	ই-কো নেংগমে-আই
মেয়েদের প্রতি ----------	নিডাম্ব নেংগমে-আই

'হইতে' বোঝাতে 'শো' (SHOW) শব্দটির ব্যবহার, --

বাংলা	টোটো
কন্যা হইতে -------	ই-কো সেংগৃমে-শো
কন্যাদের হইতে -----	লিডাঙ্গু সেংগৃমে-শো
ভালো মানুষ হইতে --	ই-কো এনতাকাইমি-ডেংগা-শো
বাবা হইতে -------	ই-কো আপা-শো
বাবাদের হইতে -----	লিডাঙ্গু আপা-শো

(চ) --- টোটোভাষায় সর্বনামের ব্যবহার পাওয়া যায়। যেমন:-

একবচন

বাংলা	টোটো
আমি	কা
আমার	কো, কং
আমাহইতে	কা-সো, কং-সো
তুমি	ন-তি

বহুবচন

বাংলা	টোটো
আমরা	কা-নিনা
আমাদের	ন-কো, ন-কা
আমাদের হইতে	কা-নিনা সো,
তোমরা	ন-তি

একবচন

বাংলা	টোটো	বাংলা	টোটো
তোমার	ন-কো	তোমাদের	ন-কো
তার	ইউ-কো, তু-কো	তাদের	ইউ বে-কো
তার মা	ইউ-কো আইয়ো,	তাদের মা	ইউ বে কো আইয়ো

(ছ) ক্রিয়াপদের পরে 'রো' (Ro) শব্দটির ব্যবহার, --

উত্তম পুরুষ,

বাংলা	টোটো
আমি যাই	কা হি-রো
আমি খাই	কা কার-কো
আমি দেখি	কা কংক্-রো
আমি দেই	কা পিক রো-পা

মধ্যম পুরুষ

বাংলা	টোটো
তুমি যাও	ন-তি হারকো-গা
তুমি খাও	ন-তি কা
তুমি দেখ	ন-তি কংগারো
তুমি দাও	ন-তি পিক-না

প্রথম পুরুষ

বাংলা	টোটো
সে যায়	এ কুরা-হি-রো
সে খায়	এ কুরা কা
সে দেখে	এ কুরা তিং-হি
সে দেয়	এ কুরা পিকা-হি

(জ) টোটোভাষায় ক্রিয়াপদে 'গা' ('ga') শব্দটির ব্যবহার,---

উত্তম পুরুষ

বাংলা		টোটো
আমি যাব	---------	কা হেপুর-গা
আমি খাব	---------	কা কারো-গা

মধ্যম পুরুষ

বাংলা		টোটো
তুমি যাবে	--------	ন-তি হেপুর-গা
তুমি খাবে	--------	ন-তি কারো-গা

প্রথম পুরুষ

বাংলা		টোটো
সে যাবে	---------	এ-কুরা হেপুর-গা
সে খাবে	---------	এ-কুরা কারো-গা

(খ) ক্রিয়ার পুরুষ ত্রিবিধ । যেমন- উত্তম পুরুষ, মধ্যম পুরুষ, প্রথম পুরুষ । টোটোভাষার কিছু উদাহরন এখানে তুলে ধরা হোলো, ----

উত্তম পুরুষ

বাংলা	টোটো
আমি	কা
আমাকে	কংগ্
আমরা	কা-নিনা
আমাদের	না-কা অথবা আইয়-বি
আমার	কো
আমার বাবা	কো-আপা

মধ্যম পুরুষ

বাংলা	টোটো
তুমি	ন-তি
তোমার	ন-কো
তোমার বাবা	ন-কো-আপা

প্রথম পুরুষ

বাংলা	টোটো
সে	নি-না, অথবা এ-পে, অথবা এ-কুরা
তাহার	ইউ-কো, অথবা তো-কু
তাহারা	দোতান-মুমি, অথবা দো-দংকুবে
তাহাদের	ইউ-বে-কো

তবে এটা ঠিক যে, বর্তমানে টোটোভাষার সংগে স্থানীয় বাংলা কথ্যভাষা মিশ্রনের ফলে এক সহজতর সমন্বয় দেখা যায়। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, উভয়ভাষার মধ্যে ব্যাকরনগত অনেক বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। বাংলাভাষায় একবচন প্রকাশের জন্য আলাদা কোনও প্রত্যয় ব্যবহৃত হয় না। কিন্তু বহুবচন প্রকাশের জন্য শব্দের সংগে বিশেষ প্রত্যয় এবং -

বহুত্বনির্দেশক শব্দ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। টোটোভাষায়ও একের বেশী অর্থাৎ বহুবচন প্রকাশের জন্য 'নেডায়ু' শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তবে একথা ঠিক যে, টোটোভাষার বাক্যগঠনে বাংলাভাষার প্রভাব দেখা যায়। বাংলাভাষার মতো সরলবাক্যে প্রথমে কর্তা, তারপর কর্ম এবং ক্রিয়াপদ থাকে। ভোট বা তিব্বতীয় ভাষার বাক্য গঠনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হোলো এটি।

টোটোভাষায় বাক্যের অর্থ স্বরাঘাত ও সুরতরঙ্গের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ভোট-চীনাভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হোলো ব্যাকরণগত পদ গঠনের অক্ষমতা। বাক্যের মধ্যে শব্দের অবস্থান বা বিন্যাস অনুসারে টোটোভাষার শব্দের ব্যাকরণমূল্য প্রকাশ পায়। এর ফলে ব্যাকরণজনিত অভাব টোটো কথ্যভাষায় লক্ষ্য করা যায়।

বহুকাল আগে থেকেই বিভিন্ন ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর আগমনে জলপাই গুড়ি জেলা ভৌগোলিক পরিসরে প্রায় শতাধিক ভাষাভাষীর সমন্বয়ে সমৃদ্ধ। এর ফলে এই জেলার ভাষা অন্যান্য প্রত্যেক ভাষার মিশ্রনে প্রভাবিত প্রত্যেক গোষ্ঠীর নিজস্বভাষা তাদের নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু বাইরের জগতের সংগে যোগাযোগের প্রধান ভাষা বাংলা, হিন্দী, নেপালী, ইংরেজী।

আবার লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, ভিন্ন ভাষাভাষীর কিছু সম্প্রদায় বাংলাভাষাকেই মাতৃভাষারূপে গ্রহন করেছে ।

জলপাই গুড়ি জেলার মাদারীহাট বিভাগে টোটোজনজাতির বাস । এরা পশ্চিমবঙ্গের তথা বিশ্বের ক্ষুদ্রতম উপজাতি হিসেবে চিহ্নিত । ১৯৯৯ এর মে|জুন মাস পর্যন্ত সমীক্ষায় প্রাপ্ত টোটোদের জনসংখ্যা মোট ১১০৮ । এর মধ্যে পুরুষ টোটো ৫৬১ জন এবং স্ত্রীলোক টোটো ৫২৭ জন । এই টোটোপাড়ায় টোটোরা ছাড়া কিছুসংখ্যক নেপালী, গারো, বিহারী, বাঙালী, মাড়োয়ারী বসবাস করে । টোটোরা ছোটবেলা থেকেই নেপালীদের সংগে মেলামেশার কারনে নেপালীভাষায় বেশী কথা বলে । তবে বর্তমানে বাংলাভাষার মাধ্যমে লেখাপড়া শিখছে বলে তারা তাদের নিজেদের ধ্যান ধারনা, ভাবনাচিন্তা বাংলাভাষার মাধ্যমেই করছে । বাংলাভাষা এবং লিপিকেও তারা নিজেদের করে নিয়েছে ।

জলপাই গুড়ি জেলার কথ্যভাষার দুটি স্থানীয় ভাগ রয়েছে ।

যেমন:-

(ক) রাজবংশী সম্প্রদায় ব্যবহৃত বাংলাভাষা,

(খ) বাঙালী ও বরেন্দ্রী শ্রেনীর ব্যবহৃত বাংলাভাষা,

এই দুই বিভাগের জনগনই পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে জলপাই গুড়ি জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে এসে বসবাস করছে। এদের প্রত্যেক সম্প্রদায়ের বা গোষ্ঠীর ভাষা আলাদা হলেও এরা নিজেদের সমাজের বাইরে জেলায় প্রচলিত মৌখিক বাংলা ভাষা ব্যবহার করে।

জর্জ গ্রীয়ারসন রাজবংশী সম্প্রদায়ের ভাষাকে 'রাজবংশী উপভাষা' বলে অভিহিত করেছেন। ভাষাচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় এই রাজবংশী ভাষাকে 'কামরূপী উপভাষা' বলে মত প্রকাশ করেছেন। সুকুমার সেন ও সুনীতি চট্টোপাধ্যায়কে সমর্থন করেছেন। কিন্তু নির্মল কুমার দাস এই রাজবংশী ভাষাকে 'রাজবংশী' বা 'কামতা' নামকরন করা সমর্থনযোগ্য নয় বলে অভিমত দিয়েছেন।

টোটোদের ভাষার সংগে জেলার অন্য ভাষার মিল নেই। তবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, এই টোটোভাষার মধ্যে জলপাই গুড়ি জেলার চলিত মৌখিক বাংলাভাষার প্রভাব রয়েছে। টোটোপাড়ার চারপাশে বিভিন্ন ভাষাভাষীদের বাস হলেও শিক্ষাক্ষেত্রে টোটো ছেলেমেয়েরা বাংলা কথ্যভাষার মাধ্যমে লেখাপড়া করছে বলে বাংলা কথ্যভাষার সংগেই বেশী পরিচিত। ফলে তাদের সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রার মধ্যে এর প্রভাব প্রতিফলিত।

১৯৫১ সালের জনগণনার প্রতিবেদনে জলপাই গুড়ি জেলায় একশত একান্ন টি ভাষার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল। তথ্য অনুযায়ী,

ক) ১৯৭১ সালের জনগননায় ভারতীয় আর্যভাষার পরিবারভুক্ত ভাষার মোট কথ্যভাষার সংখ্যা পাওয়া যায় ১০৫৪,২৫৫।

খ) এ জেলায় বহিরাগত ভাষাভাষী ৪৩৯,২৫৬। হিসাব করলে দেখা যায় যে, জলপাই গুড়ি জেলার স্থানীয় বাংলা ভাষাভাষীর সংখ্যা মোট ৬১৪,৯৯১।

গ) রাজবংশী কথ্যভাষা ব্যবহারকারীর সংখ্যা জলপাই গুড়ি জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে রয়েছে ৫৮.৩৩ শতাংশ।

ঘ) ১৯৬১ সালের জনগননা অনুযায়ী জানা যায় যে, জলপাই গুড়ি জেলার বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী ৬৫.১৬ শতাংশের বেশীরভাগ বসবাসকারীই রাজবংশী ভাষাভাষী।

ডুয়ার্স অঞ্চলে বসবাসকারী মেচ, রাভা প্রভৃতি ভোটবর্মী ভাষার বৈশিষ্ট্য হোলো এই যে, এই ভাষাগুলি সুর প্রধান। সুরের উত্থান পতনে শব্দ ও বাক্যের অর্থ পরিবর্তিত হয়। ফারগুসন এবং মুনীর চৌধুরীর মত অনুযায়ী বলা যায় যে, শব্দের অর্থ নিয়ন্ত্রনে ভূমিকা না থাকলেও বাক্যে -

এর প্রভাব আছে। আচার্য্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় এ বিষয় নিয়ে তাঁর মতামতে বলেছেন,

'Pitch of voice is not a significant element of speech in Bengali'

বাংলাভাষার সুরতরঙ্গের সূত্রবদ্ধ রূপ দিয়েছেন চার্লস এ, ফারগুসন এবং সুনীল চৌধুরী। প্রাধান্য তথ্য হিসেবে এখানে কিছু অংশ লিপিবদ্ধ করে দেখানো হল। সুরতরঙ্গের মূল প্রকারভেদ এইরকম, ----

ক) ঊর্ধ্ব থেকে নিম্নগামী বা অবরোহী ——↘
(High falling or Fade)

খ) নিম্ন থেকে ঊর্ধ্বগামী বা আরোহী ——↗
(Low rising or Rise)

গ) সমান্তরাল ——→
(Level / Sustained)

বিশেষজ্ঞদের মতে তিব্বতী বা ভোটবর্মী ভাষায় সুরের উত্থান পতন দেখানো হয়েছে এইভাবে, ---

ক) দ্রুত অবরোহী (Steep falling) ——⇘
খ) সাধারন অবরোহী (High falling) ——↘
গ) দ্রুত আরোহী (Steep Rise) ——⇗

ঘ) সাধারন আরোহী (Low Rise) = ↗

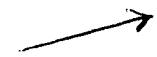

ঙ) সমান্তরাল (Level) ═══ →

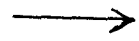

ক) সাধারন বিবৃতিমূলক বাক্যে উর্ধ থেকে নিম্নগামী কিছু স্বরতরঙ্গের নমুনা এখানে তুলে ধরা হোলো, -----

বাংলা	রাজবংশী	টোটো
১) তুমি ভাত খাও	তুই ভাত্ খা	ম- তি আমাচাকোগা
২) তুমি টাকা নাও	তুই টাকা নে	ম- তি তংকা পা
৩) তুমি হাটে যাও	তুই হাট্‌ত্ যা	ম- তি হাটিতা হামি

(খ) আজ্ঞাসূচক বাক্য:-

বাংলা	রাজবংশী	টোটো
(১) তুমি পুরোহিতের কথা মানবে,	তুই ব্রাহ্মনের কথা মানিবু,	ম- তি মেঙ্গাং লুইম্‌বি কো জাংওয়া হিংমিবে
(২) তুমি এখানে বস,	তুই এইটে বইস্,	ম- তি ইতা লেইগা

(গ) প্রশ্নসূচক বাক্য :-

বাংলা	রাজবংশী	টোটো
(১) তুমি রান্না করতে জানো ?	তুই রান্ধিবার জানিস্ ?	ন-তি লেইগাকো গেমগা ?
(২) তোমাদের এখানে হাসপাতাল আছে ?	তোমার ঐটে- হাসপাতাল আছে ?	ন-তি বিকো - আস্পাতাল নি-না ?

(ঘ) অনুরোধসূচক বাক্য :-

বাংলা	রাজবংশী	টোটো
(১) তোমার কথা বলো,	তোর কথা ক,	ন-কো নুয়ং জাং
(২) তোমার বাড়ী যাবো,	তোর বাড়ী যাইম্,	ন-কো স্নাতা হারো

(ঙ) প্রার্থনাসূচক বাক্য :-

বাংলা	রাজবংশী	টোটো
১) ওদের পেয়ারা দাও,	উয়াক্ সুপ্‌রী দে,	ঔ-বিকো তাৎপ্রোসে-পিচো
২) আমাদের বাড়ীতে-থাকো,	হামার্ বাড়ীত্ থাকো,	কেয়োংসা-তা-ইয়ুং

(চ) দ্বিধা, সংশয়বাচক বাক্য :-

বাংলা	রাজবংশী	টোটো
১) তুমি হয়তো জানোনা,	তুই হয়তো জানিস্‌না,	ন-তি মেগেমি
২) তুমি কি রান্না করতে-পারবে	তুই কি রান্ধিবার পাবু,	ন-তি লেইগাকো-গেমগানি,
৩) আমি জানিনা, সে হয়তো মারা গেছে,	মুই জানংনা, উয়ায় হয়তো মরি গেইছে,	কা মেগেমি, আ-কু সিগমেবি,

এখানে উল্লেখ করবার বিষয় এই যে, বাংলা কথ্যভাষায় প্রতিটি অক্ষরে স্বরাঘাত থাকে না। কিন্তু টোটো কথ্যভাষায় প্রত্যেকটি অক্ষরে এবং শব্দে স্বরাঘাত থাকে। যেমন:-

বাংলা	টোটো
১) বাজার থেকে মুরগী নিয়ে এসো,	হাত্তি সো কেকা চৌইপা
২) আমরা একসংগে থাকি	কাবি একসাত্তা ইয়ুংমি
৩) আকাশে অনেক তারা	ডিংবাতা উইসে পুইমা,

জলপাই গুড়ি জেলায় 'তি', 'ডি' যুক্ত অনেক নদী ও বিভিন্ন অঞ্চলের নাম পাওয়া যায়। তাত্ত্বিকদের মতে একে ভোট-বর্মী ভাষার প্রভাব বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। কারন, ভোট-বর্মী ভাষায় এই 'তি' ও 'ডি' শব্দদুটির অর্থ 'জল' ও 'নদী'। টোটো কথ্যভাষায় 'তি' শব্দটি 'নদী' অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। টোটোপাড়ার নদীগুলি এবং ঝোরাগুলি 'দীপ্-তি', চুয়া-তি, 'লেঙ্পাঙ্-তি', 'মেরেম্-তি' ইত্যাদি নামে পরিচিত। আর 'নিম্তি', জয়ন্তী, 'ক্রান্তি' উচ্চারনে টোটোপাড়ার পার্শ্ববর্তী কিছু অঞ্চল বা এলাকা পরিচিত।

রাজবংশী ভাষায় উদ্দেশ্য, ইচ্ছা, অথবা অভিপ্রায়মূলক বাক্যে বক্তার ইচ্ছা ও আগ্রহ অনুযায়ী বোলাদা বোলাদা শব্দের উপর শ্বাসাঘাত পড়ে। এর ফলে টোটো কথ্যভাষার মতো বাক্যের বিভিন্নস্থানে শ্বাসাঘাত পড়বার কারনে বাক্যের অর্থের সূক্ষ্ম পরিবর্তন হয়ে থাকে। যেমন:-,

(ক) মরং আর বাঁচং মুই যাইম্।
(মরি আর বাঁচি) (আমি যাবই)

- এই কথাটির কর্তা অর্থাৎ 'মুই' শব্দটি নিজে মরুক আর বাঁচুক, সে যাবেই।

(খ) ভাল্ হউক আর বৈয়া হউক, আজি মুই রান্ধিম্।--- এখানে কর্তা নিজে রাঁধবে, অন্য কেউ নয়। রান্না না জানলেও এবং রান্না খারাপ হলেও সে নিজেই রান্না করবে।

আবার টোটোদের বৌথিক ও কথ্যভাষায় যা লক্ষনীয় তা হোলো, 'সাধনা জেরং কইমি' (সাধনা বিকেলে বেড়ায়) এই বাক্যটির প্রথম শব্দটিতে বোঝায় যে'সাধনা' বেড়াতে যায়, সাধনার সংগে অন্য কেউ যায়না।

দ্বিতীয় শব্দ 'গেরং'-এর উপর শ্বাসাঘাত পড়েছে। এতে অর্থ দাঁড়ায় যে, সাধনা বিকেলেই বেড়াতে যায়, সকালে বা অন্যসময়ে বেড়াতে যায় না।

তৃতীয় শব্দ 'কইমি'-তে বোঝায় সাধনা বেড়াতে যায়, কোথাও থাকতে যায় না।

তবে রাজবংশী কথ্যভাষার সংগে টোটোদের মৌখিক ও কথ্যভাষার মিল সাধারনভাবে উচ্চারনগত। অর্থাৎ মৌখিক বাক্যটি বক্তার ইচ্ছা অনুযায়ী বক্তব্যের ফলে প্রত্যেকটি শব্দের উপর যে, শ্বাসাঘাত পড়ে তাতে বাক্যের অন্তর্নিহিত সুক্ষ্ম পরিবর্তন ধরা পড়ে। তবে একথা বলা যায় যে, রাজবংশী কথ্যভাষা এবং টোটো কথ্যভাষায় শব্দগত কোন মিল খুঁজে পাওয়া যায় না।

জলপাই গুড়ি জেলার বিভিন্ন অঞ্চলের চলিত মৌখিক কথ্যভাষার সংগে টোটোদের কথ্য এবং মৌখিক ভাষার কিছুটা ধ্বনিগত মিল লক্ষ্য করা যায়। এই ধ্বনিগত মিল প্রসঙ্গে এটাই বলা যায় যে, টোটোদের মৌখিক কথ্যভাষাতে রাজবংশীভাষার কিছু প্রভাব পড়েছে বলেই এটি হয়েছে। ব্লুমফিল্ড

এ প্রসঙ্গে বলেছেন যে, "কোনও জেলা সম্বন্ধেই এ বিষয়ে প্রশ্নের অবতারনা অপ্রাসঙ্গিক। প্রত্যেক গ্রাম বা অঞ্চলে আঞ্চলিক আলাদা আলাদা কথ্য ও যৌথিক উচ্চারিত ভাষা রয়েছে।"

টোটোপাড়ার কোনও রাজবংশী ভাষাভাষী লোক বসবাস করেনা। টোটোরা বিভিন্ন প্রয়োজনে টোটোপাড়ার বাইরে আসে। রাজবংশী ভাষাভাষী মানুষদের সংগে পরিচিত হয়। কিন্তু টোটো যৌথিক ভাষায় এখনো পর্যন্ত রাজবংশী ভাষার প্রভাব পড়েনি বলেই লক্ষ্য করা গেছে। তবে সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, টোটোপাড়ায় বসবাসকারী বাংলা ভাষাভাষীদের আচার আচরন, নামকরন, আতিথেয়তা, পোশাক ইত্যাদি টোটোদের আগ্রহ জাগিয়েছে। ফলে টোটোরা অনেক বাংলা শব্দকে তাদের নিজেদের মৌখিক কথ্যভাষাতে যোগ করে নিয়েছে। তাছাড়া টোটোরা বাংলাভাষার মাধ্যমে লেখা পড়া শিখছে বলে টোটোদের যৌখিক ভাষাতে বাংলাভাষার প্রভাব খুব ভালোভাবেই পড়েছে।

টোটোদের মৌখিক ভাষায় বাংলা স্বরবর্ন বা স্বরধ্বনির মতো ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়নি। টোটো মৌখিক ভাষার

বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রয়োজনবোধে শব্দের শুরুতে 'ও' অক্ষরটি প্রচলিত। কিন্তু বাংলাভাষায় শব্দের শুরুতে সাধারনতঃ 'ও' অক্ষরটি বসেনা। আবার বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণের 'খ', 'ঘ', 'ছ', 'ঝ', 'ঞ', 'ঠ', 'ঢ', 'ন', 'ম', 'ধ', 'ভ', 'ড', 'শ', 'য়'-- এই বর্ণগুলির ব্যবহার টোটোদের মৌখিক ভাষাতে পাওয়া যায় না। টোটোদের মৌখিক ভাষায় মৌখিক শব্দে 'হ' ছাড়া অন্য কোনও মহাপ্রাণ ধ্বনির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় না।

টোটোদের নিজস্ব মৌখিক ভাষা থাকলেও তাদের নিজস্ব কোনও অক্ষর বা লিপি নেই। বাংলাভাষার মাধ্যমে তারা লেখাপড়া শিখছে। ফলে তাদের দাপ্তরিক, লেখাপড়ার কাজ প্রায় সবই বাংলা অক্ষরে হয়ে চলছে। আদিবাসি ভাষা হিসেবে বাংলাভাষার চেয়ে নেপালীভাষার বেশী প্রভাব টোটো মৌখিক ভাষাতে। টোটোপাড়ার অন্যান্য অধিবাসিদের তুলনায় নেপালীরা সংখ্যায় বেশী বলে টোটোদের সামাজিক, অর্থনৈতিক দিকগুলো নেপালীদের দ্বারা প্রভাবিত। তবে জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন অঞ্চলের সংগে যোগাযোগ হওয়ার ফলে এবং বাংলাভাষার মাধ্যমে লেখাপড়া শিখবার ফলে জেলার প্রচলিত মৌখিক বাংলাভাষা

ভাষাগত দিক থেকে টোটোদের বেশী প্রভাবিত করছে। তবে বাংলাভাষায় কথা বললেও এটা লক্ষ্য করা গেছে যে, টোটোদের মৌখিক ভাষায় গৃহীত বাংলা ভাষার উচ্চারনে তাদের নিজস্ব উচ্চারনগত বৈশিষ্ট্যে অনেক পার্থক্য ধরা পড়ে। এখানে বাংলা ও টোটো মৌখিক উচ্চারনগত কিছু শব্দ লিপিবদ্ধ করা হোলো,-

বাংলা	টোটো
আমি	কা
আমার	কুং
আমাদের	কাপুকো
তুমি	ন-তি
তোমার	ন-কো
তোমাদের	ন-তি কিকো
ওরা	ঐ-বি
ওদের	ঐ-বিকো
যা	আই-য়ো

বাংলা	টোটো
বাবা	আপা
ভাই	ভুয়া
দিদি	আনা
পুরুষ	পজা
স্ত্রীলোক	বেমে
বউ	আয়ং
ছেলে	অদেয়া
মেয়ে	চাইংনা

রাজবংশী ও বরেন্দ্রী সম্প্রদায়ের লোকেরা সংখ্যার দিক থেকে বেশী না হলেও বেতার, শিক্ষা, দূরদর্শন, সংবাদপত্র প্রভৃতি জনগনের যোগাযোগ মাধ্যমগুলি বাংলা ভাষার স্বপক্ষে স্থিতি ও বিস্তৃতি ঘটিয়ে চলেছে। এমনকি রাজবংশী তথা বাংলাভাষা চলিত মৌখিক বাংলাভাষায় প্রভাবিত অন্যান্য সম্প্রদায়ের অনেক ভাষা এর ফলে প্রায় লুপ্ত হতে চলেছে। তবে একটা ঠিক যে, জলপাই গুড়ি জেলার অন্যান্য ভাষাভাষী সম্প্রদায়ের মানুষদের জীবন জীবিকার কারনে অন্য অনেক ভাষা শিখতে হয়েছে। টোটোদের মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা খুব কম এবং

তাদের অনগ্রসরতার দরুন টোটোরা বর্তমানে বাংলাভাষার উপর নির্ভরশীল হয়ে উঠছে। বাংলাভাষা, সমাজ, সংস্কৃতির পরিমণ্ডলে থাকবার ফলে টোটোরাও তাদের শিশুদের নামকরণ করছে বাংলা ভাষাভাষীর নামকরণ অনুকরণে। যেমন, পুরুষদের ক্ষেত্রে 'বকুল', 'রবি', 'বিমল', 'দিলীপ', 'সঞ্জীব', 'শচীন', এবং মেয়েদের বিভাগে 'লেবী', 'সাধনা', 'রানী', 'সুচনা' ইত্যাদি ধরনের নামকরণ।

টোটো যুব সমাজ বর্তমানে নিজেদের সংস্কৃতি, ভাষা, সমাজজীবন সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠছে। ধনীরাম টোটো, ভক্তরাম টোটো, বিমল টোটো, মুক্তারাম টোটো প্রমুখ সচেতন টোটো পুরুষদের উদ্যোগে 'টোটো যুব সমিতি', 'পোইকিংগোওয়া' যুব সমিতি গড়ে উঠেছে। যে কোনও সভা সমিতিতে এরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা, মত বিনিময় ইত্যাদি নিজেদের টোটো মৌখিক ভাষায় করে থাকে। কিন্তু তাদের মতামতগুলি, সিদ্ধান্ত তারা কাগজে লিপিবদ্ধ করে বাংলা বর্ন এবং ভাষায়। টোটোদের মধ্যে বর্তমানে সভ্যতা আলো প্রবেশ করে তাদের সভ্যজগতের উপযুক্ত করে তুলছে ঠিকই, কিন্তু এর ফলে ধীরে ধীরে তারা তাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলিও হারিয়ে ফেলছে।

টোটোদের মৌখিক ভাষার নির্দিষ্ট কোনও ব্যাকরন নেই। তবে পদবিন্যাসের নিয়ম অনুযায়ী বাংলাভাষার মতো টোটো মৌখিকভাষার বাক্যগঠনেও বাক্যের মূল অংশ উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। যেমন,--

বাংলা		টোটো	
উদ্দেশ্য	বিধেয়	উদ্দেশ্য	বিধেয়
(১) গাছে	সুপারী হয়েছে,	সেংতেংতা	গোয়াই উইসেনিবা
(২) তুমি	কম্বলটা নিয়ে এলে	ন-তি	পুরকোতুসা
(৩) তুমি	কেমন আছ ?	ন-তি	হাপানিংগা ?
(৪) বানীর	লঙলের হাতলভালো	[illegible]	আনুঙ্ এনতাপা

আবার উদ্দেশ্যের প্রসারক যেমন উদ্দেশ্যের আগে বসে, বিধেয়-র প্রসারক তেমনি বিধেয়-র পূর্বে বসে। যেমন,--

বাংলা	টোটো
১) আমি|একখানি বই কিনলাম--	কা|ইচো য়িগা চোইপিকোহে
২) আমরা|কান দিয়ে শুনি ---	কিবিয়া|হামুঙ্গো হিংমি

বাংলা	টোটো
৩) এটি | আমাদের বাড়ী ---	ই | কে-য়োং মা
৪) মিচুমা টোটো | রান্না করছে ---	মিচুমা টোটো: | লেইওয়াবি

টোটোভাষাকে স্বরনির্ভর ভাষা বলা যায় । কারণ, এ ভাষার প্রত্যেকটি অক্ষরের স্বরাঘাত শব্দের অর্থ নিয়ন্ত্রন করে । এই একাক্ষরী (Monosyllabic) তোটবর্মী ভাষার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হোলো এই যে, স্বরাঘাতের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শব্দের অর্থের পরিবর্তন ঘটে ।

বাংলা স্বরধ্বনির সব ধ্বনিগুলি টোটোভাষায় পাওয়া যায় না । মোট বাঁচাটি স্বরধ্বনি টোটোভাষায় পাওয়া গেলেও সেগুলির স্বর দীর্ঘ নয় । স্বরধ্বনিগুলি হোলো,

বাংলা	টোটো	ইংরাজী
অ	অ	A
আ	আ	Aw
ই	ই	i
উ	উ	u
এ	এ	E
ও	ও	Oh

টোটো কথ্যভাষায় স্বরবর্ন উচ্চারনে

জিহ্বার অবস্থান 'আ' ক্ষেত্রে স্বাভাবিক । যেমন, 'আবেশো'।

আবার 'আ' নিম্নধ্বনির ক্ষেত্রে 'আং-দুং' আধা কাপড় অর্থে ব্যবহৃত ।

'আ' প্রসারিত ধ্বনি, যেমন,'আম্মা,' ভাত অর্থে ।'আ' বিকৃত ধ্বনি,

যেমন 'আনা' ভগ্নী অর্থে ।

টোটোরা স্বরধ্বনিগুলি উচ্চারনের সময়

উচ্চারন ভঙ্গিমা অনুযায়ী কখনো মৌখিক আবার কখনো বা নাসিক্য

ধ্বনি হিসেবে উচ্চারন করে । লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, এই ধ্বনিগুলির

মধ্যে বৈষম্য নেই । তবে অনুনাসিক স্বরধ্বনিগুলি(ব্যবহৃত হলেও শব্দের

সবজায়গায় (স্বরধ্বনিগুলি, কিন্তু এভাবে ব্যবহৃত হলেও শব্দের সবজায়গায়)ব্যবহৃত

হয় না । কিন্তু মৌখিক ধ্বনি শব্দের আগে মধ্যে বা পরে যে কোনও

স্থানে ব্যবহৃত হয় ।

উপসংহার

পূর্ববর্তী আলোচনার সূত্র ধরে, অবশেষে এখানে ভূমিকায় প্রস্তাবিত বক্তব্যটি প্রতিষ্ঠিত করা হবে এবং তার ভিত্তির দিয়ে টোটোদের মৌখিক সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের সংস্কৃতির স্বরূপ তুলে ধরাই হবে এই অধ্যায়টির উদ্দেশ্য ।

ভাষাতত্ত্বের দিক থেকে মৌখিক সাহিত্যের একটি বিশেষ মূল্য রয়েছে । মৌখিক সাহিত্য লোকমুখে প্রচার সময়ে প্রত্যেক জাতির, দেশের নিজস্ব ভাষার সবচাইতে ক্রমনশীল যুগেই প্রচারিত হয় । কারন, লিপিহীন কথ্যভাষাই জাতির সবচাইতে ক্রমনশীল ভাষা । তাই কোনও কথ্যভাষাই কোনও ভাষার ঊর্ধ্বের মাধ্যমে সঠিকভাবে প্রকাশ করা যায় না ।

লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, মৌখিক সাহিত্য প্রাচীন ঐতিহ্যের ধারা অনুসরন করে । মৌখিক সাহিত্যের মধ্য দিয়ে সমাজজীবনের বহু বিস্মৃত ঘটনার বিষয় জানতে পারা যায়, যে কোনও জাতির জীবনের অগ্রগতির ধারা অনুসরন করবার সুযোগ পাওয়া যায় । তাই বলা যায় যে, কোনও জাতির মৌখিক সাহিত্যই সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্বেরই একটি অংশ । মানবসমাজের সার্বিক জীবনের ক্রমবিকাশের ধারার সংগে মৌখিক সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ধারা জড়িত বলে অতীতের বিভিন্ন জাতির মধ্যে সংমিশ্রনের সন্ধান পাওয়া যায় । মৌখিক সাহিত্যের মধ্য দিয়ে মানবজীবনের সামাজিক ও

চারিত্রিক ক্রমবিকাশ অনুসরন করবার সুযোগ সবচেয়ে সহজ ।

সমাজের অচেতন ও অবচেতন মানুষের ভাবনা, কল্পনা প্রকাশ পায় মৌখিক সাহিত্যের মাধ্যমে। প্রকাশ পায় মৌখিক সাহিত্যের মাধ্যমে মৌখিক সাহিত্যের প্রকাশের বিশেষ ভংগী । লিখিত ভাবে প্রকাশ করতে গেলে আসল বিষয়টি অনেক দিক থেকে বদল হয়ে যায় ।

উল্লেখ্য যে, বাংলার ব্রতকথাগুলির মধ্য দিয়ে বাঙালীর জীবন ও চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে । রুচিশীল সমাজের আচার বিচারের এক প্রাচীন রূপের সার্থক প্রকাশ ঘটে মৌখিক সাহিত্যের মাধ্যমে । তবে, যে কোনও দেশের যে, কোন জাতির মৌখিক সাহিত্যও লোকমুখে প্রচারিত হতে হতে আস্তে আস্তে বিষয়েরও কিছুটা রূপান্তর ঘটে ।

ভারতের বিভিন্ন স্তরে অবস্থিত আদিবাসীদের মধ্যে এখনও অতিপ্রাকৃত শক্তি বা ক্ষমতার উপস্থিতি দেখা যায় । এদের মধ্যে কেউ কেউ দেবদেবীর মর্য্যাদায় পূজিত হন । টোটোসমাজেও এই বিষয়ের প্রবনতা গভীর । টোটোদের ভালোমন্দর জন্যও এই পূজিত দেবতারা দায়ী থাকেন । টোটোদের পূজিত দেবতা 'চিইয়া', 'সর্দিও শোকাঙ্', 'সানজা-হিসপা', 'সারক্যা', 'সিঙ্গু', 'সিনিক্যা'-- এইসব নামের দেবতারা এক্ষেত্রে লক্ষনীয় । যে কোনও পূজা বা উৎসবাদির সময় পূর্বপুরুষদের আত্মার কাছে পরিবারের মংগল কামনা করে তাদের তুষ্টির জন্য পশুবলিও 'ইউ' উৎসর্গ করা হয় ।

এই প্রসংগে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হোলো যে, টোটোদের আবাসস্থল যত ভালোই হোক না কেন, তাদের মধ্যে অন্ধকারাচ্ছন্ন একটি অংশ থাকবেই। সেই স্থানটি মৃত পূর্বপুরুষদের 'আবাসস্থল' হিসেবে চিহ্নিত এবং সেই ঘরে টোটোরা নিজেরা ছাড়া কেউ প্রবেশ করতে পারে না। হিন্দু ধর্মাচরনেও বিয়ে, অন্নপ্রাশন ইত্যাদি অনুষ্ঠানে পূর্বপুরুষদের নামে 'জল উৎসর্গ করা' বা 'বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ' করবার বিষয়টি সংগে টোটোদের অনুষ্ঠানের অনেকাংশে মিল পাওয়া যায়। তবে ঘণ্ট, পূজার উপকরন ইত্যাদির মিল হয়তো পাওয়া যায় না। তাছাড়া 'পূজার ঘর' বা থান এসবই সব সময় প্রবেশাধিকার পায় না। নিয়ম মেনে শুচি হয়ে তবেই উক্ত পবিত্র স্থানে প্রবেশ করবার নিয়ম।

প্রত্যেক দেশ ও জাতির মধ্যেই মৌখিক সাহিত্যের একটি ধারা থাকে। সমাজের বিবর্তনের সংগে লিখিত ধারার উদ্ভবের শুরু। তবে মৌখিক সাহিত্যের এমন একটি প্রানশক্তি আছে যে, তা সহজেই গ্রাহ্য। বাংলা সাহিত্যে হিতোপদেশের গল্প, পঞ্চ তন্ত্র, কথাসরিৎ সাগর- ইত্যাদি গ্রন্থবদ্ধ কল্পিত বিষয়গুলি মৌখিক সাহিত্যের বিচিত্রও জনসমাজের বিভিন্নধর্মী জীবনধারা অনুযায়ী অনুগামী জনসমাজের প্রাধান্য রূপ। দৈবনিগ্রহ ও অনুগ্রহ এই ঘটনাগুলির আসল বক্তব্য। তবে মৌখিক সাহিত্যের প্রত্যেক বিষয়ের

সৃষ্টি কোনও উদ্দেশ্য সিদ্ধির কারনেই ঘটে।

সব দেশের সব জাতির মধ্যেই দেখা যায় যে, অসহায় মানুষ দেবতার কাছে তার অসহায়ত্ব সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চায়। এক্ষেত্রে বলা যায় যে, মানব সমাজের ধর্মীয় চিন্তাধারা যত বেশী জটিল হয়েছে, মৌখিক সাহিত্যও তত বেশী অপব্যবহৃত হয়েছে। তবে মৌখিক সাহিত্য ধর্মীয় আচারের অংগীভূত হবার কারনে ক্রমবিকাশে বাধা হয়ে ওঠেনি। প্রতিবেশী সমাজ থেকে স্বতন্ত্র হলেও সব জাতির মধ্যেই জীবনবোধের সংগে সামঞ্জস্য রক্ষা করবার প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়।

জংগল পরিস্কার করে দেবতার উদ্দেশ্যে অর্ঘ্য দিয়ে তারপর চাষের আয়োজন হয় টোটোদের সমাজে। এই ধরনের বিধিব্যবস্থা রয়েছে বাঙালীদের সমাজেও। তবে তা ভিন্ন নামে ভিন্ন ধরনে প্রচলিত। ময়নাগুড়ি মহকুমার লাটাগুড়ি বনাঞ্চলে একটি বড় পাথর 'ময়নার থান' বা 'বুড়ীর পাট' হিসেবে পূজিত হয়ে থাকে। বিপদ-আপদ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রভৃতির কবল থেকে রক্ষা পাবার জন্য গ্রামবাসীরা পবিত্র মনে এঁর পূজা করে।

তিস্তা নদীর বন্যায় ফসল ও বসতি ধ্বংস হয়ে যাবার কারনে 'তিস্তা বুড়ী'-র পূজা করা হয়ে থাকে।

ভ্রাম্যমান শিকারী জীবনের নিরাপত্তা এবং 'বন্য'
চাষের ভালো ফসল হওয়ার জন্য 'শালেশ্বরী'-র পূজা করবার প্রচলনও
দেখা যায়।

টোটোদের গৃহের অন্ধকারাচ্ছন্ন
একটি স্থান তাদের পূর্বপুরুষদের আত্মার আবাসস্থল বলে চিহ্নিত।
যে, কোনও পূজা বা উৎসবের সময় পূর্বপুরুষদের আত্মার কাছে পরিবারের
মংগল কামনা করে প্রার্থনা করা হয়। তাদের আত্মার তুষ্টির জন্য
যে, কোনও পূজার আগে মুরগী বলি দেওয়া হয়। আত্মার তৃষ্ণা
মেটাবার জন্য পানীয় হিসেবে 'ইউ' উৎসর্গ করা হয়।

জলপাই গুড়ি জেলার মূল জীবন স্রোতের থেকে
পৃথক জীবনাযনের অধিকারী হলেও একই প্রাকৃতিক এবং ভৌগোলিক
আবহাওয়ায় টোটোরা পরিপুষ্ট। একই রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক
কাঠামোর মধ্যে তাদের জীবন গড়ে উঠেছে। তাই তাদের ভাষা ও
সংস্কৃতি স্বাভাবিক কারনেই আঞ্চলিক ভাষা ও সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত
হতে বাধ্য।

টোটোসমাজের মৌখিক সাহিত্য ও
জীবনচর্যা পর্য্যালোচনা করলে উল্লিখিত বিষয়গুলির সমন্বয় দেখতে
পাওয়া যায়। আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষেরা আত্মায় বিশ্বাসী বলে

পশু, পাখী, গাছ, পাথর, পাহাড় তাদের সমাজে শ্রদ্ধার আসন লাভ করেছে। তাই নিজেদের এবং পরিবারের সকলের সার্বিক মংগল কামনা করে এদের পূজা করা হয়।

টোটো সমাজও এ থেকে মুক্ত হতে পারেনি।

ধর্ম, সামাজিক আচার বিচার মানুষের বিশ্বাসকে প্রভাবিত করে - বহির্বিশ্বের সংগে এবং অন্যান্য সামাজিক গোষ্ঠীর সংগে যোগাযোগ ও জ্ঞানের ভিত্তিতে যে কোনও জাতির কর্মধারা বিস্তৃত হয়। ধর্মীয়ও সামাজিক আচরনাদি মানুষের মানসিক গঠন ও বিশ্বাসের ভিত্তিমূল। কিছু কিছু কুসংস্কার বা অন্ধবিশ্বাস সংস্কারেরই অন্যরূপ। কুসংস্কার হোলো বিবেচনা বা বিবেকের কৃত সিদ্ধান্ত। দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন বিষয় আয়ত্তে আনবার জন্য অসহায় মানুষ দৈবশক্তির কল্পনা করে আত্মসমর্পন, করতে বাধ্য হয়। বিশেষভাবে ধর্মবিশ্বাস মানুষের ব্যক্তি ও সমষ্টি-জীবনকে যুগ যুগ ধরে প্রভাবিত করে এসেছে। আর এই বিশ্বাসের সুযোগ নিয়েই টোটোসমাজের কিছু মানুষ ক্ষমতার লোভে সাধারন মানুষকে বিভিন্ন ক্রিয়াকর্মের কঠিন ফাঁদে বিজড়িত করে রেখেছে। টোটোসমাজে 'সানুজাহিমপা' বা 'সেইংজাহিমপা'-র পূজা হয় আগষ্ট মাসে। হিন্দুদের জন্মাষ্টমী পূজার সময় এই পূজা হয় (আনুমানিক)। এই 'সানুজাহিমপা' বা 'সেইংজাহিমপা' পূজার দুটি অংশ। প্রথম অংশ 'অংচু' পূজা হিন্দুদের মহাকাল বা শিবপূজা-র

সংগে তুলনীয়। দ্বিতীয় অংশ 'ওয়ুয়ু' বা 'ওঁয়ু' পূজা অনেকটা হিন্দুদের সিদ্ধিদাতা 'গনেশ' পূজার মতো।

বাঙালীদের মধ্যে শিবকে কেন্দ্র করে চৈত্র সংক্রান্তিতে শিবপূজা এবং সেইসংগে 'চড়ক মেলা' অনুষ্ঠিত হয়। একটি সিঁদুরলিপ্ত কাঠের মোটা পাটা-কে 'নীলের পাটা' বলে চিহ্নিত করা হয়। এই কাঠের পাটায় সিঁদুরের অনুলেপন হিন্দু গৃহবধূদের কাছে 'সতী সিঁদুর' রূপে সম্মানিত হলেও পূজায় পশু বলির অনুষংগই সহজে আগে মনে আসে। পাটা-টিকে 'যূপকাষ্ঠের' প্রতীক বলেও মনে করা যায়। এক্ষেত্রে টোটোদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পূজার 'থানে' দেবরূপে কল্পিত গাছ, পাথর ইত্যাদি তুলনীয়। নীলের পূজা-র সংগে টোটোদের গাছ পাথর ইত্যাদির উপাসনার বিষয়টির তুলনামূলক ভাবে অনেক সংযোগ লক্ষিত হয়। টোটোদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পশুবলির রক্ত নিয়ে পূজার উপকরনে ছিটিয়ে দেওয়া আর হিন্দুদের 'সিঁদুর মাখানো' নীলের পাটা 'মনসংযোগ নিবিড় হবার সম্ভাবনায় লোকাচারভেদ করে যৌথ নির্জ্ঞানের গভীরে বিস্মৃতবোধের ফনিক সাক্ষাৎ ঘটায়।

টোটোদের সমাজে গৃহদেবতা 'জি-রি'র পূজা করবার বিধান আছে। টোটোদের ধারনা এই দেবতার পূজা করলে গৃহের সকলেরই ভালো করেন তিনি। মূখ্যত দেবতা যাতে পরিবারের কারও ক্ষতি না করেন সেই প্রার্থনা থাকে এই পূজায়। এবং দেবতার

পিপাসা মেটাবার জন্যই হয়তো 'ইউ' এবং 'বলি'-সহ অন্যান্য উপচার দেবার মানসিকতার সৃষ্টি হয়েছে। হিন্দুদেরও নতুন ঘরে বাস করবার শুরুতে 'গৃহদেবতা'-র পূজা করা হয়। এক্ষেত্রেও উভয় পূজার বিষয়সমূহে যথেষ্ট মিল পরিলক্ষিত হয়।

এছাড়াও রয়েছে টোটোদের 'সর্দিওশোকাঙ্' বা 'সর্দেশকং' নামে ধর্মীয় অনুষ্ঠানটি। সামাজিক নিয়ম অনুযায়ী দল বেঁধে সবাই জংগল পরিস্কার করে ফসল বোনা শুরু করে। এসময় টোটোরা তাদের আরাধ্য 'সর্দিওশোকাঙ্' বা 'সর্দেশকং'-দেবতার পূজো করে ফসল বোনার কাজ শুরু করে। দলবেঁধে কাজ করবার সময় তারা সমবেত গান গায়। প্রস্তুত সুর ও উচ্চারন সেই সংগীতের। প্রামান্য তথ্য হিসেবে তার অংশবিশেষ এখানে লিপিবদ্ধ করা হোলো।

" সাজিং যাইথু সাংমো তো জাদো
ইপাইদে ইউমা ইচং,
ইপাইদে কে গা গো,
ইউমা চং কে জাগো,
ইউমা দাজুঙ্ যাইথু।
লুইজুগো চুগমে নিংথে অজাকো,
লদা যাইথু লইমো টেংকা লেইজাগো।"

বাংলায় ভাবানুবাদ:-

" কাওন বুনতে যাই আজ আমরা
আমাদের কাওনের চারাগুলি
জল না পেয়ে হয়েছে আধমরা ।
তুমি কৃপা করো ।
হে আকাশ,
তুমি বৃষ্টি হয়ে ঝরো,
বাঁচিয়ে দাও
আমাদের কাওনের চারাগুলি । "

(ভাবানুবাদ - ঝরনা বসু)

বাঙালীর ফেএব্রত এবং এর সংগে যে, মৌখিক গল্প কথা রয়েছে তা বিশ্লেষন করলে দেখা যায় যে, টোটোদের সর্দিওশোকাও' বা সর্দেশকং-এর পূজা এবং বাঙালীর "ফেএব্রত" যেন একই ধর্মীয় লক্ষ্যের সূতোয় বাঁধা । তাছাড়া মৌখিক সাহিত্য সাধনা ও ধর্মীয় অনুশাসন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত বলে মানবচেতনায় সহজে প্রভাব বিস্তার করতে পারে । লক্ষনীয় যে, ব্রতকথা-র লোকায়ত বিষয়গুলি মুখে মুখে রচিত এবং প্রচারিত হওয়ায় টোটোদের মৌখিক সাহিত্য ও ধর্মীয় সংস্কৃতির মতো প্রাণধারা অব্যাহত রয়েছে ।

"সানুজাহিসুপা" বা "সেইংজাহিসুপা"-র পূজা করবার সময় টোটোরা পুরোহিতের নির্দেশানুযায়ী তাদের মন্দির বা দেবগৃহে সকলে সমবেত হয়। সেখানে তাদের প্রথা অনুযায়ী মাংস, 'ইউ' ইত্যাদি উপকরন 'মহাকাল'-কে উৎসর্গ করে নাচগান করে। দেবতার উদ্দেশ্যে তাঁদের গান যেমন বিচিত্র তেমনি শ্রুতিমধুর। মহাকাল দেবতার উদ্দেশ্যে তাদের গান এইরকম :——

"মহাকাল দো কো
পাঁয়ু পাঁয়ু
তারা মারা দো কো
লেপু পাঁ শে
গোনে বে বু
দোকো টৌজে।"

ভাবানুবাদ :-

"দেবতা মহাকাল মহান
তোমাকে জানাই প্রনাম।
সর্বশক্তিমান তুমি
কৃপা কর আমাদের প্রতি,
আমাদের অর্ঘ্য গ্রহন কর,
আমাদের আশীর্বাদ কর।"

(ভাবানুবাদ:- ঝরনা বসু)

ভারতীয় আর্য, অস্ট্রিক, দ্রাবিড় এবং তোটবর্মী- এই চারটি মূল ভাষা জলপাই গুড়ি জেলার অন্তর্ভুক্ত । আর এই কারনেই এই জেলাকে বহু ভাষাভাষী জেলা বলা হয়ে থাকে । এই জলপাই গুড়ি জেলার প্রতিটি অঞ্চলের কথ্যভাষা নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী । প্রত্যেক মুহূর্তে ভাষাভাষীরা নিজেদের পরিবেশে নিজস্ব ভাষায় কথা বলেও বাইরের কাজে চলিত মৌখিক বাংলা ভাষা ব্যবহার করে ।

বাংলাভাষার সংগে সংগে নেপালী, মেচ, রাভা, রাভাবংশী ভাষা এই জলপাই গুড়ি জেলায় আঞ্চলিক ভাষা হিসেবে চিহ্নিত এবং চলিত । মেচ, রাভা, সম্প্রদায়ের লোকেরা নিজেদের সমাজ ও সংস্কৃতি এবং মাতৃভাষা বিকাশের জন্য যথেষ্ট আগ্রহী হয়ে উঠেছে । মেচ সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা ক্রমশ খানিকটা বাড়ছে । রাভা সম্প্রদায় সেই তুলনায় খানিকটা পিছিয়ে আছে । টোটোরাও বাইরের জগতের সংস্পর্শে এসে নিজেদের সমাজ সংস্কৃতি সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠছে ।

আলিপুর দুয়ার মহকুমা থেকে নিকোদিমাস হাজোরীর সম্পাদনায় 'রায়দাঙলী' নামে একটি মেচদের পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে বেশ কয়েকবছর যাবত । বস্তিবাজার থেকে রমেশ সুবার সহযোগিতায় আরও একটি পত্রিকা মাঝে মাঝে প্রকাশিত হয় । বোড়ো সংস্কৃতির উন্নতির পথে 'রংগ্রালি বোড়ো কৃশ্চি (সংসদ) আফৎ' এবং 'কংকেতি বোড়ো কৃশ্চি আফৎ সংস্থাদুটি গড়ে উঠেছে ।

'আজভোমি' শিলিগুড়ি থেকে প্রকাশিত দৈনিক নেপালী পত্রিকা 'সাগরমাতা' শিলিগুড়ি থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক নেপালী পত্রিকা ।

রাভাদের মধ্যে শিক্ষার হার কম হলেও তারা ধীরে ধীরে এগুচ্ছে ।

টোটোদের এখনও নিজস্ব কোনও পত্রিকা নেই । তবে 'টোটো সমাজ কল্যান সমিতি' গড়ে ওঠা তাদের প্রথম পদক্ষেপ ।

মৌখিক সাহিত্য সব দেশে সব কালে সমাজের নিখুঁত দর্পন । মানুষের আচার-ব্যবহার, সুখদুঃখ, ভালোমন্দ, সংস্কার, ঐতিহ্য ইত্যাদি সবকিছুই সেই দর্পনে প্রতিনিয়ত হয় । আর সেই মৌখিক সাহিত্যের বিষয়গুলি জাতির সার্বিক মন্ডলে দাগ কাটে এবং তার ফলে যে, কোনও জাতির বিশ্বাস- অবিশ্বাস, মত ও আদর্শ গড়ে তুলতেও অনন্য ভূমিকা নেয় ।

টোটোরা প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল । এদের বিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠান, পূজা-পার্বন, সংস্কার ইত্যাদি প্রায় সবকিছুই প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে । তাছাড়া এরা সমাজকেন্দ্রিক বলে নিজেদের এবং সমাজের রক্ষনার্থে তাদের

সামাজিক বিশ্বাস তাদের ব্যবহারিক জীবনের বিভিন্নক্ষেত্রে লক্ষনীয়। তুলনামূলকভাবে নেপালী, মেচ, পারো উপজাতিদের বেশীরভাগেরই মানসিকতা, বিশ্বাস গোদিবাসী সূত্র অবলম্বন করে এখনও রেখাংশে প্রবাহিত। স্থান, কাল, পাত্রে আলাদা হলেও বিশ্বাস ও ক্রিয়াবিধির মধ্যে সামঞ্জস্য নজর এড়িয়ে যায় না। আর স্থানীয় লোকসমাজ ও সংস্কৃতিতেও এসবের ছাপ পাওয়া যায়।

অজ্ঞতা থেকেই অন্ধবিশ্বাসের জন্ম। এখন একথা বলা যায় যে, টোটোদের মধ্যে পুরোহিতরা সবই নিজেদের সুবিধার জন্য সমাজকে অজ্ঞতার অন্ধকারে ঠেলে শুভ-অশুভ শক্তি-সমূহের উপর নির্ভরশীল হয়ে সমস্যা জর্জরিত জীবন অতিবাহিত করতে বাধ্য করে। আর টোটোরাও নিজেদের অন্ধবিশ্বাসের ফলে তা মেনে নেয়, কারন এসবের সংগে জড়িত রয়েছে তাদের প্রাচীন সংস্কৃতি। শুধুমাত্র টোটোরাই নয়, সব জাতের সব সমাজের মধ্যেই এই ধরনের বিধিনিষেধ এবং অন্ধবিশ্বাস এখনও বর্তমান।

মৌখিক সাহিত্য অতি প্রাচীন ঐতিহ্যের ধারা অনুসরন করে থাকে বলে এতে সমাজ-জীবনের বহু বিস্তৃত আচার-আচরনের বিষয় জানা যায়। তাছাড়া জাতীয় সমাজ জীবনের অগ্রগতির ধারা অনুসরন করবার সুযোগও হয়। মৌখিক সাহিত্যের প্রধান বিশেষত্ব এই যে, অতি সহজেই

তা জনমনে বিস্তার লাভ করে। তাছাড়া এর বিশেষত্ব এই যে, যৌথিক কথা- সাহিত্যের কোনও কাহিনী দীর্ঘ হয় না।

যৌথিক কথাসাহিত্য অতি সহজেই বিভিন্ন ভাষাভাষীদের মধ্যেও সহজে প্রচার লাভ করতে পারে। বিষয়বস্তুর সার্বজনীনতার কারনেই হয়তো সব শ্রেনীর সমাজের কাছে গ্রহনীয় হয়। তাছাড়া, যৌথিক সাহিত্য ব্যক্তিমানস নয়, সমাজ মানসেই বিধৃত বলে হয়তো কৃত্রিম হয়ে উঠতে পারে না। বক্তব্য বিষয় অভিন্ন রেখে নতুনভাবে রূপান্তর ঘটিয়ে পরিবর্তনের ধারায় চলতে থাকে। টোটো সম্প্রদায়ের যৌথিক সাহিত্য এবং বাংলা যৌথিক সাহিত্যেও এই বিষয়গুলি অব্যাহত।

টোটোদের যৌথিক সাহিত্য পর্য্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তাদের যৌথিক সাহিত্যের ভিতর দিয়ে তাদের সামাজিক ও মানসীক বিষয়বস্তু প্রকাশ পেয়েছে। এই সব যৌথিক সাহিত্যের মধ্য দিয়ে টোটোদের আনন্দ, বেদনাময়, সংগ্রামশীল রুঢ় বাস্তবের সত্যিকার রূপের পরিচয় মেলে। এই যৌথিক সাহিত্যের ভেতর দিয়েই তাদের অপূর্ন কামনা বাসনা ও কল্পিত প্রতিরোধের আভাস মেলে।

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী ও তথ্যসূত্র :-

১। চারু চন্দ্র সান্যাল --- দি টোটোস, এ মাক-হিমালয়ান ট্রাইব,

২। বি, কে, রায় বর্মন

৩। ডঃ বিমলেন্দু মজুমদার -- দি টোটোস

৪। ডঃ অমিতাভ সরকার --- টোটো, সোসাইটি এন্ড চেঞ্জ,

৫। ডঃ বরুন চক্রবর্ত্তী ---- লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার

৬। ডঃ মনিব্রত ভট্টাচার্য --- গনশক্তি পত্রিকা, ২১।১০।৯৫,

৭। শ্রীসুবিমল কাহালী --- সত্যযুগ, ২২-শে চৈত্র, ১৩৯০,

৮। শ্রীপরিতোষ দত্ত --- উত্তরবঙ্গের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার

৯। শ্রীধীরেন্দ্র নাথ বাসকে

১০। শ্রীদিব্যজ্যোতি মজুমদার,

১১। শ্রীঅশোক গঙ্গোপাধ্যায় - উত্তরবঙ্গ পরিচয়,

১২। ডঃ সুস্মিতা বসু ----- টোটোভাষার রূপরেখা (অপ্রকাশিত গবেষনা গ্রন্থ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়)

১৩। লোকশ্রুতি --- পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লোকসংস্কৃতি পর্ষদ

১৪। আলিপুর দুয়ার মহকুমা গ্রন্থাগার,

১৫। আলিপুর দুয়ার তথ্য ও সংস্কৃতি কার্য্যালয়,

১৬। ভাষা বিভাষার কবিতা -- সম্পাদনা, পশ্চিমবঙ্গ গনতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ।

১৭। চিত্তরঞ্জন দেব ---- বাংলার পল্লীগীতি

পরিশিষ্ট,

পূর্ব অধ্যায়গুলিতে টোটো জনজাতির বিভিন্ন ধরনের বিষয় নিয়ে আলোচনা করবার পর পরিশিষ্ট বিভাগটির অবতারনা করা হোলো । এই অধ্যায়ে টোটোদের মৌখিক লোককাহিনী, তাদের হাতের লেখার প্রতিলিপি, ধর্মীয় অনুষ্ঠানের গান, তাদের লেখা কবিতা সহ মৌখিক ভাষার কিছু নিদর্শন সংকলিত করা হোলো । টোটোভাষায় রূপান্তরিত কিছু বাংলা কবিতা ও গানও এই অধ্যায়ে সংকলিত করা হোলো ।

টোটোরা বিশ্বাস করে যে, তাদের সৃষ্টির আদি উৎস এক বুনো মুরগী। টোটোদের মৌখিক লোককাহিনীটি এখানে লিপিবদ্ধ করা হোলো :-

বুনো মুরগীর কাহিনী,

সৃষ্টির প্রথমে কোনও মানুষ ছিলো না। তখন শুধু জল-জংগল ছিলো। এক জংগলে বাস করত এক বুনো মোরগ ও মুরগী। তখন খাদ্য ও পানীয়ের অভাব ছিলো না। তারা সুখী ছিল।

খুব ভোরে উঠে বনে গিয়ে তারা খাদ্যসংগ্রহ করত। দুজনের মধ্যে খুব ভাব ছিলো। কিন্তু নিজেদের কোনও সন্তান না থাকায় তারা খুব দুঃখী ছিলো।

একদিন বুনো মুরগীটি ডিম পাড়লো। মোরগ বাবা হওয়ার আনন্দে খুব খুশী হোলো।

এরপর মুরগী ডিমে তা দিতো আর মোরগটি খাদ্যের সন্ধানে জংগলে যেতো।

একদিন মোরগটি আর ঘরে ফিরল না। ডিম ফুটে একটি মোরগের জন্ম হোলো। ছানাটি তরুন হয়ে মুরগীর খোঁজে জংগলে গেল। না পেয়ে ভেবে নিলো যে বন্যজন্তুরা তার বাবাকে মেরে ফেলেছে।

তখন মুরগীটি আর মোরগটি একসংগে থাকতে লাগলো ।
মুরগীটি আবার ডিম পাড়তে শুরু করল এবং অনেক ছানার জন্ম দিলো ।

বুনো মুরগীর কাহিনী :-

(টোটো মৌখিক ভাষায় ভাবানুবাদ)

সিক্যা-কো-মেচিং দিঙ্কো

ইসওয়াল দেংগা তা মি কে ।
আতং তি দামাশে । ই-পু দামাশে-তা ই-পু কেকা
ই-পু কেকা-চাবে । হাবুস্ ফারকো মেবে ইউ গারকো
কে । উ-কো ইরেমো ইউম ইয়াংতাওয়াবি ।
জেংপেনা জিংদাংওয়া তুতচা হাতু ।
মারি মৌপ-মে সা সিরিতা ওয়াং ডানা । ন-তি হিং জানা
পেনা মে-মে, ঔ-বিকো লেইংসা চেংবি কে, ঔ-বিকো সেইতাওয়া ।
ই-পু কেকা-চাবে তুই-না । অট্রাম কেকা-চাবে
তুইনাবি ইয়ুং-বি । কেকা-বি হাবুস্কারকো জামাসে ।
ইবে কেকাবি সা কে । কেকাচাবে

সেংডুংনাহা । ই-পু তুই ই-পু কেকা-বিলওয়া । চেংবি ওয়েনুজ তে গাওনা । দে বো আপে আবেইতা দাসে । কাংনা কে হারোঙজিংমে দিসং দুশমন আপাবি পেইবো, উ-কো আপা সিপু-আ-ই ।

আতং কেকা-চাবে না-তি কেকা নেসো দসু-না । কেকা-চাবে তুই-না, উইসে চুবেকেওয়া কেওয়া-বি ।

—(টোটো মৌখিক ভাষায় রূপান্তর- ঝরনা বসু)

স্বপ্ন দোষ — এই অসুস্থতার জন্য, এবং হাত-পা ফোলা সারবার জন্য 'পাইকিং-সোওয়া'-র পূজা করা হয়। বাচ্চা শূওর, দুইটি পায়রা, দুইটি বাচ্চা মুরগী বলি দিয়ে পূজা করতে হয়। অল্প 'ইউ' কলাপাতায় দিয়ে বলির রক্ত দিতে হয়। —

পাইকিং সোওয়া হুপাকো পাকা ই-পু পোরই নিই-পু
একটা ছটি
নিই-পু কেচে; মুঁ লাসুতা এমসা হুনেমি।

সূচনা টোটোর হাতের লেখার প্রতিলিপি — (৫।৬।৯৬)

স্বাদিংপা — বসবাসের জন্য নতুন বাড়ী তৈরী করে প্রথমে এর পূজা করা হয়। কথিত আছে যে, এই পূজা না করলে শারীরিক অসুবিধা যেমন - পেট ফাঁপা ইত্যাদি রোগ হয়। —

মুঁকো চুবে সা লোপা নাহা, নায়াই জেসা; হুঁনেমি জেসা; মহুঁ নাহা হায়মি, ফেমা বুঙ্গা পরো মা, ওয়া পাকা কোপাচে; হুপা মসা মা-কো হুচিং-বিতা যুতি নাইনেমি। হুপুন ওমওয়া আমা বিয়া কিং মসা তাং সাহি পিচানেমি।

সূচনা টোটোর হাতের লেখার প্রতিলিপি — (৫।৬।৯৬)

চিইমা — ফসলের জন্যই প্রতিনিধি এর পূজা। জং বা কাওন পাকবার পর তা দিয়ে এই পূজা করে তারপর খাওয়া হয়। শান্তিতে বসবাস করবার জন্যও এর পূজা করা হয়। —

চিইমা- সা-কো জেসা; জিরিতা তুমেমি, জং-
য়োম্‌সা জেসা; তু পাসেমি। জিরিতা সা-কো
চেমেবিয়া ও জেসমিদি; মিই,

সূচনা টোটোর হাতের লেখার প্রতিলিপি — (৫।৬।৯৬)

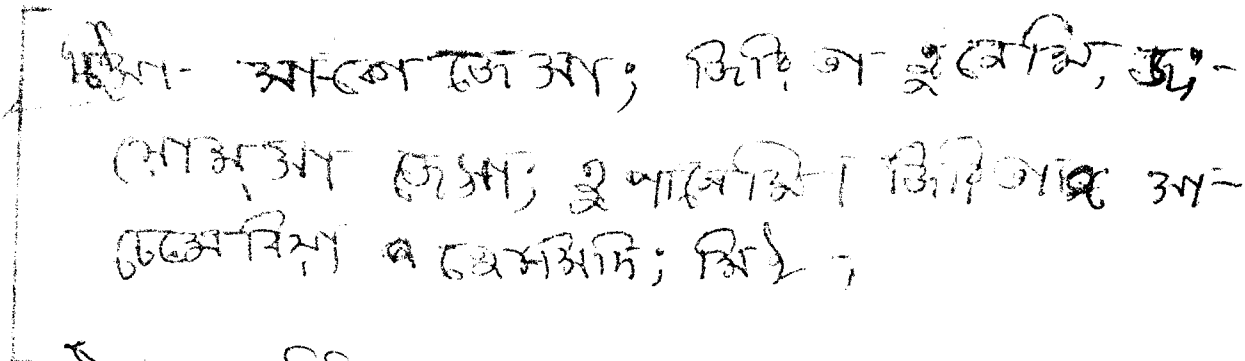

(সর্দে) (শোশেং) ত্রৈসাম (বসন্ত সঙ্গু)
(দেয়সা) পূজার উপাসনার ঘর
(সাংগাই লংওয়া)
(কুইসাং খাওয়া)
(দেবো রিহোট)
(সুরগামিং এওয়া)
মৈটংবা

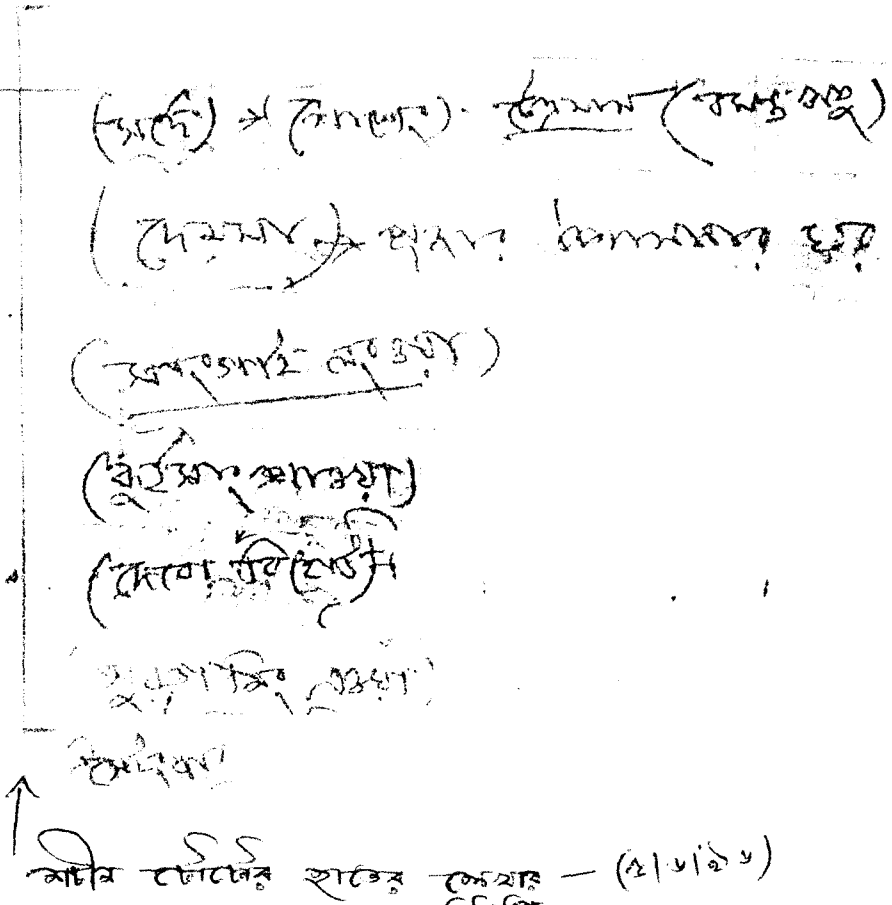

মাটীন টোটোর হাতের লেখার প্রতিলিপি — (৫।৬।৯৬)

'ওয়ুয়ু' বা 'ওঁয়ু' পূজার সময়ও টোটোদের সমাজে গান গাওয়া হয়। সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী এই উৎসবের একটি গান এখানে লিপিবদ্ধ করা হোলো:-

জংয়ু থেকাং- পু,
ওয়ালাগা থেকাং- পু,
থেলা তো দাং তৈ রেদা।
সুংজা লাথা চাউজে
মিথা ওচো হিং কসো ওয়ালাগা
মিসে কামু সিং সিং পাগা —।

ভাবানুবাদ:-

শরত আলোর অরুনিমায়,
আকাশে সাদা মেঘের ভেলায়,
তোরষা নদীর দুই পাড়ে
কাশের বন হাওয়ায় দোলে।
চাঁদের আলোর বান ডেকেছে,
টোটোপাড়ার প্রান্তরে।'

(- ঝরনা বসু)

ধনীরাম টোটোর লেখা একটি কবিতা এখানে দেওয়া হোলো:-

গুংগেতেপু ওয়েলাগা সেনা হো
দাংতেয়ু নেতায়ু সুজামিতা হো
ও সিয়া সিনপাগা -- নাথা চাও যে
মিতা ও সিয়া সিনপাগে -- মিশে
নামু সিয়া সিনপাগে ।

শইশান কাপু চেওওয়াগা সেনা হো
টুনটুন গামু ওয়লাগা ওই
সাওজে কাতু যে নাগা সেনা হো
জাবুজিরো ওয়লাগা
ও মনি ছুরে------ ।

বাংলায় ভাবানুবাদ:-

সূর্য তুমি আরো আলো দাও
আমাদের চারপাশের এই পাহাড়
উদ্ধত মাথা তুলে তোমাকে শাসায় ;
বন্ধু সূর্য, হে দেবতা সূর্য,
তোমাকে প্রনাম ।
তুমি আমাদের পাশে এসে দাঁড়াও ।
হে চাঁদ, তুমিও আরো প্রখর হও
ওই সাদা বকের মতো ।
ওই বনমুরগীর পাখার রঙের মতো
আমাদের ঘরে ঝলকাও ,
তোমাকে প্রনাম, প্রনাম নাও ।

(ভাবানুবাদ- ঝরনা বসু)

এক দাসপ্রজা

পুরমতি টোটো

সিজেমু জিনদা পুমু উ-উ উ
কৈসতো-ও, মেমেসা, জিন্‌দা পুমু—উ-উ-উ।
লোচেং আ, লে এঙ্গে পুমু।
সাচি নেগি, সাচি মাচা বোন্‌সি লামে বুং উ-উ-উ।
দোমোচি নেগি দোচি মাচা বোনসি লামে বুং উ উ উ।
সোমোচি সেচি চাওয়ে, দোমোচি দোচি চাওয়ে-এং-এ-এ-এ।
লোচেং আ মোজো, লে এঙ্গে পুমু উ উ উ।

বঙ্গানুবাদ

এক দাসপ্রজা

আমি গান গেয়ে চলেছি এক দাস প্রজা মেয়ে।
আমি এক দুঃখী মেয়ে, বনে বনে কাজ করে খাই।
পনের বছরের মেয়ে আমি, গান গেয়ে কাজ করছি।
জঙ্গলের মাটিতে হেঁটে চলেছি বাধ্য হয়ে।
অন্যদেশের পাথুরে মাটিতে কাজ করছি বাধ্য হয়ে;
অন্যের জমিতে পা রেখে হাঁটতে হচ্ছে—
কাজ আমাকে করতেই হবে।
পনের বছরের এক দাসপ্রজা মেয়ে আমি।

সম্বোধন সূচক কিছু শব্দ:-

বাংলা	টোটো	বাংলা	টোটো
মা	আইয়ো	মামা	কু-কু, কু কো
বাবা	আপা	ভাগনে	দা
দাদা	ডুড়া, দুয়া, আপু-এ,	জ্যাঠা	জিতো
		বোন	ইয়াম
দিদি	আনা	কাকা	পাং, পোং,
বউ	আয়ং	মামী	মামী, আনি,
ছেলে	অদেয়া	বরকনে	মাওয়া
মেয়ে	চাইংনা	মহিলা	মে
না	চুয়া	বিধবা	মুরিং,
নাতনী	চুমে	বিপত্নীক	মুরিং-মে
পুরুষ	পজা	বর, পতি	না-মা,
স্ত্রীলোক	মেমে	তরুনী মহিলা	না-মেগাংনা, না-কো সা,
আমি	কা		
আমার	কুং, কো,	আমার স্ত্রী	নো মে
আমাদের	কাপকো	ঠাকুর্দা	আওা,
তুমি	ন-তি	ঠাকুমা	আমা, আজা,
তোমার	ন-কো	দাদু	আতা,
তোমাদের	ন-তি বিকো	দিদিমা	আমা, আজা,
পাশুড়ী	জমে, যুমে,	কাকীমা	আসু, , আতে,
শ্বশুর	যুওয়া	স্ত্রীর বড় বোন	আনাজো,
বয়স্কা মহিলা	মেরেংমে	ছোটবোন	আনা, ইঙ্,

সম্বোধন:-

বাংলা	টোটো	বাংলা	টোটো
প্রতিজ্ঞা	এন্‌তাবা	সে	আপে
বাজনাদার	ইয়ুম-বি	গরীব	জোরং-বি
ডাকা	মৌতু	বুড়ো, বৃদ্ধ	ওয়ারাম্‌পা
ক্ষমতা	মিরাইহে	সন্তান	চেংবি
গ্রহন, নেওয়া,		চামার	মোচি
লওয়া	মোংচেরা	জেলে	মাছুয়া
চাষী, কৃষক	নিয়ংচুয়া	ধোপা	দুবি
মাঝি	মোরাই-চালাইম্‌বে	কে	হাতু, না-সু
নৌকা	নোয়াই	না	কে
পুরোহিত	দেউসী, পাউ	এই	ই
পড়ুয়া	পরেওয়া	জন্ম	কেওয়া
পঞ্চায়েত	পঞ্চাওত্‌	বাঁচা	ইয়া এমি
তাঁতী	আংদুং, ডিংবি,	ভগবান	ইসওয়াল
যে কেউ	আসু-জুংডো	একে অপরের	না-তি হিং জা না
নাম	মিং, মিঙ্‌	ঘরামী	সুভানো ইম্‌এ
মহাকালী	ঈশ্‌পা	কেহ, কেউ	হা-পো এর্‌কোইচো
প্রতিবেশী	সা-বেবে	কি	হা হারা নিন্‌গা
সমাজ	মং, মঙ্‌	যাই	হার্‌ কো
চোর	কুই-বো	স্নেহ	জোওবা
শত্রু	দুশমা	বন্ধু	বায়ুরো

সম্বোধন:-

বাংলা	টোটো
জেঠিমা	জিতেই
পিসি	পিসেই
পিসে	পুসা, পুইসা
স্বামী	ডেংগা, দাম্‌বে
জ্যাঠার ছেলে	ডুয়া, দুয়া
বোনের ছেলে	দা
বোনের মেয়ে	দা-মে
মামার ছেলে	সাম্‌দি
মামার মেয়ে	সামদিদি
পিসির মেয়ে	সাম্‌দিনি
জামাই	মা-ওয়া
স্ত্রীর বাবা	মামা
স্ত্রীর মা	মামী
কিশোর	পজা
ফেরীওয়ালা	পিচা বেই
পুলিশ	পো ইম্‌বে
নাপিত	পুরিং চেইম্‌বে
কাঠুরে	বোর্‌-ডুং, বোর্‌-দুং,
অবিবাহিত	বিও-মাং-মো
বিবাহ	বিহু, না মা নাংলো,

বাংলা	টোটো
বৃদ্ধ স্বামী	সাকো ডেন্‌গা
বৃদ্ধা স্ত্রী	হারেং পু-না
বৃদ্ধ মানুষ	ওয়ারাম্‌পা
ভাসুরের মেয়ে	ইম্‌তি
ভাসুরের ছেলে	পিসেওয়া,
ননদের মেয়ে	চেওয়া
ননদের ছেলে	মসুয়া
তেলী, তিলি	চুতি বানাই মে
মানুষ	দেংগা, ডেংগা
শয়তান	দিসং
ভাড়াটে	দিংগা
পুংলিঙগ	পোজা
তরুন	ওয়েন্‌জ তে-গাঙ্‌না
গাড়োয়ান	গারমে
দুধওয়ালা (যে দুধ জোগান দেয়)	গোয়েএা
কামার	কামি বে
কুমার, (কুমোর)	মোংটা [illegible] ভিংবি,
অকর্মন্য	ইসিয়া
ভালবাসা	এন্‌তাপানিনা,

বাংলা	টোটো	বাংলা	টোটো
অগ্রজ	তেন্ন	ভাসুর	আপুজু
শালী	দাদা, এরং-মে	বড় ভাই	আপু মে
আত্মীয়	পুসিং	মাসী	মৌসী
স্ত্রী	মে, আ-বে	ছোট ছেলে	আপে বিদাং
বন্ধু	বাইরো	বান্ধবী	কর
সধবা	ওয়া-নিনা	যুবকস্বামী	কোওওয়া,
ভাই	এ	বৌ	লোআ, লুংওয়া,
বোন	ইং, ইঙ্, আনা	শিশু	আপে, চেঙ্
শ্যালক	পাম্বি, পাম্সি,	বড়বোন	আমা
ভৃত্য	দে-য়া	জামাই	মাওয়া
আমার স্ত্রী	নো মে	মেয়ে বন্ধু বান্ধবী	বার্
কন্যা	চেঙ্মে	ছোট দেওর	এরাং ওয়া,
ভাই-পো	জিঙ্মে, ভাজিঞ্জ		এ রোংয়া,
বড়মা	আনুজু	কাকার ছেলে	এ
ভাইঝি	জিঙুয়া, জিঙমে	কাকার মেয়ে	এঙ্
ননদ	ইয়ার মে,	স্ত্রী	কুংমে, আহান, মে,
ভাইয়ের বউ	ইয়েমি, ইয়ামি	ভগ্নীপতি	পো, মাওয়া
	নামা,	সন্তান	মেংনি
পিসির মেয়ে	ইঙ্	নন্দাই	জিংবুয়া, মাওয়া,
কাকার মেয়ে	ইঙ্	ভায়রা ভাই	জিংবুয়া, দামে,
ছোট মা	এমে, ভই		
বড় শ্যালক	মেঠু		

সম্বোধন:-

বাংলা	টোটো	বাংলা	টোটো
দেবতা	সারক্যা	মেষ পালক	লুউকা-কইনা
আত্মীয়	ইয়ংকোডেঙা	বনকর্মী	লো তাউয়ুমি
বোকা	লাটা, বিমূঢ়	বেকার	বেইকার্
ফরমা	হংপোওয়া	দোকানদার	সওদা পিচায়
কালো	ডাসিওয়া	ক্ষুধার্ত	হাপুংপুনা,
খারাপ	মসংওয়া		
ধান্য করা	ইনা		
ভাগ্য	তিমুঙা		
ভাল	এনতাপা		
হ্যাঁ	ওহ্		
পুরোহিত	কোচিংবে,		

লাঙাইকোদিঙা, দিরিঙকাইজী,

দেখইয়া দেউসীবে, চিউ সুদেউসীবে,

রোগ ইত্যাদি বিষয়ক:-

বাংলা	টোটো	বাংলা	টোটো
জ্বর	হেইমি, হাইমি	ব্যথা	নাচপু-না
কুষ্ঠ	জা	আঘাত	নুইপুনা
আঘাত	তুদুওয়া	বসন্ত	লোইংওয়া
কাটা	পইনা, পৈনা	কলেরা	সোহা-না-হেওয়া
কাঁচা	পনপোনা	কাশি	সো ইং ওয়া
ধরা	পেইরো	দাঁত ব্যথা	পুদামা মি
হত্যা	পেইনো	পেট খারাপ	পাইমাবুমি
শাস্তি	কাম কোনা	বমি	এথি
শ্রাদ্ধ	কুইসাং পাওয়া, কাই সামপোওয়া	ব্যথা	চিচেমে
		আরাম	জিংমে
জন্ম	কে-ওয়া	ভালো	ইনৃতামে
হাম	হাইওয়া, আইওয়া	ওঝা	পাউ[illegible]
ঘা, ক্ষত	মা-কা	ছটফট	দাইদ্রা-মাইদ্রা
মচকানো	নাচপু[illegible]	রুগ্ন	ইয়া এথি

বাংলা	টোটো

কবিরাজ ------ ডাক্তার

কাটা ---- -------- পাইনা, পেইচপুনা, পৈনা

অসুধ ---------- যেইং

এন্টিসেপ্টিক ---------- লেইপা

অপারেশন ---------- সেদামাচেয়া

বাঁচা ---------- সাপুনা

ছোঁচড়া ---------- মুই না

ফুসফুস ---------- সু-রু, হানা

মৃত্যু ---------- সেওয়া

পোড়া ---------- মেনুচ না

রোপণ ---------- হাইওয়া

কেটে যাওয়া --------- নায়ুমি

পড়ে যাওয়া ---------- ইপুমি

মরে যাওয়া ---------- সিপুমে

অসুখ ---------- হাইমি

চিকিৎসা করা -------- মাইলামে

ডাক্তার ---------- ডাক্তার

হোমিওপ্যাথী -------- ডাক্তার

অ্যালোপ্যাথী -------- ডাক্তার

মাস, দিন, সময় বিষয়ক:-

বাংলা	টোটো	বাংলা	টোটো
বৈশাখ	চাইতো-মাসে	ধোঁয়া	যিদু
জ্যৈষ্ঠ	জিঠো-মাসে	গন্ধ	মেহাংনা
আষাঢ়	আসু-মাসে	প্রহর	সে নি তেইনা
শ্রাবন	শাবন-মাসে, সাওই- মাসে	সপ্তাহ	হাতি,সা নিই
ভাদ্র	ভাদো-মাসে, [illegible]-মাসে	দিন	নিনি
আশ্বিন	বাদোই-মাসে	চাঁদ	হাংজা
কার্তিক	কাতি-মাসে	সপ্তাহের সপ্তম দিন	মা-রি
অগ্রহায়ন	আগন-মাসে	মধ্যরাত্রি	নিসুং
পৌষ	পুমসে	পূর্ব	নুতা, নুতা
মাঘ	মা-মসে	রাত্রি	লিপুনা
ফাল্গুন	পাপুই মাসে	দক্ষিন	লেতা
চৈত্র	বাসা-মাসে	সোমবার	সামি ইউ
আগুন	[illegible]মে	বুধবার	সা-সু-ইং
রাত্রি	সানি লুই না	সন্ধ্যাবেলা	সেনিতেই না,জর
		সূর্যোদয়	সানি-বহিনা
		দুপুর	সাহি-তাও-লিনা
		সূর্য্যাস্ত	সানি লুই যি

বাংলা	টৌংটো

গ্রীষ্মকাল ------- মো-কোং, মো য়াঙ্

শীতকাল -------- জেই-গু

সূর্যগ্রহন --------- আনি-ছাওয়া

রোদ ---------- আনি-তা।তেওয়া

সকালে -------- য়াপা:কোহা

জ্যোৎস্না ------- লুঙ্ জে

দিক ---------- য়ানি কোঙ ওসপা

সকালবেলা ------আবুস

খাদ্য, সবজী ও ফল বিষয়ক:-

বাংলা	টোটো	বাংলা	টোটো
ডুমুর	ওসে	খাবার	হাবুস ফারকো
আখ	মেংচাতা, মিনচা	গোলমরিচ	মুরি
ঘাস	পিচ্‌মি	রসুন	মাংসাই, মাংছাই
বাগান	বারিহা	মারুয়া	মেবে
ফল	সেমে, সেমি	বিড়ি	বাংকোট
তরকারী	এবরি, বিরচাই	চিনি	চিনি
চাল	আন্না	ধান	মাইঙ্
বীজ	অংগুতি, ঔইতি	মূলা	মূলা
আদা	এইং	পানীয়	মেবে ইউ গারকো
ছোলা	[illegible]	মাখন	মাই
[illegible]	আমা	স্বাদ	মুড়ি তাই না, না
ছাতু	সাতু	মাটি	মোংটা
ভুট্টা	সেইংআ	চাষকরা	মিমিতা
বেঝাল	সাইতি	নারকেল	নারওয়ার, নাইর্‌কার্
সরবত	সুইমাপুলটি	মাছ	মায়া, [illegible]ংপা
শশা	সাবে, সোবাং,	লবন	নি
পেঁপেঁ	নেবে, ব্রংডুং	রান্না	নিনকো

বাংলা	টোটো	বাংলা	টোটো
অংকুর	নেপাঙ্গুয়া	পানকরা	আংনা
পানীয় বিশেষ	লো সংকো ডুমসি ইউ	ক্ষুধার্ত	আমা লুংপানা
		অনেক	দিম
মেটে আলু	লিং	মাধরা	লাপাচুং
মোচা	লাডই	ভিক্ষা	পিচাও
লাউ	লাউকাসে	পানসুপারী-	
পাতা	লাসু	চিবানো	গুয়াই-পড়ায়ে চা
ভুট্টা	লিয়াংকেনা, সোরংজা	আটা	পিত
পাঁঠা বা-		ময়দা	পিত
ভেড়ার মাংস	লুকাকো বিয়া	চিনি	চিনি
তেল	চুইতি	পেঁয়াজ	পেয়াজি
ধান	আমামাবে, তেঁ, দিব্রি,	চিঁড়া	মুয়িং
পেঁয়াজ	পুপডুসে	ময়দা	মইদা
তেঁতুল	পিপরিং সে	মটরশুঁটি	মটর
আলু	বিতারু	সজনে	মুংকা
লটকা ফল	ইয়ুং কু লে	কলা	ইয়ুং-পি, উম্‌পি
কাঁকরোল	কাত্যামসাই	কলা গাছ	ইয়ুং পিকো, সিংটিং
কামরাঙাফল	কেক্রাসে	কুল	গারো সে
সুপারী গাছ	গুয়াই	গম	গোম
শুক্‌না	সেইমা	কাঁচা	মাসিয়ারুনা

বাংলা	টোটো
গুড়	গুড়
ছোলা (ডাল)	সোলা
ছাতু	সাতু
বিড়ি	বাংকোট
জল	তিপা
শূয়োরের মাংস	পাবে
গরুর মাংস	পিবে
খেজুর	খেজুর
নোনতা	হেওয়া
রস	সাইতি
বাদাম	বাদাম
কাঁঠাল	দাঁতেন
জাম	অমেবের্‌সে
লংকা, মরিচ	মুরি
মশলা	মস্‌রা
লিচু	লিচু
তুলা	মাং
আনারস	সুপ্রে
গাছ	সিংটিং

বাংলা	টোটো
ভুট্টা থেকে তৈরী-	
পানীয়	সং ইউ গারকো
মধ্যাহ্ন ভোজন	সানিতাই লেনো চাকো
দুধ	ইওতি, ইয়তি
বীজ	ঔংক্তি
ডাল	দাল, ডালসাং
বেগুন	বুগনি
ময়দা	মোইদা
জল	তি
ঘাস	তারি
রান্না করা	নিরো, হাঙ্
সেদ্ধ চাল	আমা
টক	ইয়া ওয়া
টক স্বাদ	ইয়াইনা
খাওয়া	চারকো, চাকো
সবজি	এরবি
পানকরা	আংনা
ফসল	আন্‌না
কাঁচা চাল	উনক, উন্‌কু চোসিং
খাবার	চারকো

বাংলা	টোটো	বাংলা	টোটো
মেটে আলু	লিং	ডিম	তুই-না
মিষ্টি কুমড়া	পাগ-ডুসে	শিম, ছিম, (তরকারী)	ডাইরী
মূল	দা-বে	সুপারী	প্রে
দই, দধি	দিওয়া, দেওয়া,	মিষ্টি	তাতাওয়া
কষাটে স্বাদ	এই ওয়া	টক	ইয়াকোয়া
ঝাল স্বাদ	তেই ওয়া	নোনতা	নিময়েবনা
হলুদ	ইউম্বা	তিতা	খেকোনা
মূল, গাছের শিকড়	দা-বে	লুচি	পিঠা
তিতা	কা না, কাওয়া	ভাত	আমা
চিনি	চিনি	তরকারী	হিব্‌রী
চা	চা-সিং	মাছ	ওয়ারা, ওনুয়া
সরষের তেল	চু-তি	মাংস	বিয়া
মুড়ি	জুতাই	রুটি	কোবরেং
লেবু	জানুসে	বিসকুট	বিচ্‌কুট
শাক	জাব্‌রী	ভাত খাওয়া	আমাচাকোগা
জাম	জাম্বো	তামাক পাতা	তাংকুপাত্‌তা
রাতের খাবার	জিরুং	আলু	বেতারু
আম	তৌসে	পান	পারাই

কৃষি বিষয়ক,

বাংলা	টোটো	বাংলা	টোটো
বাগান	বাগন	আগুন	মেঙ্, মে
গাছ	সিংতিং	জোয়াল (লাঙল-জোয়াল একত্রে)	টং
মাথাল (মাথায় পরে কাজ করবার)	গাঙ	ফসলকাটা	চা ওয়া
মাঠ	বারি	বাঁশ	ডাওথা, পোজা
মাইল (হিসাববিষয়ক)	বেংগ, বং	গাছ	জাং
বাঁশের বেড়া	লাপুং	বন	দাসে, ডাসে,
কাগজ	সোউকু	চাষ করা	পৈওয়া
নৌকা	নাও	বাঁশ বা কাঠের খুঁটি	উতিং
বন্যা	বানা	একর (জমির পরিমাপ)	একর
লাঙল	চু	ফুল	পুং
ঘাস	তারি	বনসাজাতীয়গাছ	নাকোং
বৃষ্টি	ইক্ত পুং	নাওনের কলা	পালি
টেকো (চাষীরা মাথায় পড়ে কাজ করে)	পিঙ্, পিঙ্‌বে	রাতাস	বিংগায়া
কৃষিকাজ	চেওয়া	সার (ফসলাদেবার জন্য)	ঘরপিওয়া

খ) পশু পাখী বিষয়ক :-

বাংলা	টোটো	বাংলা	টোটো
পিঁপড়া	পাপড়া	কবুতর	পারই
বোলতা	ওয়ারা, বোরোয়া	মাকড়সা	ডিংগা টউসি, দিংদা তউসি
শকুন	শিগুন	ঘোটকী	ওয়া-চাবে
হাঁস	হংস, হাংসা	মশা	মিজাং, মিক্কাঙ্
ছাগল	এতা, এয়িতা, জাম্বে,	উকুন	দি-সি, তিয়া, ডিসি,
কুকুর	কিয়া	ঘোড়া	ওয়া
পাখি	জিয়া	হরিন	ওয়েংগা, গিবে
ভেড়া	লুকো	কোকিল	গোরগা
বাঁদর	লুধা	ভ্রমর, ভোমরা	ওয়ারা
ভীমরুলের ডাক	বুং বুং	হরিনী	ওয়েংগা চাবে
ইঁদুর	জুয়া	ছাগলী	এতা চেংবে, ইয়েতা
বাঘ	কুয়া	টিয়া	গেরা
সদ্যোজাত পশু	চু-পিপ	বাছ	ভেয়া, নেয়া, নায়া,
মহিষ	ডিক্কা	শূকর	পাকা
শিয়াল	মেঘশ্রি, মেঘসিরি	বানর	
প্রশাপতি	পুতলি	ব্যাঙ	পাত্বো, পাবো
চিতাবাঘ	জি	মাংস	বিয়া
ফিঙে	চেবিজিয়া	বেজী	চাংচুপুয়

বাংলা	টোটো	বাংলা	টোটো
মাছি	জেনগা, বিঙ্না	ভালুক	ইউয়ু, নেওয়া
চড়াই পাখি	জুরা	বিছা	ইউং-য়ু
নেকড়ে	জি	পাঁঠা	এরিতা, ডায়ে, দায়ে, চাবে,
বাঘুই	জিরিং-জে	কেঁদো	ওয়া ই যং
আরশোলা	ঘুসে	গোসাপ	কাতা, কাটা
ফরিঙ্	জারপাশে	ময়ূর	কেকা
বক্	তুং তুং গুমো	মুরগী	কেকা-চাবে
ডিম	তুই না, কে কুই	মেয়ে কুকুর	কিয়া চাবে
উট	ডায়ের মা	গরু	পিকা,
কাঠবিড়ালী	জেঙ্গু	পেঁচা	গুজা
ছারপোকা	ডিসিমিং, দিসিমিং,	কুমীর	গুই
ঘুঘু	ডুকরু	পশু	সেনগ চিং
গাধা	গুংবু	শালিক পাখি	সারু
পায়রা	খারোই	হাতি	হাতিরং
সাপ	গুইয়া	হাঁসের ডিম	হংস কো কে গুই
শূয়োরের মাংস	পাবে	হাঁসের মাংস	হংস কো-বিয়া
গরুর মাংস	পিবে	বিড়াল	মিংগে কি, নিডায়ু মিং কি,
কচ্ছপ, কাছিম	প্রাম্-না	কাক	আজা
ভীমরুল	বুং বং	ষাঁড় গুলি	নিডায়ু বিং দপিকা
মাংস	বি ফং	চড়াই	নিজা
খরগোশ	বাংগ্রী		
বাছুর	বারচেং		

বাংলা	টোটো
ভেড়া	লুকা
গণ্ডার	লানখা
শিয়াল	সামপ্রি
সিংহ	সিহান
দোয়েল পাখি	সাংজুজি
হাড়গিলে	সাসগাড়ি
মৌমাছি	সোইমা
শকুন	সিগান
কুকুর	কিয়া,

গহনা

বাংলা	টোটো
আংটি	কা, কেই
কানের দুল	নাসি, কের
গলার হার	তিসে, তাসে
হাতের বালা	ইরিং, ইরিঙ
কাঁচের চুড়ি	বট্‌ল, বতল
ধাতব বালা	ইসিডি
চুড়ি	ইরিং, ইরিঙ্
পায়ের মল	তিসে

পরিধান

বাংলা	টোটো
শার্ট	কামিস
কাপড়	গুজি
শাড়ী	লুগা, সে-বা
প্যান্ট	তামু
গেঞ্জী	গেন্‌জীরাং
চুড়িদার	চুড়িদার
জাঙিয়া	জাঙিয়া
ব্লাউজ	লাসু
গামছা	গামছা, গামচারি
জামা	তুংসে, লাসু
কাপড়	তুম্‌বা, পারি, বিজিং
জুতা	জোতা, জুতা
চিরুনী	বিদা
পকেট	গাদো, গুজি
ওড়না	গুইচ্‌ওয়া চাদরী
আবরন	গুইচ ওয়া
আলোয়ান, গায়ের চাদর	আংদুং গুইচা
জামাকাপড়	আংদোং, আংদোন,

দিক নির্নয় ও আবহাওয়া বিষয়ক:-

বাংলা	টোটো	বাংলা	টোটো
পূর্বদিক ------	নিউতা	সূর্য ---------	সানি
পশ্চিমদিক ----	দিতা	নীচের দিক ---	লেতা
উত্তরদিক ------	ইয়ুতা	এই বছর -------	হিরমাহো
দক্ষিনদিক -----	দাক্ষিন, লেতা	বৃষ্টি ---------	ওয়াতি
তারা --------	পুইয়া	মধ্যরাত -------	নি-সুং
আকাশ ------	ডিমবা, দিমবা,	জ্যোৎস্না------	হাংজে, হাঙজে
পাতাল ------	মংটো	চাঁদ ----------	তারি
অধ: --------	লেতা	শিশির --------	চুতি লুইনা
উর্ধ ---------	ইউতা, ইয়ুতা,	ঠান্ডা --------	চিদিংওয়া
পতকাল ------	এনজি	নীচু ----------	জেংপেনা
বজ্র---------	দিংসা-কায়ুনা	তুষার, বরফ-----	জোসে
বাতাস ------	বিংগায়া	পূর্নচন্দ্র --------	তারি লুইমি
ঝড় --------	বিংগাহারা	পূর্বদিকে -------	ডংআংটা
বন্যা -------	বানা	বেলা ----------	বেলা
পড়ে যাওয়া----	লুই	সন্ধ্যা --------	মারি-মৌপমে
জলপড়া -------	তিলুই	সকাল ---------	জেংপেনা
দান -----------	আংগ্রং	ভোররাত্রি -----	জিংদাংওয়া,

বাংলা	টোটো
শিলাবৃষ্টি	জে-সি
আগামী কাল	জু-ফুং
মাস	তারি
বৎসর	তারি বাতরি
আকাশ	ডিমবে, দিমবে,
আগুন	মে
শব্দ	আবাজ, আওয়াজ
গরম	তাতো
ঝিরঝির বৃষ্টির শব্দ	চেপেচেপে
পাতাল	মংটো
জলপড়া	তিলুই
পথ, রাস্তা	নাটা, নাংতা
পাহাড়	ইয়াগ
বৃষ্টি	ইওত পুং, ওয়াতি
তখন	অটায়, আতং
ভূমিকম্প	নিনুঙা-হানা
পিছনে	নো
দূরে	নামেস

বাংলা	টোটো
সপ্তাহ	হাতি
গতকাল	এনজি
মধ্যরাত	নি-সুং
ঠাণ্ডা	চিদিংওয়া
পূর্ণিমা	চেংগা
গ্রহন	চা দা
চন্দ্রগ্রহন	চা ওয়া
দুপুর	দিবাইমি
বিকাল	দিবাইনা
ধুয়া	দে-না
এখন	নে
পোড়া	ওংপুয়া
রান্না	নাংতা
নদী	হই ওয়া
তীর	লিঙপে, লিংপে
ভাসা	নাপুং কোসিং মো
আসা	লে তে

আসবাবপত্র ইত্যাদি বিষয়ক:-

বাংলা	টোটো	বাংলা	টোটো
থালা	হোনুড়ু	কোদাল	চা, কা
কাঁচি	কেইচি	লোহা	চা, কা
জুতা	জুতা	একতলা বাড়ী	লিমুক
বাঁশী	বংশী, বনৃশী,	শৌচাগার	লিমুক
গ্লাস	গেলাস	দরজার পাল্লা,	
চামচ	চামচাই	দরজার কপাট	লাপুং
দিয়াশলাই, দেশলাই	দাওসিরি,	ঘরের দেওয়াল	আওদু, ওদু
সাইকেল	চাইকেল	শোবার জায়গা	আকা
পেয়ালা, কাপ	চিপুই, চেপি,	ঘরের ছাদ	আইংকু
ঘরের মেঝে	চিপুই	ধাতব কলসী	ইয়ুতি
লাঙল	চু	ঘরের মেঝে	এমুত্রা, চিপুই,
চালুনী	জিওান, চেরিং,	ঘর, বাড়ী	সা
কলস	আকা	পাতার থালা	হোনুড়ু
কলসী	সুপ্রা	ধুম নিস্কাশন, দণ্ড	ছানুতা
থালা	চিত্রাং, বারাং, চিররাং	ভাড়াটে	দিনৃগা, দিংগা
		তারাপত্র পাতার থালা	হোনুড়ু
		সরষের তেল	চুউতি
তক্তা	এমুত্রা	একতলা	পারু গো
কফিন কভার	এনুডা		

বাংলা	টোটো	বাংলা	টোটো
প্রদীপ	মোঙ্টা	বন্দুক	শি-রাই
কাঁচ	বোত্রা	মাটির প্রদীপ	মোংতা বাতি
বই	ইগা, য়িগা	সিঁড়ি	কাইবু
চিরুনী	বিদা	দোয়াত	মসি
বাঁশের পাত্র	গোজা	কালি	মসি
বাঁশের চিরুনী	বিদা	সভাগৃহ	দেমশা
আদালত	ডেমশা	পাত্র	বরাং
দরজা	ওয়েনা, লাপুং	ঝুড়ি	ডোকো
রাখা	ই-ই	ছোট বস্তুর আকৃতি	চেওওয়া
কাঠের পাত্র	পইপা	চেয়ার	গাদু
টিন	টিঙ্, টিং	জানালা	চোবে, চেবি, জিনা,
কম্বল	ধুমা	বিছানা	নাগু
তলোয়ার	পাটাং	ঘুড়ি	তাং-জা
তুলা	সাং	আসন	লাঙ্গ
ধাতুর থালা	চিবরাং	মাথাল	গাঙ্
বিড়া	মুঙ	ঘণ্টা	ঘণ্টি
দা	ঘুনজু	সাইকেল	চাইকেল
রুপা	চাইদি	চামচ	চামচাই
ধনুক	জিইরা	মাটির কলসী	জিয়ু জিয়ো, জিও
ঝাড়ু, ঝাঁটা	জারু		

আসবাবপত্র:-

বাংলা	টোটো	বাংলা	টোটো
ঘড়ি	ঘড়ি	খেলার বল	বুলি
চেয়ার	কেইপ্রা	ক্রিকেট	কালাইওয়া
টেবিল	তেবিংরাং	শেলাই মেশিন	মেসিং
রেডিও	নেদুলাং	কাপরের দোকান	দোকেং
টি, ভি,	টিভিরাং	দোকান	দোকেং
সাইকেল	সাইকেরা	বড়	টেবো
রিকশা	লেকসা	ছোটো	চেউয়া
বাসগাড়ি	গাড়ী	খাতাপেনসিল	লাওয়াইনা
খাতা	আংদা	দেশলাই, দিয়াশলাই	দউসিরি
কলম	লাওয়া	টাকা	টংকা, তংকা
পেনসিল	লাওয়া	পয়সা	পইসা, নাসা
রবার (ইরেজার)	রবার	ঘুড়ি	তাংজা
স্লেট, শ্লেট	সিরতে	টিন	তিং
পুল	পুল	চৌকি	জিনদু
রাস্তা	নায়তা	কড়াই	তোসরাই
ঘটি	লোটা	খাতা	ডানু, খাতাই
গ্লাস	গ্লাস	খাচা	ডুই
		ঠাকুর ঘর	ডেকোশা, দেমুশা,

বাংলা	টোটো	বাংলা	টোটো
খিল	ডায়াদু, দায়াদু,	বিছানার চাদর	পকুং, বাচা, গাইদু
কুড়াল	দুপে	বাটি	পইপা, চোপোই
ঘোড়ার গাড়ী	ওয়া-কেগাড়ী	কাঠের কাপ	পুইপা
দরজা	ওয়েনা, লাপুং	কলম	পিনসিও
ঘর	কো-সা	তরোয়ান, তলোয়ার	পাটাং
চামচ	চামচি	কুলা	ইয়-কই
চাদর	চাদরি	তক্তা	এমপ্রা
তোষক	তোষক	শবাধার ঢাকনা	এমতা
জুতা	চপ্পল, কোরং	বাঁশের সিঁড়ির রেলিং	ওয়াদু
খোজা	মুছচা	ছুরি	কাটাই, কাতাই,
চটি	করং	উপরের সিঁড়ি	লোকতু
বারান্দা	সিকোয়া	সিঁড়ির তক্তা	কাইবু তুমবা-কামপ্রা
খাচা	আকোয়া, খাচাং	বড় ছুরি	পু সু
আয়না	আইনা	আয়না	মিরং
আলমারি	আরমারি	খাবার বাড়ী	নিয়ং-কো-সা
গাড়ী	গাড়ী	শৌচালয়	নিয়ুক
কাঠের বাঁট	গোইতি	জাহাজ	নুকা
জাঁতা	ওয়াংতা	কাঁথা	লায়া
বিছানা	লাপু, আংদু	শবাধার	হো-কুই
বালিশ	লা বেং ফুকুং,	খুন্তি	হাতাই
লেপ	লাদু		
রান্না ঘর	মেরেং		
বাঁশেরদেওয়াল	লাপুং		

বাংলা	টোটো	বাংলা	টোটো

চৌকাঠ -------- লাপুং

ঘরের দেওয়াল --- লাহোং

ঢাকনা --------- কে-রে

বাঁশের কাঠি ---- কাতি

মোহর --------- মোহর

মামা বাড়ী------- মামা কোসা

পিসির বাড়ী------ পিসিএ কোসা

দাদার বাড়ী ----- ডোয়া কো-সা

আমার বাড়ী ----- কুং সা

শরীর বিষয়ক

বাংলা	টোটো	বাংলা	টোটো
তনু, শরীর	তিঙ্	নাড়ী	চাদি
মাথা	পুডং, পুদোং	কোমর	কে-নু, তেপা
কপাল	পুডং, পুদোং	চোখ	মিচো, মিকো
নাক	নেবে, নাব্বো	দাঁত	সিতাং
চিবুক, থুতনী	ইঙ-এ, খাটো	হাত	সেতাং
স্তন	ইঙ	ফুসফুস	হা
হাতের তালু	তাম্বা	নাড়ীর স্পন্দন	চাদি
ভুরু, ভ্রূ	মিরগো, মিরগা	বুকের ছাতি	চাতি
পেট	পুহেমা, পা-হে-মা	কনুই	চেলো
কোড়ল	কো-রে, কো-রয়	নবজাতক	চুবেকেওয়া
উরু	কাং-দুং	গর্ভবতী মহিলা	চেবুংবি
চোখের পাতা	মিক-সিক, মু-মু,	নাবালক	চোংওয়া
শ্বাস প্রশ্বাস	হা-না	শরীর	জুপা
শিরা	চাদি	চুম্বন	জিজইনা
রক্ত	উতি, ইমুতি	আঘাত	জাংতু
চিবানো	চাপুনা	হৃদয়	তুংসিং
ঝুলানো	জিনেবো		

বাংলা	টোটো	বাংলা	টোটো
মমজ ভাই	দাদাসাম্বে, দা দেম্বসে,	থাই (হাঁটুর উপরের অংশ)	কাং ডুং
রোগা, পাতলা	দিদিংওয়া	ছিপনদিক	কেংনু
ভারী, মোটা	দিলিংওয়া	বায়ু	কিরিং
চুল	পুদিং, পুরিং	আঙুল গুলি	কোর
টেকো	পিঙ্, পিঙ্‌মে	সুখ	ইংতাওয়া
মুখ	নং, নুহোম, নোয়াং, নিউগাং,	দুঃখ	সেই তাওয়া
বসা	ইয়ুং	যুদ্ধ	নুইস্না
বিশ্রাম	ইয়ুং না	ভালো	এনতাওয়া
থামা	ইয়ুং	মুখমণ্ডল	নুহং
ফোঁড়া	ইয়ুং-কু	যোনী	মাকো
হাসি	এনতানা	মস্তিষ্ক	মেইপা
উপভোগ	এনতাওয়া	জিভ	নেবে
নিতম্ব (কোমরের নীচের অংশ)	ওয়াই বে	গোঁফ	কোমিং
নাভি	ওতপাই	পা	কো কোই।কুচো,
চীৎকার	ওউনা	আঙুল	কোরয়, কড়ে
দাড়ি	কামি	বুড়ো আঙুল	কুপুক
		নখ	কুশিং

বাংলা	টোটো

তাকানো	কাংলো
দেখা	কাংনা
দাড়িকাটা	কাঘি নু কো
গন্ধ	কে ওয়া
গন্ধকোষ	মে বে
মেরুদন্ড	মারুই
ঠোঁট	ঝি-গুই, ঝি-গুই
চামড়া	কি-ফং, চা দি
জিহ্বা	লে-বে
কবন্ধনী	তাম্ব্রা
গল্প	দিনকো, দিঙ্কো
সিনেমা	সিরিমা
কেনা	পিচাকো
ভয়	চুচুং ওয়া
খুড়ু	ওয়ারো
কান	না-নুং
হাত	কুই
কপালের টিপ	টোয়া

বাগবীরা

বাংলা	টোটো

১) কাঁচা বুদ্ধি ---------- লেপা মহনা

২) গায়ে কাঁটা দেওয়া ------ চিং দংগাপা জিমাংমি

৩) বড় বড় কথা ---------- লাবো নুওয়াং

৪) কথায় কথায় ---------- নোঙ্ নোঙ্

৫) চোখের আড়াল --------- মিচোমো যাতিঙ্ত

৬) নাকে কান্না ---------- নাহেপা কাইওয়া

৭) অলস ব্যক্তি ---------- ডুমকোওয়া হিং চিং

৮) টাকার কুমীর ---------- পুপুদেঙ্গা

৯) কানকাটা ---------- নানুং চাইওয়া

১০) কইযাছের প্রান --------- যামোরোমি

১১) গোল্লায় যাওয়া -------- বুই বুই পা

১২) কেষ্টবিষ্টু ---------- দেওমি ডেংগা

১৩) তালপাতার সেপাই ------ ফতোয়াদেঙ্গা

১৪) গলাকাটা ---------- চাওয়াবি

১৫) দায় সারাভাব --------- যতোপা কামজোয়া

১৬) ক্যা ক্যা করে যোরা----- নেং নেং পা হাঙ্পা

১৭) বিন্দুবিসর্গ ---------- নুইরে মেগেমিপা,

১৮) ব্যাঙের সর্দি ---------- হাপায়ংগা

১৯) একান পক্ক, এঁচোড়ে পাকা ----- নো-যাহানা

সংখ্যাবাচক :-

বাংলা	টোটো
এক	ই-পু, ই-কো
দুই	নিই-পু, ন-কো
তিন	সুং-পু, সাং-কো
চার	ডি-পু, ডি-কো
পাঁচ	না-পু, ডা-কো
ছয়	টু-পু, টো-কো
সাত	নি-পু, নি-কো
আট	ইয়া-পু, ইয়া-কো
নয়	কু-পু, কু-কো,
দশ	তা-পু, জ্যে-কো
ষাট	সাংকাই
বারো	বারোচো
এক পয়সা	ই-পইসা
আট আনা	ইয়ারাই
দুই আনা	ইয়া পইসা
এগারো	এগারোকো
একুশ	একাশো নিশো
বাইশ	একাশো নিশো
তেইশ	একাশো সাংচো
চব্বিশ	একাশো টাচ্চো

বাংলা	টোটো
অনেক	দিঙ্, দিম, উইসে,
বাকী	বাংকি
নেন	পিচুয়া
দেন	পাওয়া
লাভ	মাংচেনা
মোটা	গদা
কাঁটা	নাচপোয়া
অংক	সিপেনিনাগা
অধিক বেশী	তইরো
খরচ করা	নো, নোনো
দেনা	পিক-পিরো
বিক্রয়	পিচু-রো
ফেরত	পিচু-না
একত্রিশ	এগারোকো
ছয় পয়সা	সি পইসা
দশ টাকা	তেকসে তংক কো লো
পাঁচ টাকা	তংকা কো লো নাম্বে
চার আনা	দিরাই
দুই পয়সা	দি পইসা

টোটো কথ্যভাষায় বিভিন্ন শব্দ:-

বাংলা	টোটো	বাংলা	টোটো
আরাধনা	-- লুইবা	বিবাহ বিচ্ছেদ	-- পেইম্বমি
পূজা করা	--- সোংরো	ভাল	-- এনুতাকাইমি
করা	--- পিচা	চেনা	-- পরিচিত্
ধরা	--- চুং	মন্দির	-- দে-কোশা
প্রতিজ্ঞা	-- এনুতানা	সে বড়	-- দেবো, দেবে
যুদ্ধ	-- লুইম্বনা	কাজ	-- কাঙ্ পা-রো
পাক্কা	-- প্লচা	যোগদান	-- মিরায় না
বাঁকা	-- ভেনুজে, দেনুজে, এনুগকেওয়া,	ভালবাসা	-- এনুতাপানিনা
		নিকট, কাছে	-- এ্যাবেসো
		নৃত্য, নাচ	-- ইয়ানা, ইয়াওয়া
অদলবদল	-- এজ-উতা	পোয়া	-- পোয়া
খোলা	-- ওয়েবা	নগদ	-- পোচা
ধান ঝাড়াই করা	-- মো বাদেওয়া	মাটি তেল	-- কারং ত্রিয়ি
ধাতববাতি	-- লালিং, লেংগুজা,	আনন্দ	--- ইয়াংতাওয়া
বাখরুম	-- লিমুকি	জানা	-- জেনা
চেড়াই	--- এনগুটাচেনা,	ধোওয়া	-- দেনা
রাখা	-- এহেনা	উপরে ওঠা	- জু তাতার কোহাতু
অংশ	-- এপো	জ্ঞাপন করা, জানানো,	---- জাংনা

টোটো কথ্যভাষায় বিভিন্ন শব্দ:-

বাংলা	টোটো
শৌচালয়	--- লিমুক
কান্না, কাঁদা	--- কাইয়ুআ
হঠাৎ	--- হাতংদ্রো
শোওয়া	-- জিংনা
বলা	-- জেংনা
থাকা	--- জিংনা
ঘুমানো	--- জিংইউনা
পড়ানো	--- জি-পারগো
খারাপ সময়	-- এনতাওয়াতারি
আলোচনা	-- নুয়ং
ঠিক	-- চা
আগুন	-- মে
তৈরী করা	-- বানাইওয়া
ভেঙে ফেলা	-- মেপোয়া
পোড়ানো	-- পুইংওয়া
কেনা	-- চইওয়া, চোইতু
বেচা	-- পিচাওয়া
চাষ করা	-- ছেওয়া
আনা	-- পাওয়া
গল্প	--- কাথা
মৌখিক	-- নুয়ংসুজাংওয়া

বাংলা	টোটো
শেখা	--- জিনা, জিরুরগা
কয়	--- লেওয়া, আশেসে
বেশি	-- সিওপা
গান	-- লেওয়া
আঠা	-- তিপা-ওয়া
ধূয়া, ধোঁয়া	-- দে-না
পাতলা	-- দিদিংওয়া
ভারী	-- দিলিংওয়া
বালি	-- বরুয়া
ভাল	-- পেরেম
খোঁজা	-- তিং-না
গরু চরানো	- কুই ওয়া, উই ওয়া,
গুলি	--- গোলি
জেলা	-- জিলা
ঝরনা	-- ঝোরা
লোকসান	-- নুকসান
এখানে	-- ইতা
মন্দ, খারাপ	-- না
বাজার	-- হাতুতি
দ্রিমদ্রিমশব্দ	-- দিমদিম, ডিমডিম,

টোটো কথ্যভাষায় বিভিন্ন শব্দ:-

বাংলা	টোটো
লিখিত	-- লাওয়া
কালি	-- সেই
গাছ লাগানো	-- তিংওয়া, তিঙ্ওয়া,
ছটফট	-- দাইদ্রা-মাইদ্রা
পাঁইপাঁই	-- এপ্রামগাইওয়া
আদালত	-- জাংসুয়াসা
পালক	-- তিসিং
শুরু	--- হারকোগা
নীচে	-- লোতিকা
ভাবনা	-- হারোঙ্জিংনে
অবিশ্বাস	-- লেপে-উহা
লজ্জা	-- লেপে-নেহা
কাপড় রং করা	-- নিমপিরো
ঘৃনা	-- মেহেলো-না
দু:খ	-- মিঙ্তেওয়া
প্রেম	-- মে-মে
রাগ	--- মেদাঙ্পুয়া
মন	--- মোন্
ভোঁতা	-- মুদুয়া
উদ্দেশ্য	-- মাতুই

বাংলা	টোটো
তামাশা, রঙ্গ	-- না সোকালেঙ্না
মিলিত হওয়া	-- নেসো দসুনা
কান্ত	-- লিং, লিঙ্
উঠান	-- লেনগাং,
তুলা	-- লাসিং
রেশম	--- লোবু
বাগান	--- লেয়াং
পাতা	-- লাসু
রেশম তুলা গাছ	-- লাসিংকোসিংটিং
কয়লা	-- মেসে
অকথ্য	--- মাজাংউয়া
ক্ষয়	--- মোচুয়া
অগোচর	-- মিতিংউয়া
অচল	--- মেতেউয়া
অটল	-- মানাইউয়া
অথবা	-- মেয়া
অত্যাচার	-- মুসাইপাজেওয়া
অধিকার	-- মুংচুয়া
আইন	-- মুংকাসাত
মন	-- নিবইসিঁড়ি

বাংলা	টোটো
ধাতববাতি	লালিং, লেংগ্জা,
বাথরুম	লিমুকি
চেড়াই	এনপ্টাচেনা,
রাখা	এহেনা
অংশ	এপো,
শৌচালয়	লিমুক,
কান্না, কাঁদা	কাইয়ুআ
হঠাৎ	হাতংদ্রো
শোওয়া	[illegible]
বলা	জেংনা
থাকা	জিংনা
ঘুমানো	জিং ইউনা,
পড়ানো	জি, পারগো,
খারাপ সময়	এনতাওয়াতারি,
আলোচনা	নুয়ং
ঠিক	তা
আগুন	মে
[illegible] করা	[illegible]নাইওয়া

বাংলা	টোটো
আনন্দ	ইয়াংতাওয়া
জানা	জেনা
ধোওয়া	দেনা
দেখা	কাঙ্
পড়াশোনা	জিহিন্
উপরে ওঠা	জু তাতারকোহাতু
জ্ঞাপন করা, জানানো (Inform)	জাংনা
শেখা	জিনা, জিরুরগা
কম	লেওয়া, আশেসে
বেশী	সিওপা
গান	লেওয়া
আঠা	তিপা-ওয়া
ধুয়া, ধোঁয়া	দে-না
পাতলা	দিদিংওয়া
ভারী	দিলিংওয়া
বালি	বরুয়া
ভাল	পেরেম

বাংলা	টোটো
ভেঙে ফেলা	মেপোয়া
পোড়ানো	পুইংওয়া
কেনা	চইওয়া, চোইতু,
বেচা	[illegible]ওয়া
চাষ করা	ছেওয়া
জানা	পাওয়া
নেওয়া	লাংচুয়া
[illegible]ওয়া	পিদুয়া
গল্প	কাথা
যৌথিক	নুয়ংসুজাংওয়া,
লিখিত	লাওয়া
কালি	সেই
গাছ লাগানো	তিংওয়া, তিঙ্ওয়া,

বাংলা	টোটো
খোঁজা	তিং-না
গরু চরানো	কুই ওয়া, উই ওয়া,
গুলি	গোলি
জেলা	জিলা
ঝরনা	ঝোরা
লোকসান	নুকসান
খানে	ইওা
মন্দ, খারাপ	না
বাজার	হাত্তি
দ্রিমদ্রিম শব্দ	দিমদিম, ডিমডিম,

বাংলা	টোটো	বাংলা	টোটো
লেন	পিচুয়া	তামাশা, রঙগ	না সোকালেঙ্না
দেন	পাওয়া	মিলিত হওয়া	নেসো দসুনা
ছটফট	দাইদ্রা-মাইদ্রা,	কাপ্ত	লিং, লিঙ্,
পাঁই পাঁই	এপ্রামগাইওয়া,	উঠান	লেনগাং,
আদালত	জাংসুয়াসা	তুলা	লাসিং
পালক	তিসিং	রেশম	লোবু
শুবু	হারকোগা,	বাগান	লেয়াং
নীচে	লেতিকা	পাতা	লাসু
ভাবনা	হারোঙ্তিংনে,	রেশম তুলা গাছ	লাসিংকোসিং টিং
অবিশ্বাস	লেপে-উহা	কয়লা	মেসে
লজ্জা	লেপে-নেহা	অকথ্য	মাজাংউয়া
বুনা	মেহেলা-না,	অক্ষম	মোচুয়া
বৃথা	মিঙ্তেওয়া	অগোচর	মিতিংউয়া
প্রেম	মে-মে	অচল	মেতেউয়া
রাগ	মেদাঙ্পুয়া,	অচেনা	মানাইউয়া
মন	মোন্,	অটল	মেয়া
ভোঁতা	মুদুয়া	অথবা	মোতো-নাহা
উদ্দেশ্য	মাতুই	অত্যাচার	মুসাইপাওওয়া,

বাংলা	টোটো	বাংলা	টোটো
পূজা	সোঙ্‌রো	অধিকার	মুংচুয়া
পুনানী	হিংনেগা	আইন	মুংকাসাত
উপর	হিন্দাখিনা,	ঘন	নিবইসিঁড়ি,
কেন	হারাংগা	ভিতরে যাও	সিনিতা
বহনকরা	হারু কাং	থালা	হণ্ড
অভাব,		কারবারী	নাংপোয়েন
অনটন	হায়রেমাতুয়া,	ছলনা	আজপুলা
অনেকস	ইতা লেইগা,	কোনটি	আসু-সা-নিং-গা
গতকাল	আইন্‌জি,	প্রতিটি	ই-কো, তাংসেপুবিনো
আগামীকাল	জুকুং	দৃষ্টি	তিংনা
আমি জানিনা	কা মেগেমি,	ভাল	তাচে সরমাএমে
ছেঁড়া	ইয়াইপুবি	চল খাই	তো চারকো
লোকটি	দেংগাহা,	স্নান	তি-হার্য
পাগল	কোইরুং,	খোঁজা	তিং-না
অগ্রসর	নাগারীলুয়া,	লাফানো	তোং-না
গোল	লুটুয়া	অনুমতি দেওয়া	তে
লুকানো	গুলো,	তৈরী	তাতাপাগোহেরো
		পাঠানো	পিচারগো
		মই	পাটা,

বাংলা	টোটো
বহন	-- পুরকো
দেওয়া	-- পিচা
প্রস্তাব	-- পিক্-না
মই	-- পাটা
তরুনী স্ত্রী	-- বহুরো
বুড়ি	-- বানতি
সিগারেট	-- বাঙফট্
ষাঁড়	-- চিংদাপাকা
বেরিয়ে যাও	-- বাইরেতা হাতু
ছোঁড়া	-- বাইদু-পিরকো
হলুদ রং	-- ইউনিয়োলঙ্
পড়া	-- ইপুনা
পর্ন	-- ইপরাই
দুঃখ	-- ইয়াপনা
ভাল	-- ইরেযো ইউয
দেনা	-- উদাই
তার	-- উকো
বাঁশের পাইপ	-- উকা
ভাই	-- এ
একসংগে বসে - মিটিং বা আলোচনা করা	---- লাচিজাওয়া
যেকোনও অনুষ্ঠান পিছিয়ে যাওয়া	-- তারিওয়াইওয়াহ্
সত্যতা	-- এনতাপা অনগাই
দেওর	-- এরং ওয়া
শালী	-- এবং যে
স্বামী	-- ওয়া
পৌঁছান	-- ওয়াংপু-হি
তিতা	-- কাহুতা, কাওয়া
ফুলকপি	-- কাবি
কেরোসিন	-- কেরানতার
গরু চরানো	- কুইওয়া
জানা	- গেনা
কোথা, জাত	-- গেয়ো
আঁকা	-- আকেওয়া
হাঁটা	-- তেরো, ত্যেরো
দৌড়ান	-- তুই-ই
বাঁশের তৈরী- বারান্দা	-- ডুনি
ওজন	-- ডুংওয়া
নির্দিষ্ট সময়ে- টাকা দেবার - অংগীকারপত্র	-- তংকা কোকো

বাংলা	টোটো
যুদ্ধ	-- নুইস্না
গুদাম	-- লেকিতা হাতু
লাঙল	-- নিয়াংকো হেরো
ঢালা	-- লাকেতা নুইনা
গানকরা	-- লে কো
হাড়	-- নুটো
জীবন	-- লাবে
গোল	-- নুটুয়া
রং	-- লং
গর্ত	-- লিনু
অনুহাত	-- লাপৃহা
অতিরিক্ত, বেশি	-- মেউপাডুয়া
জ্বালানী	-- সিং-এ
বন্দুক	-- সিরাই
হস্তশিল্প	-- সাদি
কাগজ	-- সোকু, সোউকু,
এইগুলি	-- সা

বাংলা	টোটো
রাগ	-- মেড্রাংগ্রা, মেড্রাঙ্গ্রা
ধৈর্য্য	-- মেরোপুনা
রাধুনী	-- সাংনা
সোনা	-- সোনা, সাং
তাড়াতাড়ি	- সোনে পা
রাগী	-- মেড-ডেয়াং পানা
মৃত	-- সিপু-আ-ই
প্রবেশ	-- সিরিতা ওয়াং ডানা
ঝগড়া	-- সায়ুসুনা, সাসুওয়া
আশা	-- মেংডুং নাহা, মেংদুং নাহা
সুতা	-- সাংদি
গহনা	-- সুংদু
উৎসাহ	-- মে তিঙ্গোয়া
ভাঙা	-- সিপুওয়া
খড়ি জ্বালানি	- সিনুগে
ঘুঁটে	-- মেং-ঘাপেসি
কাঁটা	-- মে-নো
গুলি করা	- সিরাবুকো, সিরা-আরকো ,

টোটো কথ্যভাষায় বিভিন্ন শব্দ:-

বাংলা	টোটো	বাংলা	টোটো
পূজা	-- জোঙ্‌রো	ভিতরে যাও	-- সিনিতা
শুনানী	-- হিংনেগা	থালা	-- হন্ড
উপর	-- হিন্দাথিনা	কারবারী	-- নাংপোয়েন
কেন	-- হারাংগা	ছলনা	-- আজপুলা
বহন করা	- হার্ কাং	কোনটি	-- আসু-সা-নিং-গা
অভাব, অনটন	-- হায় রেমাতুয়া	প্রতিটি	- ই-কো, তাংসেপুবিনো
এখানেবস	--ইতা লেইগা	দৃষ্টি	-- তিংনা
গতকাল	-- আইনৃজি	ভাল	-- তাচে সরমাএমে
আগামীকাল	- ঙুকুং	চল খাই	-- তো চারকো
আমি জানিনা	- কা যেগেমি	স্নান	-- তি-হার্ম
ছেঁড়া	-- ইয়াইপুমি	খোঁজা	-- তিং-না
লোকটি	-- দেংগাহা	লাফানো	-- তোং-না
পাগল	-- কোইরুং	অনুমতি দওয়া	- তে
অগ্রসর	-- নাগারীলুয়া	তৈরী	-- তাতাপাগোহেরো
গোল	-- লুটুয়া	পাঠানো	-- পিচারগো
লুকানো	-- গুলো	বই	-- পাটা

টোটো কথ্যভাষায় বিভিন্ন শব্দ:-

বাংলা	টোটো	বাংলা	টোটো
বিয়ে, বিবাহ	-- বিয়োজায়েগো	উঠান	-- লাংগাং
মুখেভাত	-- আম্মা চাখো, বাঙ্গিলোংওয়া	দেখতে সুন্দর	- কাউংনু জেজেং কো মি
নদী	-- জোরা জুইতে		
স্নান	-- হক্	গাছে ওঠা	-- শিঙেতা-লেওয়া
মন্দ	-- ইয়েংমে	পড়ে যাওয়া	-- লুইওয়া
দোকান	-- দোকেন	রান্না করা	-- লেইওয়া
পাকা বাড়ী	-- সিমেন্টি কো-সা	স্বাদ	-- না
কাঠের বাড়ী	-- কাঠ কো-সা	কিছু	-- নাতিহি
মাটির বাড়ী	-- মোংটো কো-সা	আছে	-- নি-না
ছবি	-- ফোটো	একটা	-- ইচো
আঁকা	-- আকেওয়া	বই	-- য়িগা
চাকরী	-- চাকরী	কেনা, কিনলাম	-- চোইপিকোহে
বেকার	-- বেইকার		
পূজা করা	-- যেসাংলুপাওয়া	লেবু	-- জমসে
খবরের কাগজ	-- লাওয়া	পেয়ারা	-- তাংপ্রোসে
খবর নিয়ে আসা	- পানা, পাওয়া	লাইট	-- বাততি
তক্তা	-- তক্তি	ফুল	-- মইবে
ঘরের মেঝে	-- লাঙা	শোনা	-- হিংনা
দড়ি	-- সেংদি	যাওয়া	-- হাতু, হেরো
ব্যাগ	-- ঝোলা	অঝোর	-- লুই উহা
		মারা যাওয়া	- সিপুনা

টোটোদের কিছু মৌখিক বাক্য :-

বাংলা	টোটো
আমি খাই ----------	কা-চারো
আমি যাই ----------	কা হারো
আমি লেখাপড়া করি ------	কা য়িগা লামি
আমি নাচি ----------	কা-য়ুই মি
আমি রান্না করতে পারি ---	কা-লেই-গা কো পেমি
এটি আমাদের বাড়ী ------	কেয়োংসা হি, কাপকোসা-ই
আমাদের বাড়ী চল -------	কেয়োংসা-তা তে
আমাদের বাড়ীতে থাকে --	কেয়োংসা-তা চাকো
আমাদের বাড়ীতে থাকো --	কেয়োংসা-তা ইয়ুং
তোমার নাম কি ? -------	ন-কো মিং হাংগা ?
তোমার বাড়ী কোথায় ? ---	ন-কোসা- হাংতাগা ?
তুমি কি কর ? ----------	না-তি হাং ওংগা
তোমার বাড়ী যাবো ------	ন-কো সা-তা হাবো
তোমার কথা বল ----------	ন-কো নুয়ং তাং
তোমাদের বাড়ীতে কে কে থাকে ? ----	ন তি বিকো সোতাহা হংসু - হংসু ইউম্‌গা?
তোমার বাবার নাম কি ? -----	ন-কো আপাকো মিঙ্ হাংগা?

বাংলা	টোটো
তুমি পড়তে পারো ? -------	ন-তি পড়াই কো গেমগা, ?
	ন-তি পড়াই কো চুমগা, ?
তুমি রান্না করতে জান ? ------	ন-তি লেই গাকো গেমগা ?
তুমি চাকরী কর ? ----------	ন-তি অপিস্‌তা কাম্‌ আম্‌গা ?
আমি চাকরী করি ? ---------	কা চাকরী আমি
আমি ব্যবসা করি ----------	কা বেপারী জামি
আমি কিছু করি না ----------	কা হায়রে মজামি
আমাদের এখানে মঙ্গলবার হাট বসে ---	কাপকো ইতা মংগলবার হাত্‌তি লুইমি জিংমি
আমাদের এখানে সরকার থেকে কলের জল জোগান দেবার ব্যবস্থা হয়েছে -----	কেউ ইতাহা সরকার ছ একা রানাইপি মি
আমাদের এখানে হাসপাতাল আছে ---	কাপকো ইতা হাসপাতাল নি না,
এখানে একজন ডাক্তার আছে --------	ইচো ডাক্তার নি না,

টোটোদের মৌখিক বাক্য

বাংলা	টোটো
আমরা পুরোহিতের কথা মানি	---- কা বি যেসাং লুইমৃবি কো
	জাংওয়া হিংমি ।
নাহলে আমাদের ক্ষতি হয়	------ মাম্মা নেনাহা কাপরো ক্ষতি জিংমি
দেবতা আমাদের গাছ দিয়েছে	---- নাবক্যা কা বিহিং সেংতিং পিচুনা
সূর্য পূর্বদিকে ওঠে	---------- আনি পূর্বসোনোমি
সূর্য পশ্চিমদিকে অস্ত যায়	---- নানি পশ্চিমদিগতা ডুবেমি
আকাশে অনেক তারা	-------- ডিংবাতা উইসে লুইমা
গাছে অনেক সুপারী হয়েছে	--- সেংতেংহা থোয়াই উইসেনিনা
আমাদের বাড়ীতে মুরগী আছে	-- কাপরো খা-না কেকানিনা
তুমি আমার বন্ধু	----- নোতি কুং বারো
তুমি কেমন আছো ?	---নোতি হ্যাপা নিনুগা ?
তুমি কোথায় যাও ?	--- নোতি হানুতা হা কোপা ?
তুমি কোন ক্লাসে পড় ?	-- নোতি হেসে ক্লাশতা পড়াইমুগা ?
আমি নাইন-এ পড়ি	----- কা নাইনতা পড়াইমি
আমি পড়ি না	-------- কা-ম পড়াইমি
আমার বিয়ে হয়েছে	----- কুং বিয়ো জিটতে না

বাংলা	টোটো

আমার বাবা আছে ----- কুং আপা নিনা

আমি বেড়াতে যাব ----- কা কোইকো থারো

তুমি আমার সংগে চল ---- নেতি কা ইঙ্পাতে

আমরা একসঙ্গে থাকি ----- কা-বি একথাক্পা ইয়ুং মি

আমরা বিকেলে বেড়াই --- কা-বি যেরং কথিমি

আমি গান গাই --------- কা লে ওয়া

আমার মাটির বাড়ী ----- কুং মোংটো কো-আ

আমি গাছ লাগাই ------- কা তিঙ্ওয়া

আমি চাষ করি --------- কা আবুস ছেওয়া

বিভিন্ন [illegible]

বাংলা	টোটো	রাজবংশী	মচ	নেপালী	ব্রাভা	ইংরেজী
মা	আইয়ু	[illegible]	আই	আমা	আমা	মাদার
বাবা	আপা	বাপ	আফা	বাবা [illegible]	আওয়া	ফাদার
দাদা	আপুয়ে	দাদা	বিদা, আদা	দাদু	আজংগদা	এলডার ব্রাদার
কাকা	পাঙ্	বুড়া	বিমংথৈ, আদৈ	কাকা	ওতই	আংকল
ভাইপো	জিতুয়া	ভাতিজা		ভাতেজ	বতইসা	নেফিউ
বোন	ইআম	বোইনি	বিনানাও	বহিনী, বইনি, বোইনি	জিনৌ	সিসটার
জ্যাঠা (বাবার বড়ভাই)	জিতো	জেঠা	আয়ং	বড়া	এতৈয়	পেটারনাল আংকল
ভাগনে	দা	ভাগিনা	[illegible]	ভানিজ	বাঙ্নায়	নেফিউ
মামা	কু-কু	মামা	মামাই, বিমাই,	মামা	এইতি	মেটারনাল আংকল
শ্বশুর	জুয়া	শ্বশুর	বিহাও	শ্বশুরা	হও	ফাদার-ইন-ল
শাশুড়ী	জুমে	শাশুড়ী	আইবুন, বিফুনজো	শাশু	নৈ	মাদার-ইন-ল

বিভিন্ন [illegible] কিছু শব্দ:-

বাংলা	টোটো	রাজবংশী	মেচ	নেপালী	রাভা	ইংরেজি
কাক	[illegible]	কাউহা	দাওয়া	কাপ	কাওয়া	ক্রো
জল	তি	জল	দৈ	পানি	চিকা	ওয়াটার
মাটি	মোংটো	মাটি	মা	মাটো	মা	সয়েল
কলসী, কলস,	গাংবু	হাপিড়	হৈ-হু	ডাঁড়া	কমবই	পিচার
পাথর	নুংতুই, নুঙতুই,	শিল	জনুঠাই	টুংগা	রং	স্টোন
গ্রীষ্ম	সোকং	গরমকাল	গৌলৈমবৌখল	গর্মী	বৌলমি	সামার
মুখ	নিউপাং	মুক	ঘৌপা	মুখ	হোতং	মাউথ
চারিদিক	আকুতাংবা	চারপাখায়	চাইহনাও	চারৈতির	বিয়াংবা	সারাউন্ড
বারবার	আরেইতা	বারেবারে	বারেবারে	ঘলিমরি	কোককোক	রিপিটেডলি

বিভিন্ন ভাষায় সংখ্যাবাচক শব্দ:-

বাংলা	টোটো	রাজবংশী	খেচ	নেপালী	রাভা	ইংরেজী
এক	মৈ-পু	এক	চৈ	এক	গলা	ওয়ান্
দুই	নিই-পু	দুই	নৈ	দুই	গানিং	টু
তিন	সুং-পু	তিন	থাম	তিন	গাতাম্	থ্রি
চার	ডি-পু	চাইর	ব্রৈ	চার	ব্রি	ফোর্
পাঁচ	না-পু	পাঁচ	গা	পাঁচ	বাং	ফাইভ্
ছয়	টু-পু	ছয়	ডো	ছ	ব্রোগা	সিক্স্
সাত	সি-পু	সাত	ত্রি	সাত	সিন্	সেভেন্
আট	খ্যা-পু	আট	জাইন্	আঠ	ছেতগিন্	এইট্
নয়	কু-পু	নয়	গু	নৌ	গু	নাইন্
দশ	গা-পু	দশ	জি	দশ	চি	টেন্

বাংলা ভূমির দান-গুরুসদয় দত্ত

বাংলা ভাষী সকল মানুষ আমার পরম ইষ্ট -
আমার প্রানের গভীর-প্রিয় বাংলাতে যা সৃষ্ট ।
আমরা বাঙালী সবাই বাংলা মার সন্তান
বাংলা ভূমির জল ও হাওয়ায় তৈরী মোদের প্রান ।
মোদের দেহ, মোদের ভাষা মোদের নাচ আর গান
বাংলা ভূমির মাটি হাওয়া জলেতে নির্মান
বাংলা ভূমির প্রেমে মোদের ধর্ম আর ইমান --
বাংলা ভূমি মোদের কাছে স্বর্গ সম স্থান ।
বাংলা ভূমির ছন্দধারায় পালন করে যান --
মানব মোরা বিশ্বে মোদের বিশিষ্ট তম দান ।

টোটো মৌখিক ভাষায় রূপান্তর -

এনজিবিকো ইউবা কাবি দেংগা কুং চাদিকো ঈশপা- —
কুং চাদিকো এনতাপানিনা এনজিবিকো কেওয়া ।
কাবি এনজিবি ন-চি হিংজানা এনজিবি আইয়োকো চেংওয়া
এনজিবিকো মংটোবি চি-য়ুর বিংয়াবি বানাইওয়া কাপকো হা-না ।
কাপকো চিম কাপকো ইউ-বা কাপকো য়ুই য়ুর লেওয়া
এনজিবিকো মংটেবি মোংতা বিংগায়া চি-কো পিচা
এনজিবিকো মংটেবি এনতাপানিনা কাপকো ইংতাওয়া সেইতাওয়া
এনজিবিকো মংটো কাপকো ইতা তাচে সরমা এয়েয়া
এনজিবিকো মংটেবি এননতাপানিনা যেসাং লুপাওয়া-
আপ্রংবি তাংসা ন-চি হিংজানা কাপকো আপ্রং এনতাপা ।

(টোটো মৌখিক ভাষায় রূপান্তর-ঝরনা বসু)

বাংলা ভাষায় প্রচলিত দুটি ছড়া টোটোদের মৌখিক ভাষায় অনুবাদ করে এখানে সংকলিত করা হোলো :-

(ক) চাঁদ উঠেছে ফুল ফুটেছে
কদম তলায় কে ?
হাতী নাচছে ঘোড়া নাচছে
রানীর মেয়ের বিয়ে ।

টোটো মৌখিক ভাষায় :-

হাংজা সোলোমি মইবে লেওয়া
কদম সিংটিংকো হাতু ?
হাতীরং ইয়ানা ওয়া ইয়ানা
রানীকো চেংবিও বিয়োউ ।

(খ) ছোট্ট মেয়ে পান্না

আজ করেছে রান্না

কি হয়েছে কি হয়েছে

কিসের এত কান্না ?

ই:-- ঝাল হয়েছে ঝোলটাতে

তাই তো কেউ খায় না ।

টোটো মৌখিক ভাষায়:-

ওউনা আপে পান্না

হাপাংকোহা লেইগা

হাহারা নিনগা হাহারা নিনগা

নুইউহা ই কাইয়ু-আ ?

ই: - না তেই ওয়া সাইতি

নে তাযমা নেই আংমি ।

(টোটো মৌখিক ভাষায় রূপান্তর- ঝরনা বসু)